চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 158 Tuesday, 9 May, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৫৮ সংখ্যা ❋ ২৫ বৈশাখ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৯ মে, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

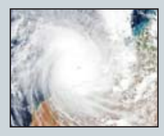

নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত, মধ্য বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে মোকা। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

মোদির বাড়ি ঘেরাও করে ১০০ দিনের টাকা ফেরত আনার দাবি রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্রের। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

হিংসার আবহে মণিপুর ছাড়ার ধুম, গগনচুম্বী কলকাতার বিমানের ভাড়া। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

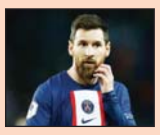

থিয়েরি অঁরি’র মতে, ‘মেসির সৌদি সফরে পিএসজির গৌরবের ক্ষতি’। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

রাজ্যপাল বোসকে স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

পছন্দ না হলে আচার্য বিল ফেরত পাঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ আচার্য বিল নিয়ে ফের রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। উপাচার্যদের ডেকে পাঠানো নিয়ে সোমবার ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আচার্য বিল ফেরত পাঠান, এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘আচার্যের চেয়ারটা সম্মানের। তবে ডিপার্টমেন্ট কিন্তু উচ্চশিক্ষা দফতর চালায়। আমিও কখনও ইন্টারফেয়ার করি না। আমিও একথা বলতে পারি না, আমার কথা না শুনলে ব্যবস্থা নেব। আমরা যেন সকলে মনে রাখি আমাদের একটা লিমিটেশন আছে। আমি মনে করি রাজ্যপালকে কেউ হয়ত ভুল বোঝাচ্ছে। আমি তাঁকে বলব, আপনি আচার্য, আমরা আইনও করেছিলাম। একইসঙ্গে হয় বিল সমর্থন করুন, নাহলে তা ফেরত পাঠান’’ এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যখন এই আইন হয় তখন রাজ্যে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন সেই সংখ্যা ৪২ হয়েছে। তবে আইনে কোনও বদল আসেনি।’’ মমতার কথায়, ‘‘এখন তো একই নিয়ম চলতে পারে না। তখন হাতেগোনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন অনেক। এখন উনি যদি বলেন সাতদিনের মধ্যে নির্দেশ দিতে হবে, না হলে ব্যবস্থা নেব! উপাচার্যরা পরীক্ষা নেবেন, ক্লাস করাবেন নাকি ওনার সঙ্গে গিয়ে হিসাব দেবেন। হিসাব রাজ্য সরকারকে দিতে হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে চলার পক্ষে। আমি মনে করি।’’ উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজভবনে বিল পাঠানো প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমি ওনাকে বলব আপনি চান্সেলার, আমরা আইনও করেছিলাম। কিন্তু এখন ৪২টা হয়ে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে আমাদেরও। তা নিয়ে বিধানসভায় নিয়মটা পাশও করে রাজ্যপালকে পাঠানো হয়। হয় উনি সেই বিল ফেরত পাঠাবেন কিংবা সমর্থন করবেন। উনি ফেরতও পাঠাননি সাপোর্টও করেননি। আমি ওনাকে বলব যদি ওনার বিলটা পছন্দ না হয় বিলটা ফেরত পাঠান। যাতে আমরা আবার বিধানসভায় পাশ করাতে পারি। অনেক বিধানসভা এটাকে পাশও করেছে।’’ মণিপুরে

উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে একই সঙ্গে উপদ্রুত এলাকার মানুষের জন্য সহানুভূতি ও প্রশাসন ও কেন্দ্রের প্রতি এদিন তীব্র সমালোচনা ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিপুরে উদ্ভুত সমস্যাকে ম্যান মেড বলেও উল্লেখ করলেন তিনি। আগেই তিনি বলেছিলেন, নির্বাচনকে দূরে সরিয়ে রেখে আগে সমস্যার সমাধান করা উচিত। আসলে নাম করেও কর্নাটক নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেছিলেন তিনি। মণিপুরে এখনও পর্যন্ত অনেকের মৃত্যুর খবর এসেছে। সে রাজ্যের প্রশাসন ‘দেখা মাত্র গুলি করার’ নির্দেশ দিয়েছে। তার পর থেকেই মৃত্যুর খবর সঠিক ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন। তিনি সেই সঙ্গে মণিপুরে আটকে পড়া বাঙালিদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরের কথাও এদিন মনে করিয়ে দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত ৬৮ জন ছাত্র ইম্ফলে আটকে রয়েছে। আমরা আজ ১৮ জনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি। আমরা সবাইকে যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি, তার চেষ্টা চালাচ্ছি। এ ছাড়া মণিপুর থেকে আসার পথে, আমরা অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ট্রানজিট দেওয়া হচ্ছে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এখানে থাকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।’’ এর পরেই কেন্দ্রকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘ভোটের আগে সবরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু ভোটের পর দেখা যায় রক্তের বন্যা।’’ মণিপুরে বিজেপি শাসন ক্ষমতায়। সেই দৃষ্টান্ত তুলে ডবল ইঞ্জিন শব্দবন্ধকে বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষে ব্যবহার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘কেউ কোনওরকম কথা বলছে এ নিয়ে।’’ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোনওরকম কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি বলেও তিনি বলেন। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নিয়েও ঘুরিয়ে সমালোচনা করেন কেন্দ্রকে। বলেন, ‘‘বাংলায় ১৫১টা টিম পাঠিয়েছে কেন্দ্র, কিন্তু মণিপুরে একটাও না।’’ মমতা শেষে এ কথাও বলেন, ‘‘মণিপুরের জন্য তাঁর হৃদয় কাঁদে।’’ তিনি অন্তর থেকে মণিপুরের মানুষের পরিস্থিতির জন্য ব্যথিত। তিনি উল্লেখ করেন, উত্তরপূর্বের সাতটি রাজ্য ভারতের সম্পদ। সেই রাজ্যে অশান্তি ছড়ালে তাঁর মন কাঁদে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, যাতে দ্রুত মণিপুর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পৌঁছে যেতে পারে।

ঈশ্বরের কাছে মেয়ের জামিনের আবেদন অনুব্রতর

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ গরু পাচার মামলায় অনেকদিন আগেই তিহাড়ে ঠাঁই হয়েছে বীরভূমের বাঘ অনুব্রত মণ্ডলের। সম্প্রতি গরু পাচার মামলায় অনুব্রত কন্যাকেও গ্রেফতার করে ইডি। তদন্তে অসহযোগিতা ও ইডি আধিকারিকের প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব না দেওয়ার কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর তাঁরও সেই জায়গা হয় তিহাড়েই। একই জেলে কারাবন্দি বাবা ও মেয়ে। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে একাধিকবার নিজের জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ কংগ্রেস নেতা অনুব্রত। এবার নিজের মেয়ের জন্যও জামিনের অনুরোধ করলেন তিনি। এবার কোর্টের বিচারপতির কাছে নয়। স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে মেয়ের জামিনের আবেদন বাবার। আজ গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডল সহ সকল অভিযুক্তদের দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে তোলা হয়। সেখানে তিনি জানান, তাঁর শরীর ভাল নেই। বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট রয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ১২ জুলাই। এদিকে শুনানি শেষে কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকের প্রশ্নে বলেন, ‘‘ঈশ্বর যেন মেয়েটাকে জামিন দিয়ে দেয়।’’ এদিকে সুকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘‘বাবা-মেয়ের যেমন কথা হয়, তেমনি হয়েছে।’’ অনেকদিন পর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেন অনুব্রতও। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রয়েছেন সুকন্যা মণ্ডল। আগামী ১২ মে তাঁকে ফের রাউস আদালতে পেশ করা হবে। ইতিমধ্যেই জামিনের আবেদন করেছেন সুকন্যা। গরু পাচারের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, তাঁকে

ফাঁসানো হয়েছে দাবি করে জামিনের আবেদন জানান তিনি। সিবিআই-র বিশেষ আদালতে বিচারক রঘুবীর সিংয়ের বেঞ্চেই সুকন্যার জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। আগামী ১২ মে, সুকন্যার ১৪ দিনের জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষের দিনেই তাঁর জামিনের আবেদনের মামলারও শুনানি হওয়ার কথা। ১২ মে শুনানির আগেই ঈশ্বরের কাছে মেয়ের জামিনের আবেদন জানালেন অনুব্রত। প্রসঙ্গত, এক জেলে থাকলেও সেল আলাদা বাবা-মেয়ের। তিহাড় জেলের ৬ নম্বর মহিলা সেলে রয়েছেন সুকন্যা। আর কেষ্ট রয়েছেন তার পরের ৭ নম্বর সেলে। একই জেলে থাকলেও গ্রেফতারির পর থেকে এতদিন পর্যন্ত কেষ্ট বা সুকন্যার দেখা বা কথা কিছুই হয়নি। শেষে গত শনিবার বাবা-মেয়ের দেখা হয় তিহাড়ে। অল্প কিছু সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হয় তাঁদের। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, মেয়ে সুকন্যাকে দেখে আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। আর আজ মেয়ের ‘মুক্তির’ কামনা করলেন।

সোনিয়ার বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ সোনিয়া গান্ধির মন্তব্য নিয়ে এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনে নালিশ ঠুকল বিজেপি। কর্ণাটক নির্বাচনের প্রচারে সোনিয়া গান্ধির ‘সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতা’ মন্তব্য নিয়ে গত রবিবারই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বিজেপির এই নালিশ। নিজেদের আবেদনে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। আগামী ১০ মে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে গতকাল, শেষ রবিবারের প্রচার সেরেছেন নরেন্দ্র মোদি।

প্রয়াত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার

চিরঘুমের দেশে পাড়ি অনিমেষ-মাধবীলতা স্রষ্টার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ বাংলা সাহিত্যে এ যেন অকালবেলা। চলে গেলেন অনিমেষ, মাধবীলতার স্রষ্টা। চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম এক শিল্পী। ‘সাতকাহন’ থেকে ‘গর্ভধারিনী’, ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা,’ ‘কালপুরুষ’, অর্জুন, মেজরের অ্যাডভেঞ্চার সহ বাংলা সাহিত্যের একের পর এক ক্লাসিক সৃষ্টির রূপকার চলে গেলেন চিরঘুমের দেশে। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। আজকাল খবরের পাতায় প্রায়ই উঠে আসে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কথা। অথচ বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গকে অন্য আলোকে তুলে ধরার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বোধ করি তিনিই। জন্ম ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে। তখনও পুরোদমে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যার ছাপ খানিক পড়েছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলেও। এই উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সেই কেটেছে সমরেশ মজুমদারের ছাত্রজীবন। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে উত্তরবঙ্গের অনন্য সৌন্দর্য। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়েছেন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে স্নাতকোত্তরে পড়েন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট প্রাঙ্গণে। যেখানে ছাত্রজীবন কাটে তাঁর অনিমেষেরও। লেখালেখির জগতেও প্রবেশ বাংলার একটি বিখ্যাত পত্রিকার হাত ধরে। প্রথম লেখা প্রকাশ ওখানেই। পরে কর্মসূত্রেও জড়িয়ে ছিলেন বাংলার একটি প্রথমসারির পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে। তবে সমরেশ মজুমদারকে একধাক্কায়

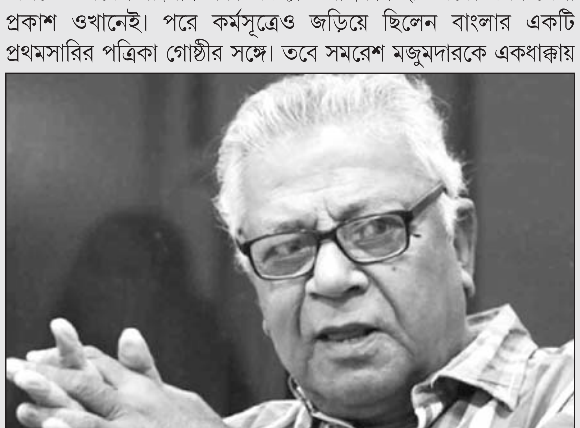

খ্যাতির আলোয় নিয়ে আসে তাঁর বিখ্যাত ‘ট্রিলজি’। ‘উত্তরাধিকার’ যার প্রথম খণ্ড। পরের খণ্ড ‘কালবেলা’ আজ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আধুনিক ‘ক্লাসিক’ বলে স্বীকৃত। কলকাতার উত্তাল নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা স্লোগান, বিপ্লব, রক্ত, বোমা ও প্রেমের এক তোলপাড় ফেলা কাহিনীর জন্য ১৯৮৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় তাঁকে। বিপ্লব, সংগ্রাম ও জীবনকে অন্যভাবে যাপনের কাহিনী কখনও তিনি ছেড়ে যাননি। তাঁর ‘গর্ভধারিনী’ উপন্যাস কার্যত বৈপ্লবিক। সমাজতন্ত্র, সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে হিমালয়ের কোলে, সান্দাকফু পেরিয়ে এক বরফঢাকা গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসের তরুণ চরিত্রদের। গোয়েন্দা-গল্পেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা অর্জুনের গল্পে বিভোর থেকেছে আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকীর পাঠকরা। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কম নেই। ফেলুদা, কাকাবাবু, ব্যোমকেশ সকলেই স্বকীয়ভাবে বিরাজ করছেন আজও। কিন্তু সবাই কলকাতায় থাকেন। রহস্য ধরতে হিল্লিদিল্লি যান। সেখানে সমরেশের গল্পের গোয়েন্দা, তথা, সত্যসন্ধানী অর্জুন জলপাইগুড়ির ছেলে। কলকাতাতেও কেস সলভ করতে এসে এসেছে। কিন্তু তার আসল জায়গা জলপাইগুড়ি। মফঃস্বল শহর, তার মানুষ, জলপাইগুড়ির আশেপাশে তিস্তা, তোর্সা, করলা ইত্যাদি নদী ছাড়িয়ে জলদাপাড়া, মাদারিহাট, বীরপাড়া, মালবাজার, রাজাভাতখাওয়া, হলং, গরুমারা ইত্যাদি ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ পাহাড় জঙ্গলে আর চা বাগানে ঘেরা এক প্রাকৃতিক পরিবেশে গজিয়ে ওঠে নানা ভয়ানক রহস্য। ‘খুঁটিমারি রেঞ্জ’, ‘খুনখারাপি’, ‘কালিম্পং-এ সীতাহরণ’ ইত্যাদি গল্পে দুরন্ত রহস্য সমাধান করে অর্জুন। তার লাল মোটরবাইক কার্যত এক ‘আইকনিক’ অংশ হয়ে ওঠে গল্পের। সমরেশ অর্জুনকে বাংলাতেই আটকে রাখেননি। নিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকাতে, অর্জুন কেস ধরেছে একেবারে নিউ ইয়র্ক সিটিতে। উত্তরবঙ্গের সমস্ত সৌন্দর্য, আবেগ, রহস্য ধরা দিত তাঁর কলমে। কলকাতাবাসী বহু পাঠক তাঁর লেখাতেই চিনেছিল জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা, রূপমায়া সিনেমা, হাকিমপাড়া, শিল্পসমিতিপাড়া, রায়কতপাড়া। দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কাছে হার মেনে অবশেষে উত্তরের আকাশে জ্বলজ্বল করা এক তারার দেশেই চলে গেলেন সমরেশ মজুমদার।

‘রাজনীতির রং লাগুক, চায় না আদালত’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ কালিয়াগঞ্জ কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে যা যা হয়েছে, সেই গোটা ঘটনাক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে চিন্তিত কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার পর্যবেক্ষণ, কোর্ট চায় না কোনওভাবে গোটা ঘটনাক্রমে রাজনীতির রং লাগুক। এক কিশোরীর দেহ উদ্ধারের পর ধর্ষণ ও খুন করার অভিযোগে উত্তাল হয় রাজ্য রাজনীতি। শিশু সুরক্ষা কমিশন ও জাতীয় এসসি কমিশনের তরফেও প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে একটি মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সোমবার ছিল সেই মামলার শুনানি। এদিন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেখার পর বিচারপতি আইনজীবীকে বলেন, ‘‘একটা নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে আশা করব কমিশন রাজনৈতিক কোনও মন্তব্য রিপোর্টে রাখবে না। যেভাবে কালিয়াগঞ্জ নিয়ে জাতীয় ও রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের মধ্যে তরজা চলছে, তাতেই আদালত এমন আশঙ্কা প্রকাশ করছে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা।’’ জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন ইতিমধ্যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালতে। চূড়ান্ত রিপোর্ট আগামী বুধবার জমা দেবে। সেখানে দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত করার ব্যাপারে তাদের মতামত দেবে বলে জানা গিয়েছে। কোর্ট মনে করছে, রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন মামলার সঙ্গে সঙ্গতভাবেই যুক্ত হয়েছে। জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন আদালতে জানিয়েছে, তারা ওই জায়গা আরও ভাল করে খতিয়ে দেখতে চায়। তিনটে সুপারিশ করেছে।

বাংলায় নিষিদ্ধ করা হল ‘দ্য কেরালা স্টোরি’, ঘোষণা নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিষিদ্ধ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নবান্ন থেকে এই ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিকৃত তথ্য দিয়ে ছবি তৈরি হচ্ছে। এদিন ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’, ‘দ্য কেরালা স্টোরি’-এই দুই ছবির নাম করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কেন এই কাশ্মীর ফাইলস, একটা অংশকে ছোট করার জন্য। কেরালা ফাইলস কেন? আমি সিপিএমের লোকজনকে সমর্থন করি না। আমি মানুষের কথা বলছি।’’ এরপরই এই ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। নবান্নের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ‘রাজ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে পশ্চিমবঙ্গে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এই সিনেমায় যেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে আশঙ্কা করে কলকাতা-সহ সব জেলাতে এই ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হল। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই রাজ্য প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত।’ গত কয়েকদিন ধরে বারবার সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে ফিরে এসেছে বাঙালি পরিচালক সুদীপ্ত সেনের ছবি দ্য কেরালা স্টোরির কথা। ৫ মে এই ছবি মুক্তি পাওয়া ইস্তক কোথাও পজিটিভ রিভিউ, কোথাও আবার তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয়েছে এই ছবিকে। এত আলোচনা-সমালোচনাই হয়ত এই ছবিকে মাত্র ৩ দিনে ৩৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিয়েছে। তামিলনাড়ুতে ইতিমধ্যেই সিনেমাহলের মালিকরা অশান্তির আশঙ্কায় এই ছবির স্ক্রিনিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর জেরে সে রাজ্যে সিংহভাগ সিনেমা হলেই এই ছবি দেখানো বন্ধ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল বাংলার নামও। যদিও তামিলনাড়ু সরকারের তরফে এই ছবির উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবৃতি নিয়ে এ ছবিকে বাংলার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর এর জেরেই চিন্তার ভাঁজ বাংলার একাধিক হলমালিকের কপালে। কারণ, কলকাতার একাধিক মাল্টিপ্লেক্সে এই ছবির স্ক্রিনিং চলছে। এমনও প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে যেখানে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত সাড়ে ১১টার মধ্যে ৭টি শো টাইম রয়েছে। নবান্নের এই ঘোষণার পর নিঃসন্দেহে চাপ বাড়ল তাদের। এদিকে এই ছবি ব্যানিংয়ের খবর সামনে আসতেই দ্য কেরালা স্টোরির প্রযোজক বিপুল শাহ জানান, ‘‘এরকম কিছু হলে আমরা আইনি পথে হাঁটব। আইনের যত রাস্তা আছে সব পথে গিয়ে আমরা আমাদের লড়াই চালাব।’’

বিজেপি হচ্ছে ‘ভাঙা ক্যাসেট’, খোঁচা অভিষেকের!

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৮ মেঃ আর কিছুদিনের মধ্যেই ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন এই রাজ্যে। তার আগে তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে জেলাব্যাপী সভা-অধিবেশনে রাজ্যজুড়ে বিরাট কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেস। যার নেতৃত্বে রয়েছেন খোদ দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বহরমপুরে দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পাশাপাশি ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন নিয়েও দলকে বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, ‘‘বহরমপুর চাই। ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে যে সকল বিধায়কদের সম্পর্ক ভাল নেই, তাঁদের নিজেদের মধ্যে কথা বলে মিটিয়ে নিতে হবে। শাওনী সিংহ রায়, অপূর্ব সরকার এদের বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে মিটিং করতে হবে। বহরমপুরে বিশেষ জোর দিতে হবে। লাগাতার কর্মসূচি পালন করতে হবে। প্রয়োজনে বারেবারে মানুষের কাছে যান।’’ এখানেই শেষ নয়, দলীয় নেতাদের রীতিমতো টার্গেট বেঁধে দেন অভিষেক। বলেন, ‘‘মুর্শিদাবাদের তিনটি লোকসভাই আমাদের জিততে হবে। ২০২৪-এর লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের থেকেও ভাল রেজাল্ট করতে হবে।’’ একের পর এক জেলা সফরে লোকসভা ভোটের জন্য দলের নেতাদের যেমন প্রস্তুত হওয়ার টিপস দিচ্ছেন দলের শীর্ষ নেতা, তেমনই টার্গেটও বেধে দিচ্ছেন তিনি। তিনি বলেন, ‘‘২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টার্গেট ৪০টি আসন। মুর্শিদাবাদে তিনটির মধ্যে তিনটিতেই জয় চাই।’’ বুথ সভাপতিদের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়েও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘মুর্শিদাবাদ জেলায় তিনটে সিটই জিততে হবে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে। আগামিদিনে ৪০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা ঝাঁপাব। এটা তখনই সম্ভব যখন জেলার বুথ সভাপতিরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নামবেন।’’ এদিন বহরমপুরে এক জনসভায় দ্রব্যমূল্য-সহ নানা ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করেন অভিষেক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নানাবিধ প্রকল্পের বিপরীতে কেন্দ্রের বঞ্চনার আখ্যান তুলে ধরে বিজেপিকে তুমুল কটাক্ষ করেন অভিষেক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত দু’ বছরে ৩৭ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে। অন্যদিকে মোদি ১০০০ টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে আধার লিঙ্ক এর নাম করে।’’ একইসঙ্গে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দিল্লির বুকে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘দিল্লির বুকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। কোনও নেতা কেউ কানে তুলো গুঁজে থাকতে পারবে না বকেয়া আদায় নিয়ে।’’ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তুমুল কটাক্ষ শানিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘গোল দেব ওদের তথ্য দিয়েই। যদি কেন্দ্রের তরফে তথ্য নিয়ে আসে।’’ এই প্রসঙ্গে ডিভিডি প্লেয়ার ও ক্যাসেট-এর তুলনা টেনে অভিষেক বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস হাই কোয়ালিটি ডিভিডি, বিজেপি হচ্ছে ভাঙা ক্যাসেট। তৃণমূল জিতলে মানুষ শক্তিশালী হবে, হারলে মানুষ দুর্বল হবে।’’ বহরমপুরে দলীয় অধিবেশনে অভিষেক বলেন, ‘‘আগামী দিনে লাগাতার কর্মসূচী পালন করতে হবে। প্রয়োজনে বারেবারে মানুষের কাছে যান। মুর্শিদাবাদের তিনটি লোকসভাই আমাদের জিততে হবে।’’ এদিন ২০২৪ এর লক্ষ্যে ফের টার্গেট বেঁধে দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘২০২১ এর বিধানসভার থেকেও ভালো রেজাল্ট করতে হবে।’’

চিল-চিৎকারে ‘চোর চোর’ স্লোগান

আদালতে তোলপাড় ফেলে দিলেন পার্থ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সামনে আজ ফের চোর চোর স্লোগান উঠল। আলিপুর আদালতের কোর্ট লকআপ থেকে কোর্ট রুম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সময় পার্থর গাড়ির কাছাকাছি চলে আসেন কয়েকজন ব্যক্তি। চিৎকার করে চোর চোর স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা। আর এইসব দেখে বেশ বিরক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এইভাবে চিল-চিৎকার করে স্লোগান দিতে দেখে গাড়ির মধ্যে পার্থ বললেন ‘সব নাটক’। এদিন যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, স্লোগান তুলছিলেন, তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, যদি তিনি (পার্থ) ঠিক থাকতেন, তাহলে (জেলের) বাইরে থাকতেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁকে থাকতে হচ্ছে ভিতরে। আর এই ইস্যুকে তুলেই ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। উল্লেখ্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি পরবর্তী সময়ে বার বার এমন স্লোগান উঠতে দেখা গিয়েছে। শুধু পার্থকেই নয়, অতীতে গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলকেও ‘চোর চোর’ স্লোগান শুনতে হয়েছে। বিরোধী দলগুলিকে এই ইস্যুটিকে হাতিয়ার করে সুর চড়াতেও শুরু করেছে। যদিও এদিন আলিপুর আদালত চত্বরে বিক্ষোভকারীদের দাবি, তারা সাধারণ মানুষ হিসেবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনেও পার্থর বিরুদ্ধে ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। আর এসব দেখে বেশ বিরক্ত নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি বাড়ি থেকে দুই দফায় কোটি কোটি টাকার পাহাড় পাওয়া গিয়েছে। অর্পিতা ও পার্থর যৌথ মালিকানাধীন একাধিক সম্পত্তিরও হদিশ পেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। তদন্ত যত এগোচ্ছে, তত চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসতে শুরু করেছে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায়। এদিকে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এখনও জামিন মেলেনি। এদিন আবারও আলিপুর আদালত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ২২ মে পর্যন্ত পার্থর জেল

হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন জেল থেকে তাঁকে আদালতে পেশের সময় বিরাট চমক দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একদিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আওড়ালেন তৃণমূলের অপসারিত মহাসচিব। অপরদিকে, অভিষেক ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ‘নব-জোয়ার’ কর্মসূচির প্রশংসা। আদালতে তোলার সময়ই পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘একটা কবিতা বলব।’’ এরপরই পুলিশের গাড়িতে নামতে নামতে তিনি কবিগুরুর লেখা ‘বিম্ববতী’ কবিতার পংক্তি আওড়ান। বলেন, ‘‘মসী লেপে দিল তবু ছবি ঢাকিল না, অগ্নি দিল তবু গলিল না সোনা।’’ যদিও হঠাৎ করেই পঁচিশে বৈশাখের প্রাক্কালে কেন এই কবিতা আওড়ালেন পার্থবাবু, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মুখে এহেন কবিতা ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অর্থাৎ এমনই খাঁটি সোনা তিনি যে তাঁকে অগ্নিস্পর্শেও গলানো যাবে না, সম্ভবত সেটাই বলার চেষ্টা করেছেন বলে ধারণা অনেকের। যদিও অনেকেরই প্রশ্ন, কাদের বিরুদ্ধে মসী ও অগ্নি দেওয়ার অভিযোগ করছেন পার্থ? তবে কি দলেরই একাংশ রয়েছে এর পিছনে? পার্থর কবিতা পাঠ উত্তরের থেকে বেশি প্রশ্ন রেখে গেল বলে মনে করছেন অনেকে। এরপরই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ‘নব-জোয়ার’ কর্মসূচি সমন্ধে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে চেঁচিয়ে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত জেলবন্দি পার্থ বলেন, ‘‘অভিষেকের নবজোয়ার ১০০ শতাংশ সফল।’’ এখানেই না থেমে থেকে তিনি বলেন, ‘‘অভিষেকের নবজোয়ার আসলে জনজোয়ার।’’ দিনকয়েক আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে মেলা বিপুল টাকার উৎস নিয়ে। আর ঠিক তখনই যা জবাব দেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, তাতে চমকে যান উপস্থিত সকলেই। অর্পিতার ফ্ল্যাটে মেলা সেই টাকার উৎস নিয়ে পার্থবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ জবাব দেন, ‘‘আপনারা খোঁজ নিন।’’ আপাতভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না বললেও পার্থবাবুর এই তিন শব্দের উত্তর নিয়েই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। যেমন শোরগোল পড়ল সোমবারও।

নবান্নর উদ্যোগে মণিপুর থেকে ১৮ পড়ুয়াকে আনা হল কলকাতায়, টুইট মমতার

কলকাতা, ৮ মে ঃ নবান্নর নিয়ন্ত্রণকক্ষে সাহায্যপ্রার্থী ১৮ পড়ুয়াকে মণিপুর থেকে সোমবার উড়িয়ে আনা হল কলকাতায়। এ নিয়ে সোমবার দুপুরে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, মণিপুরে আটকে পড়া আমাদের অন্যদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। যে কোন জায়গায় আমাদের যে কারোর জন্য সর্বাত্মক সংহতি।এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়ে লিখেছে, নবান্ন কন্ট্রোল রুমে দুর্দশার খবর পাওয়ার পর, পশ্চিমবঙ্গের ১৮ জন ছাত্রকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরাইস্ফল-এর সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির কলেজ অফ এগ্রিকালচারের অধ্যয়নরত। পশ্চিমবঙ্গের সোমবার সকাল ১০টা ১৫ মিনিটেসরকারি উড়ান ৬ক্ক ৩২১৯ অবতরণ করেছে।মণিপুরের স্থানীয়. প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ইম্ফল বিমানবন্দর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতে যানবাহন দিয়ে করেছে। শিক্ষার্থীরা বিএ সসিএম এসসিপিএইচডি করছিলেন। কলকাতা থেকে নিজ নিজ বাসভবনে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করেছে রাজ্য সরকার।

প্রচণ্ড গরমে লিচু চাষে ক্ষতির শঙ্কা, গাছে জলের স্প্রে করেও মালদহে দু ঃ শ্চিন্তায় চাষিরা

মালদহ, ৮ মে ঃ শুধুমাত্র আম নয়, লিচুর জন্যও সমানভাবে প্রসিদ্ধ মালদহ জেলা। এই জেলার কালিয়াচক ১, ২ ও ৩ নম্বর ব্লক জুড়ে বিপুল পরিমাণে চাষ হয় লিচু। বাগানের পর বাগান শুধু লিচু গাছের। কিন্তু, এ বছর প্রচণ্ড পরিমাণে গরমের কারণে লিচু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন লিচু চাষিরা। গরম থেকে লিচু বাঁচাতে গাছে জলের স্প্রেও করেছেন চাষিরা, তাও দু ঃ শ্চিন্তা তাঁদের পিছু ছা।ছে না।লিচু চাষিরা জানিয়েছেন, এ বছর খুবই খারাপ অবস্থা, কিছু মুকুল হয়েছিল তাও আবার ঝড়ে পড়ে যায়। তাপপ্রবাহ ও পোকার দাপট কমাতে স্প্রে করা হচ্ছে, কিন্তু তাতেও চিন্তা কমছে না। মালদহ জেলায় লিচুর ব্যবসা হয় খুব ভালোই, কিন্তু বছর প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা চিন্তা বাড়াচ্ছে লিচু চাষিদের। উদ্যান পালন দফতর ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে এ বছর লিচু চাষ তুলনামূলক কম হবে।

নতুন করে ফের তুষারপাত কাশ্মীরে, বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল হিমাচলের মানালি ও রোহতাং

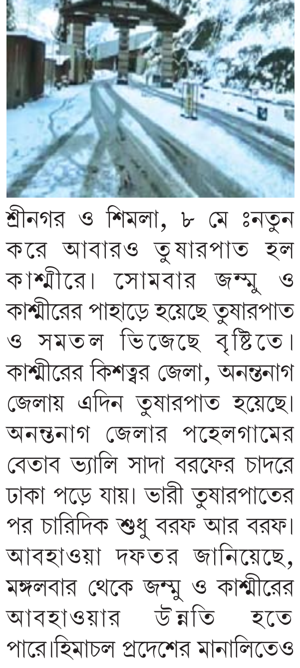

শ্রীনগর ও শিমলা, ৮ মে ঃনতুন করে আবারও তুষারপাত হল কাশ্মীরে। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের পাহাড়ে হয়েছে তুষারপাত ও সমতল ভিজেছে বৃষ্টিতে। কাশ্মীরের কিশত্বর জেলা, অনন্তনাগ জেলায় এদিন তুষারপাত হয়েছে। অনন্তনাগ জেলার পহেলগামের বেতাব ভ্যালি সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। ভারী তুষারপাতের পর চারিদিক শুধু বরফ আর বরফ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে।হিমাচল প্রদেশের মানালিতেও সোমবার তুষারপাত হয়েছে, তুষারপাতের সৌজন্যে ঠান্ডা বো।ছে মানালি ও সংলগ্ন অঞ্চলে। তুষারপাত হয়েছে রোহতাং-এর অটল টানেলেও। হিমাচল প্রদেশের কুল্লুতেও নতুন করে তুষারপাত হয়েছে এদিন। এই সময়ে হিমাচল প্রদেশে বো।তে যাওয়া পর্যটকরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য চাক্ষুস করে মুগ্ধ।

ভোটমুখী কর্ণাটকে মেগা প্রচার শেষ হচ্ছে বুধবার দুপুরে, শেষ লগ্নে রোড শো প্রিয়াঙ্কার

বেঙ্গালুরু, ৮ মে ঃ আগামী বুধবার কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে আজ সোমবার শেষ দফার প্রচার করছে শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস ও জেডিএস। পরীক্ষায় বসার আগে রাজ্যের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলই সোমবারের প্রচারে ঝড় তুলেছে । ভোটারদের সমর্থন পেতে শেষবারের মতো চেষ্টা করবে এই তিন দলই। তবে, গত এক সপ্তাহে এই তিন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্ণাটকের প্রতিটি শহর ও গ্রামে জোরদার প্রচার চালিয়েছে।এমনকি কর্ণাটকের গত ৩৮ বছরের সরকার গঠনের রীতি বদলাতে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে।গত ৩৮ বছরে দক্ষিণের এই রাজ্যে কোন রাজনৈতিক দলই একদফার বেশি ক্ষমতায় আসতে পারেনি । এমনকী ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও ত্রিশঙ্কু হয়েছিল। বিজেপি সরকার গড়লেও, জেডিএস ও কংগ্রেসের ভোট পরবর্তী জোটের ফলে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিলেন বিএস ইয়েদুরাপ্পা।পরবর্তীকালে কংগ্রেস বিধায়করা বিজেপিতে যোগ দিলে ২০১৯ সালে ফের ক্ষমতায় আসে বিজেপি। যদিও, সেই সময় বিজেপির বিরুদ্ধে 'ঘোড়া কেনাবেচা'র অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস ও জেডিএস।তবে, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে এবার নতুন পরীক্ষার সামনে কংগ্রেস।অন্যদিকে, নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর নেতৃত্বে কর্ণাটক বিধানসভায় ফের একবার ক্ষমতায় আসার লড়াই শুরু করেছে বিজেপি। কংগ্রেস নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সবরকম চেষ্টা করেছে নির্বাচনী প্রচারে । ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রে প্রধান বিরোধী হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে, কর্ণাটকের সিংহাসনে ফেরার জন্য প্রচারে জোর লাগিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। এমনকী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইডি দেবগৌড়ার নেতৃত্বে জেডিএস নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে । শুধু জেডিএস নয়, কর্ণাটক বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে সরকার গঠনের স্লোগান শোনা গিয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রচারেও । ২২৪ আসনের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রিয় স্লোগানও ছিল 'একক সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার' । উদ্দেশ্য একটাই । এককভাবে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী সরকার গঠন

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদান করুনঃডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ৮ মে ঃ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে রক্তদান করার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। সোমবার সকালে টুইট করে মনসুখ মান্ডভিয়া জানিয়েছেন, বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে, আসুন আমরা এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করি। যারা এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাঁদের সমর্থনের জন্য এগিয়ে আসুন এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদান করুন।প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ৮ মে দিনটি বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রতিবছর বিশ্ব জুড়ে দিনটি পালিত হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রতিবছর জিন ঘটিত থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত লক্ষাধিক শিশু জন্মায়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে মানুষের সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করা হয়। বাবা ও মা-র মধ্যে কারো থ্যালাসেমিয়া থাকলে সন্তানদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা নিয়মিত রক্ত দেওয়া।

আবার কেঁপে উঠল স্বর্ণমন্দিরের কাছের হেরিটেজ স্ট্রিট, সন্ত্রাসের কথা অস্বীকার ডিজিপি-র

অমৃতসর, ৮ মে ঃ আবারও বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল অমৃতসর। শনিবার স্বর্ণমন্দিরের কাছে হেরিটেজ স্ট্রিটে বোমা বিস্ফোরণে বেশ কয়েক জন আহত হয়েছিলেন। সোমবার সকালেও ওই একই সরণিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে হেরিটেজ স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকা। স্থানীয়রা বিস্ফোরণের পর এলাকায় ধোঁয়াও দেখতে পান। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও, এই বিস্ফোরণে সন্ত্রাসের কথা অস্বীকার করেছেন ডিজিপি।সোমবার সকাল সাড়ে ৬.৩০ মিনিট নাগাদ দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি হেরিটেজ স্ট্রিটে গাড়ি রাখার জায়গায় সুতো দিয়ে বিস্ফোরক পদার্থ ঝুলিয়ে রাখার কারণে বিস্ফোরণটি ঘটে বলেও প্রাথমিক ভাবে অনুমান করছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। উপস্থিত রয়েছেন পুলিশ কমিশনারও। বিস্ফোরণের জায়গায় নমুনা সংগ্রহের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। এডিসিপি মেহতাব সিং বলেছেন, আমরা তদন্ত করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। নাশকতাবিরোধী, বোম্ব স্কোয়াড় এবং ফরেনসিক দল এখানে রয়েছে। একজন ব্যক্তি পায়ে ছোট আঘাত পেয়েছেন।

রাজস্থানের হনুমানগড়ে ভেঙে পড়ল মিগ-২১ যুদ্ধবিমান দুই মহিলা-সহ মৃত ৩, পাইলট সামান্য আহত

হনুমানগড় (রাজস্থান), ৮ মে ঃ রাজস্থানের হনুমানগড় জেলায় ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান। সোমবার সকালে হনুমানগ। জেলার বহলোলনগরে একটি বাড়ির ওপর যুদ্ধবিমানটি ভেঙে পড়ায় দুই মহিলা ও একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পাইলট সুরক্ষিত রয়েছেন, তিনি সামান্য আহত হয়েছেন। বায়ুসেনা জানিয়েছে, সুরাটগড় থেকে উড়েছিল যুদ্ধবিমানটি।বায়ুসেনা জানিয়েছে, রুটিন প্রশিক্ষণ চলাকালীন সুরাটগড়ের কাছে বায়ুসেনার একটি মিগ-২১ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে। পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসেন, তিনি সামান্য আঘাত পেয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। বাড়িতে ভেঙে পড়র পর আগুনও ধরে যায়। স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।বায়ুসেনা জানিয়েছে, পাইলট জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হন, এরপর তিনি বিদ্যমান পদ্ধতি অনুযাযী বিমানটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বেরিয়ে আসেন, পাইলটকে সুরাটগড় ঘাঁটি থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব থেকে উদ্ধার করা হয়। যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ হনুমানগড় জেলার বাহলোল নগরের একটি বাড়িতে গিয়ে পড়ে, দুর্ভাগ্যবশত তিনজনের প্রাণহানি ঘটেছে। ভারতীয় বায়ুসেনা প্রাণহানির জন্য দু ঃখ প্রকাশ করেছে এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে কোর্ট অফ ইনকোয়ারি গঠন করা হয়েছে।

আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী

বাঙালির ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক

বাঙালির বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উকর্ষের নায়ক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী মঙ্গলবার(৯ মে)। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখের এই দিনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।তাঁর লেখা ' জনগণমণ জাতীয় সঙ্গীতের রচিতা ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কবির গান-কবিতা এই অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত সাহস জোগায়। নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী এই বাঙালি কবিকে স্মরণ করবে তার অগণিত ভক্ত। শুধু বাংলার বাঙালিই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা কবির জন্মবার্ষিকীর দিবসটি পালন করবে হৃদয় উৎসারিত আবেগ ও পরম শ্রদ্ধায়। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায়

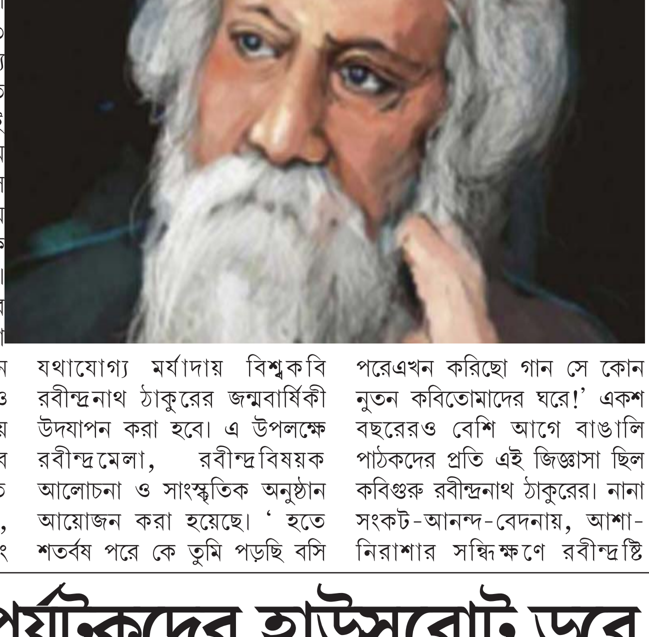

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। ' হতে শতর্বষ পরে কে তুমি পড়ছি বসি আমার কবিতাখানিশত কৌতূহল ভরে. . . . .আজি হতে শতবর্ষ পরেএখন করিছো গান সে কোন নুতন কবিতোমাদের ঘরে!' একশ বছরেরও বেশি আগে বাঙালি পাঠকদের প্রতি এই জিজ্ঞাসা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নানা সংকট-আনন্দ-বেদনায়, আশা-নিরাশার সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রষ্টি আমাদের চেতনায় বরাবর স্পর্শ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। শত বছর পরে এখন অনেক নতুন কবি এসেছেন, নব নব সৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত স্ফীত হচ্ছে আমাদের সাহিত্য ও সংগীতের ভুবন। তারপরেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ মাত্র একজন। এখনকার নবীনদের সৃষ্টির উৎসও তিনি। এখনও জীবনের সবকিছুতে হাত বাড়াতে হয় রবীন্দ্রনাথে। বাঙালির এই কবি এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন দেশ ছিল পরাধীন, চিন্তা ছিল প্রথাগত ও অনগ্রসর, বাংলাভাষা ছিল অপরিণত। রবীন্দ্রনাথ একাধারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বমানে উন্নীত করার পাশাপাশি জাতির চিন্তা জগতে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। বাঙালির মানস গঠনে পালন করেছেন অগ্রদূতের ভূমিকা। সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও কল্যাণের পথে অভিসারী হয়ে ওঠার প্রেরণা জোগানোর মধ্যদিয়ে বাঙালি মননকে বিশ্বমানে উন্নীত করে জাতিকে আবদ্ধ করে গেছেন চির কৃতজ্ঞতায়। দো়শত বছর পেরিয়েও কবি আমাদের মাঝে তাই চিরজাগরূক হয়ে আছেন।

কেরলে পর্যটকদের হাউসবোট ডুবে মৃত্যু বেড়ে ২২, ডাকা হয়েছে নৌবাহিনীর চেতক হেলিকপ্টার

মালাপ্পুরম, ৮ মে ঃ কেরলের মালাপ্পুরমে হাউসবোট অর্থাৎ পর্যটকদের নৌকাডুবির ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২-এ পৌঁছেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সারারাত উদ্ধারকাজ জারি ছিল, সোমবার সকালেও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। কেরলের মালাপ্পুরম জেলায় তনুরের কাছে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র অট্টুমব্রাম থুভাল থিরাম। রবিবার সন্ধ্যায় সেখানেই একটি জলাশয়ে হাউসবোটে থাকার আনন্দ উপভোগ করছিলেন পর্যটকেরা। ওই হাউসবোটে মোট ৪০ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পর্যটকবোঝাই নৌকাটি হঠাৎ উল্টে যায়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পরে উদ্ধারকাজে হাত লাগায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। কেরলের মন্ত্রী ভি আবদুরাহিমান জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ২২। যাদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সোমবার সকালেও জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। এদিকে, সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কেরলের রাজস্ব মন্ত্রী কে রাজন ও বন ও বন্যপ্রাণী মন্ত্রী এ কে সাসেন্দ্রনও। মন্ত্রী কে রাজন বলেছেন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২২-এ পৌঁছেছে। নৌকায় যতজন ছিলেন তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তল্লাশি অভিযান চলছে। এনডিআরএফ, দমকল এবং স্কুবা ডাইভিং দল তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এগিযে. এসেছে নৌবাহিনীর দলও, চেতক হেলিকপ্টারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কোস্টগার্ড সম্প্রতি এসেছে। এনডিআরএফ-এর দ্বিতীয় দলও এখানে পৌঁছবে।কেরলের এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। ওই টাকা দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন-সহ অনেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, কেরল নিবাসী ডক্টর সি ভি আনন্দ বোসও।

সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হলে রাজ্যপাল যথাযথ ব্যবস্থা নেবে, সতর্কতা রাজ্যপাল বোসের

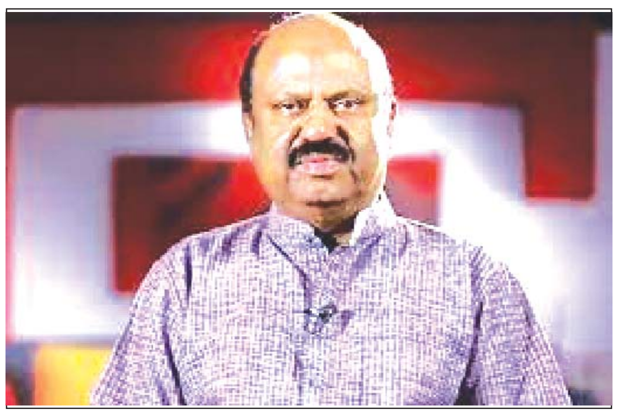

কলকাতা, ৮ মে ঃ রাজ্যে সাংবিধানিক সঙ্কট হলে চুপ করে থাকবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই প্রসঙ্গে তিনি উপমা টানেন উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ' হ্যামলেট'নাটক থেকেও।রাজ্যে রাজ্যপাল হিসাবে আসার পর নবান্ন আর রাজভবনের মধ্যে ' সমন্বয়ে'ইঙ্গিতই পাওয়া গিয়েছিল। সরস্বতী পুজোয় রাজভবনে ' হাতেখড়ি'অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা হরফে লেখা শুরু করেছিলেন রাজ্যপাল। ওই অনুষ্ঠানে আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ আছে বহু বার ব্যক্ত করেছেন আনন্দ। মাঝে অবশ্য রাজভবন আর নবান্নের মাঝে দূরত্ব বাড়ে। এর নেপথ্যকারণ ছিল রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য এবং রাজ্যপাল সংঘাত।সোমবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে আইনগত বা সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হলে এক জন রাজ্যপাল শেক্সপিয়রের হ্যামলেটের মতো ' টু বি অর নট টু বি'-র সংশয় নিয়ে বসে থাকবেন না। কারণ, শিক্ষা আমাদের এটাই শেখায়।

তামিলনাড়ুতে 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করা নিয়ে মন্তব্য তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৮ মেঃতামিলনাড়ুতে ' দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করা নিয়ে মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।দু'দিন আগে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সুদীপ্ত সেনের ' কেরালা স্টোরি'। মন্দ বাণিজ্য করেনি। দ্বিতীয় দিনে ২০ কোটি টাকা ছবির আয়। তারপরেও বিপত্তি। তামিলনাড়ুর কোনও প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি আর দেখা যাবে না। গোটা রাজ্যে ছবিটি নিষিদ্ধ। বিপুল অমৃতলাল শাহ প্রযোজিত ' দ্য কেরালা স্টোরি' ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এবং অনেকেই একে প্রচারমূলক ছবির তকমা বলে দিয়েছে।প্রতিক্রিয়ায় তথাগত রায় টুইটারে লিখেছেন, তামিলনাড়ু নিষিদ্ধ করেছে ' দ্য কেরালা স্টোরি'। আমি আশা করি না নামমাত্র হিংদু ' প্রতিবাদে উঠবে। গান্ধীবাদী-মার্কসবাদী নীতিশাস্ত্র এরকম নির্দেশ দেয়।প্রসঙ্গত, 'দ্য কেরালা স্টোরি' মুক্তি পাওয়ার আগেই বিতর্কের মধ্যেই এই ছবি নিয়ে সতর্কবার্তা জারি করে তামিলনাড়ুর গোয়েন্দা বিভাগ। এই ছবিটি মুক্তির ফলে রাজ্যে বিক্ষোভ এবং আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়।তামিলনাড়ুর প্রেক্ষাগৃহগুলি রবিবার ' একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা' হিসাবে ' কেরালা স্টোরি' প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছে। বিতর্কিত ফিল্মটি বিজেপি শাসিত এমপি-তে করমুক্ত ঘোষণা করার দু'দিন পরে দক্ষিণের এই রাজ্যের ১৬টি মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পায়।বেশ কয়েকটি সংগঠন এর প্রতিবাদ করেছিল। . তামিলনাড়ু থিয়েটার এবং মাল্টিপ্লেক্স মালিক সমিতি ডিএমকে সরকারের কথিত চাপের কাছে নত হওয়া অস্বীকার করেছে। তাদের মতে, সুদীপ্ত সেন পরিচালিত চলচ্চিত্রটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ' আইনা-শৃঙ্খলাবজায় রাখা' এবং 'আমাদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য'।

ভারতে করোনার প্রকোপ নিম্নমুখী দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণেই, সুস্থতাও বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ৮ মে ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, নিম্নমুখী মৃত্যুর সংখ্যাও। সুস্থতার হারও ঊর্ধ্বমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১,৮৩৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১১ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২৫,১৭৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৬ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৬৯২ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,১৪,৫৯৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৩৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৭৯,৭৩৫ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ মে সারা দিনে ভারতে ৭৩,৭০৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কেরলে ১০ লক্ষ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা পিনারাইয়ের

মালাপ্পুরম, ৮ মে ঃ কেরলের মালাপ্পুরম জেলায় হাউসবোট অর্থা পর্যটকদের নৌকাডুবির ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেরল সরকার। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা কথা ঘোষণা করেছে কেরল সরকার। কেরলের মালাপ্পুরম জেলায় তনুরের কাছে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র অট্টুমব্রাম থুভাল থিরাম। রবিবার সন্ধ্যায় সেখানেই একটি জলাশয়ে পর্যটকবোঝাই নৌকা হঠা উল্টে যায়। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের ও ৫ জন সাঁতরে প্রাণ বাঁচান এবং ১০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের দেখতে সোমবার সকালে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন মালাপ্পুরম জেলার তিরুরাঙ্গাদির তালুক হাসপাতালে যান। সেখানে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নৌকা দুর্ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতদের চিকিৎসার খরচ সরকার বহন করবে। পুলিশের একটি বিশেষ দলও ঘটনার তদন্ত করবে।

ছোট যানবাহনের জন্য খোলা হয়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ৮ মে ঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে উভয় দিক থেকে ছোট যানবাহন চলাচল অব্যাহত রয়েছে। সোমবার সকাল থেকে মহাসড়কের দুই পাশে ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে ভারী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মুঘল রোড বর্তমানে বন্দ্ধ রাখা হয়েছে। সেখানে তুষার সরানোর কাজ চলছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯মেঃমঙ্গলবার, ২৪ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৫ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিষ্কার আকাশ ।বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৪২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল- ১১টা২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ০৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৬ টা - ০৪মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। কোন নতুন অর্থনৈতিক সমঝোতা চূড়ান্ত হবে ।শুভদিন
বৃষভ রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন
মিথুন রাশিঃআজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।আপনার চারপাশে থাকা মানুষজন আপনার মনোবল এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে। শুভ
কর্কট রাশিঃসংসারে শান্তি। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে আজ
সিংহ রাশিঃশরীর নিয়ে উকঃঠা দেখাবেন না, এতে অসুস্থতা আরো বা।ে। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয়
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার ।
তুলা রাশিঃসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো
বৃশ্চিক রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃযদি আপনি স্পষ্টতই চাপ অনুভব করেন-তাহলে আরো বেশি সময় বাচ্চাদের সাথে কাটান। বিবারে যোগ হবে আজ
মকর রাশিঃস্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন।
কুম্ভ রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।শুভদিন
মীন রাশিঃআপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে-আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই

হাওড়ার শ্রীপর্ণা পার্ক পরিদর্শন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ হাওড়ার শ্রীপর্ণা পার্ক পরিদর্শন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের। হাওড়া ফোরশোর রোডে হাওড়া পুরসভার তৈরি শ্রীপর্ণা পার্ক সোমবার পরিদর্শন করে গেলেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই এই ধরণের পার্ক তৈরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কলকাতা পুরসভাও। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিলিপি সংগৃহীত করেই হাওড়ায় তৈরি হয়েছে এই পার্কটি। এই পার্কের আদলেই কলকাতা শহরের ফাঁকা কোনও জায়গায় নতুন পার্ক তৈরির চিন্তাভাবনা করছে কলকাতা পুরসভা। সেইমতোই এদিন হাওড়ায় এসে এই পার্ক পরিদর্শন করেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা।

মা সারদা হাসপাতালের উদ্যোগে সারদা দেবীর মূর্তি উন্মোচন

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ মে ঃ কোন্নগর মা সারদা হাসপাতালের উদ্যোগে বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামীজি মহারাজ সুবিরদন্দজি মহারাজ শ্রী শ্রী মা সারদার মূর্তির উন্মোচন করেন এই উন্মোচনে বিশিষ্ট উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য জাস্টিস মধুমতি মিত্র অবসরপ্রাপ্ত উপস্থিত ছিলেন। লুই ব্রেইল মেমোরিয়াল স্কুলের পাঁচ জন ছাত্রীকে মা সারদা হাসপাতালের পক্ষ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হয়। এই স্কুলের প্রিন্সিপাল বিদ্যুৎ পাল উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে মা সারদা হাসপাতালের উৎকর্ষ বাংলা ট্রেনিং পার্টনারের চুক্তি হয়, এছাড়া রোগীদের বিনামূল্যে হাসপাতালে আনার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করেন যার উদ্বোধন করেন জাস্টিস মধুমতি মিত্র। এই অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রয়াত বিশিষ্ট সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সেই সঙ্গে আগামী দিনে স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা এবং উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে কিভাবে আরো ভালো পরিষেবা দেওয়া যায় সেই নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার শোভন চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রজাপতি চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা এবং সাংবাদিকরা। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ বিচিত্রা অনুষ্ঠান।

চন্ডীতলায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ মে ঃ শনিবার সিঙ্গুর বিধানসভার চন্ডীতলা ২ নং ব্লকের পাঁচঘড়া অঞ্চলের শিবতলায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌভিক ভট্টাচার্য্য, ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারী তনুজ দাস সহ প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দ, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিকাঠামো সহ স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে, এমনকি টেলি মেডিসিন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় বাড়িতে বসেই মানুষ তার রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতে পারছেন, তিনি দাবি করেন এই ব্যবস্থা ভূভারতে চালু নেই। জানা গেছে হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকুলে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছে।

শুটআউট, গুলিবিদ্ধ এক তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৮ মে ঃ আমডাঙায় শুটআউট। গুলিবিদ্ধ হলেন এক তৃণমূল কর্মী। জখম আবু তোয়েবকে প্রথমে বারাসতের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে আমডাঙা থানার পুলিশ। রবিবার রাতে আবু তোয়েব বাইকে চড়ে সন্তোষপুর থেকে ঘুরিগাছিতে ফিরছিলেন। মথুরা এলাকায় বাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা তাঁর পথ আটকায়। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, এক রাউন্ড গুলি চলে। ডান হাতে গুলি লাগে তাঁরা। রক্তাক্ত অবস্থায় চিৎকার করতে শুরু করেন। দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা এসে আবু তোয়েবকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান।

জৈব চাষের উপর জোর দিতে সুন্দরবনের কৃষকদের নিয়ে আলোচনা সভা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৮ মে ঃ সুন্দরবন কৃষি মাতৃক এলাকা। বহু কৃষক কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে রাসায়নিকের ব্যবহার অত্যাধিক হারে বেড়ে গেছে। তাই রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব চাষের উপর জোর দিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি কৃষকদের জৈব চাষে এগিয়ে আসার জন্য সচেতনতা মূলক চেষ্টা করে চলেছে বেশ কিছু সংস্থা। আর সুন্দরবনের শতাধিক কৃষকদের নিয়ে সচেতনতা মূলক একটি সভা হয়ে গেল জয়নগরে। আর এ দিন সুস্থায়ী কৃষি পরিবারের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরন ও বিপণনের সুযোগ এবং প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সাংসদ দোলা সেন, পরিবেশবিদ অমলেন্দু মিশ্র, সমাজসেবী অরুপ রক্ষিত, উদয়ভানু রায়, নেচার এনভায়রনমেন্ট এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির অজন্তা দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কৃষেন্দু আচার্য সহ আরো অনেকে। এদিনের এই সভায় সুঃদরবনের বিভিন্ন ব্লক এলাকা থেকে শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, কৃষকদের উচিত জৈব চাষের দিকে নজর দেওয়া। জৈব চাষে ফলন বাড়ে। জৈব চাষের ফলন খেয়ে শরীর খারাপ হয় না। তাই জমিকে ঠিক রাখতে জৈব চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।আর পাশাপাশি এই চাষের উৎপাদিত পণ্য বাজার জাত কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে আলোক পাত করা হয়। এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত কৃষকেরা তাদের চাষের কাজে সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া বহু উৎসাহে এদিনের অনুষ্ঠানে আগত বক্তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন সুন্দরবনের কৃষকরা।

পুরনো শত্রুতার জেরে শিবপুরে প্রায় আট বছর আগে খুনের ঘটনায় আসামীর যাবজ্জীবন সাজা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মে ঃ পুরনো শত্রুতার জেরে শিবপুরে প্রায় আট বছর আগের একটি খুনের ঘটনায় আসামীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হলো হাওড়া আদালতে। পুরনো শত্রুতার জেরে শিবপুরের পিএম বস্তি এলাকায় ইফতিকার আহমেদ নামের এক ব্যক্তিকে সকালে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করেছিল মহম্মদ চাঁদ ওরফে সাহেব আলম নামের এক ব্যক্তি। সোমবার সেই মামলারই সাজা ঘোষণা হয়। এদিন হাওড়া জেলা আদালতের ১নং ফাস্ট ট্রাক কোর্ট এর বিচারক সন্দীপ চক্রবর্তী অভিযুক্ত মহম্মদ চাঁদ ওরফে সাহেব আলমকে যাবজ্জীবন সাজা দেন। পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের সাজা ঘোষণা করেন তিনি। একই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগে মহম্মদ চাঁদকে ৭ বছরের কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও ৩ মাসের জেলের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। খুন ও অস্ত্র আইনের উভয় সাজাই একসঙ্গে চলবে বলেও বিচারক নির্দেশ দেন। হাওড়া আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালের ৪ আগস্ট কর্মব্যস্ত শিবপুরের পিএম বস্তি এলাকার একটি বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানি কিনতে এসেছিলেন ইফতিকার আহমেদ। বিরিয়ানি কেনার সময়ই সকলের সামনে আচমকা তাঁকে গুলি করে পালায় মহম্মদ চাঁদ। এই ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলে থাকা মানুষজন ইফতিকারকে দ্রুত নিয়ে যায় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর মৃত ইফতিকারের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করা হয় শিবপুর থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্ত মহম্মদ চাঁদকে হাতে পেতে খোঁজ শুরু করে। অবশেষে ৬ আগস্ট চাঁদকে গ্রেফতার করা হয়। চাঁদকে জেরা করে মৃত ইফতিকারের সঙ্গে তার পুরনো শত্রুতার কথা জানতে পারে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসা করে অপারেশনের সময় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথায় রেখেছে তা জানে পুলিশ। পরে ১৬ আগস্ট ১৪৮, জিটি রোডের একটি নির্মিয়মান বহুতলের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার হত। এরপর থেকে চলে এই মামলা। শেষ ৭ বছর চাঁদকে জেলেই কাটাতে হয়েছে। এই মামলায় মোট ১৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত চাঁদকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এদিন সোমবার সাজা ঘোষণা করেন বিচারক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(এ)(২) ধারায় শাস্তি ঘোষণা করা হয়। এই মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন গৌতম দে।

সুন্দরবন-দিঘায় বাড়তি নিরাপত্তায় মোকা নিয়ে সতর্ক নবান্ন, খুলল হেল্পলাইন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সরকার এই বিষয়ে নজর রাখছে। এদিন নবান্ন থেকে সাইক্লোন মোকা নিয়ে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বলেন, আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৯ ও ১০ মে বজ্রবিদ্যুৎ -সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ও হবে। ১১ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ থাকবে। সুন্দরবন ও দিঘা এলাকায় বাড়ি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। মোকা নিয়ে সতর্ক রাজ্য। নবান্নে ইতিমধ্যেই কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে বলে জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাতেও কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। বিপদজ্জনক জেলাগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ। আর তার জেরেই আছড়ে পড়বে সাইক্লোন মোকা। তবে বাংলায় এর বিশেষ প্রভাব পড়বে না বলেই প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার তাপমাত্রা ৪২-৪৩ ডিগ্রি হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের পরোক্ষ প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ হবে। তবে এদিন রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকলেব সুজিত বসু। মোকা নিয়ে আগাম সতর্কতা জারি রাজ্যের। সকাল সাড়ে আটটায় আঃদামান সাগরের কাছে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। ১১ তারিখ অভিমুখ বদল হবে বলেও জানা গিয়েছে। গতিপথ পাল্টে স্থলভাগের দিকে আসবে এই ঝড়, এমনটাই জানা গিয়েছে। বাংলাদেশ মায়ানমার উপকুলের দিকে আসার কথা। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপর নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয়েছে। সোমবার, ৮ মে ২০২৩ তারিখে ভারতীয় সময় ৮.৩০ মিনিটে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এটি একই অঞ্চলে ৯ মে একটি নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মর্মান্তিক, ওভারহেড তারে পড়ে ঝলসে গেল যুবক

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ৮ মে ঃ রবিবার রাতে ডানকুনি রেল ব্রিজের উপর থেকে লাইনের উপর মরণ ঝাঁপ দিতে গিয়ে ওভারহেড তারের উপর পড়ে ঝলসে যায় এক যুবকের শরীরের বেশ কিছু অংশ। আরপিএফ ও জিআরপি আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে চন্ডিতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরে উত্তরপাড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। রবিবার রাত সাড়ে আটটার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে রাতে জিআরপি জানতে পারে, ওই যুবকের নাম বাবাই দাস। বাড়ি ডানকুনি বিদ্যাসাগর পল্লিতে। নিজের বলতে কেউ নেই। সারাদিন মদ্যপ অবস্থায় থাকে। ঘটনার সময়ও আকন্ঠ মদ খেয়ে ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান যাত্রীরা। তবে কেউ বুঝতে পারেনি যুবক আত্মহত্যার জন্য ব্রিজে উঠেছে। হাইভোল্টেজ তারের উপর পড়ায় প্রচণ্ড শব্দ ও আগুনের ঝলকে উপস্থিত মানুষজন বুঝতে পারেন ঝাঁপ দেওয়ার বিষয়টি। গোটা ঘটনাটি রেল পুলিশ তদন্ত করছে।

যথাযথ মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ রাজ্য সরকার প্রতি বছরের মত এবারও যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করবে। এবার রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানটি হবে আলিপুরের নব নির্মিত ধনধান্য স্টেডিয়ামে। এছাড়াও প্রতি বছরের মত ক্যাথিড্রাল রোডেও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নবান্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বিশ্ব কোভিড প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিধানসভা ভবনের যথাযথ মর্যাদায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হবে। মাল্যদান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিধানসভার কর্মীদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ, গরম বাড়ার পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ আবারও গরমের দাপটে ঘামছে, রোদের দাপটে কাহিল অবস্থা। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের আরও বাড়বে গরম। কলকাতার তাপমাত্রাও চড়তে পারে ২-৩ ডিগ্রি। গত শনিবার থেকেই আবার গরমে ঘামছে কলকাতা। রবিবারও গরমের দাপটে নাজেহাল হতে হয়েছে, আর সোমবার সকাল থেকেই চড়া রোদের দাপট ছিল শহর ও শহরতলিতে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিন গরম বাড়বে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এটিএমে ভরার আগেই গায়েব কোটি টাকা, ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ মে ঃ এটিএমে না ভরে কোটি টাকা আত্মসাৎ? গ্রেফতার ৩ যুবক। ধৃতদের কাছ থেকে ৫৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল পুলিস। মূল অভিযুক্ত অবশ্য এখনও অধরা। ঘটনাস্থল, হুগলির শ্রীরামপুর। ব্যাঙ্কে যাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না। যখন খুশি, এটিএম থেকেই টাকা তুলে নিতে পারেন গ্রাহকরা। ব্যাঙ্ক থেকে গাড়িতে করে টাকা এনে ভরে দেওয়া হয় এটিএমে। বিভিন্ন এলাকায় এটিএমে টাকা ভরার দায়িত্বে থাকে নির্দিষ্ট এজেন্সি। অভিযোগ, গত কয়েক দিন ধরে হুগলির চন্দননগর কমিশনারেটের এলাকায় এটিএমগুলি যে পরিমাণ টাকা ঢোকানোর কথা, সেই পরিমাণ টাকা ঢোকানো হচ্ছিল না! কেন? ঘটনাটি নজরে আসতেই শ্রীরামপুর থানার অভিযোগ দায়ের করেন এজেন্সি কর্তারাই। তদন্তে নেমে হুগলির শ্রীরামপুর ও রিষড়া থেকে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, ধৃতেরা হল সন্তু দত্ত, সঞ্জিত সরকার ও সঞ্জিত পাত্র। এজেন্সি হয়ে বিভিন্ন এটিএমে ডাকা ভরার কাজ করত তারা। চন্দননগরের পুলিস কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানিয়েছেন, এটিএমে ভরার নামে করে প্রায় কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে ৫৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা গিয়েছে। মূল অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

নার্সিংহোমে ছিঁড়ে পড়ল লিফট! গুরুতর জখম চিকিৎসক দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ আবার লিফটে দুর্ঘটনা! তার ছিঁড়ে পড়ে গুরুতর জখম চিকিৎসক দম্পতি। স্ত্রী কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। স্বামীর অবস্থাও গুরুতর। শেক্সপিয়র সরণির পর এবার কসবা। জানা গিয়েছে, দু'জনেই চিকিৎসক। কসবার রাজডাঙা এলাকায় একটি নার্সিংহোমে চালান অনির্বাণ মিত্র ও তাঁর স্ত্রী চৈতালি। থাকেন ওই নার্সিংহোমেরই চারতলায় একটি ফ্ল্যাটে। ঘড়িতে তখন ১টা। দুপুরে চারতলা থেকে লিফটে করে নিচে নামছিলেন ওই দম্পতি। আচমকাই লিফটের তার ছিঁড়ে পড়ে! তারপর? ওই নার্সিংহোমেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর, গুরুতর জখম অবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মাথা আঘাত লেগেছে অনির্বাণ ও চৈতালির। এদিকে খবর পেয়ে ওই নার্সিংহোমে পৌঁছায় কসবা থানায় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। শুরু হয়েছে তদন্তে নেমেছে পুলিস। এর আগে, শেক্সপিয়র সরণির একটি বহুতলে যিনি লিফটম্যান ছিলেন, তাঁর উপরেই ভেঙে পড়েছিল লিফট! দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই লিফটম্যানের। লিফট নিচে থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। কীভাবে দুর্ঘটনা? অভিযোগ, ওই বহুতলে লিফটে কোনও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এমনকী, অনেক সময়ই নাকি যেখানে দাঁড়ানোর কথা সেখানে লিফট দাঁড়ায়ও না!

ডানকুনিতে প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ মে ঃ সোমবার ভোরে আগুন লাগল ডানকুনির একটি প্লাস্টিক কারখানায়। ওই কারখানায় কাজ করেন প্রায় ১০০ জন শ্রমিক। সোমবার সকালে কাজ করতে এসে তাঁরা দেখেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে কারখানার ভিতরে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করেছে। হুগলি জেলার ডানকুনিতে একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগল সোমবার ভোরে। পারডানকুনি এলাকায় ওই কারখানায় প্লাস্টিকের যাবতীয় দ্রব্য তৈরি করা হয়। ভোর ৪ টে নাগাদ ওই কারখানায় আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। কারখানায় আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ডানকুনি থানার পুলিশ। আসে দমকল বাহিনী। প্রথমে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে। কিন্তু তাদের ৪ ঘণ্টার চেষ্টাতেও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। পরে দমকলের আরও ২ টি ইঞ্জিন আনা হয় ঘটনাস্থলে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন এখন আগুন নেভানোর কাজ করছে বলে জানা গিয়েছে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, কারখানার ভিতর মজুত রয়েছে প্রচুর দাহ্য পদার্থ। এর জেরেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকে। আগুনও ছড়িয়েও পড়ছে দ্রুত। কিন্তু কী থেকে এই আগুন লেগেছে তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে দমকল। কারখানায় কাজ করতে আসা এক শ্রমিক বলেছেন, সকালে দেখলাম আগুন লেগেছে। কালো ধোঁয়া বেরচ্ছে। দমকল আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কারখানার অপর এক কর্মী বলেছেন, আগুন লাগানোর পর আমাদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। প্লাস্টিকের জিনিসপত্র তৈরি হয় এই কারখানায়। সোমবার ভোরে আগুন লাগল ডানকুনির একটি প্লাস্টিক কারখানায়। ওই কারখানায় কাজ করেন প্রায় ১০০ জন শ্রমিক। সকালে কাজ করতে এসে তাঁরা দেখেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে কারখানার ভিতরে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, কারখানার ভিতর মজুত রয়েছে প্রচুর দাহ্য পদার্থ। এর জেরেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দমকলকে। আগুনও ছড়িয়েও পড়ছে দ্রুত। কিন্তু কী থেকে এই আগুন লেগেছে তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে দমকল। কারখানায় কাজ করতে আসা এক শ্রমিক বলেছেন, সকালে দেখলাম আগুন লেগেছে। কালো ধোঁয়া বেরচ্ছে। দমকল আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কারখানার অপর এক কর্মী বলেছেন, আগুন লাগানোর পর আমাদের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। প্লাস্টিকের জিনিসপত্র তৈরি হয় এই কারখানায়।

বেলেঘাটা গুলিকাণ্ডে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মে ঃ কলকাতার বেলেঘাটায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে গুলি চালনার ঘটনায় গ্রেফতার হলেন এক তৃণমূল নেতা সহ চার কর্মী। ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই রবিবার রাতে গুলিকাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজু নস্করকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ওড়িশার গোপালপুর থেকে। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর আগে তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের বিরুদ্ধে তৃণমূল কার্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতার বেলেঘাটায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে গুলি চালনার ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। ঘটনাটি ঘটেছিল গত রবিবার বেলেঘাটার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর এবং অলকানন্দা দাসের অনুগামীদের মধ্যে তুমুল মারপিঠ হয় বলে অভিযোগ। অলকের অনুগামীদের অভিযোগ, দলীয় কার্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করতেন রাজু। রাজুর অফিসে গেলে সেখান থেকে গুলি চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করে অলকানঃদের গোষ্ঠী। এমনকী সংঘর্ষ চলাকালীন রাজু নস্করই গুলি চালান বলে অভিযোগ। গুলি লাগে পিনকা নামে জেলেপাড়ার এক যুবকের গায়ে। এই ঘটনার দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেলেঘাটার আলোছায়া এলাকা। বিরোধীরা সরব হয়েছিল এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজুকে গ্রেপ্তারের দাবিতে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, দোষীকে রেয়াত করা হবে না। সেটা যে দলেরই নেতা হোক না কেন। আর তার পর অবশেষে গ্রেফতার হলেন মূল অভিযুক্ত রাজু নস্কর। জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই সদলবলে গা ঢাকা দেয় গুলিচালনার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজু নস্কর। রাজুকে ধরতে জাল বিছায় কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার পর রাজু ওড়িশায় এক হোটেলে আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ওড়িশার গোপালপুরের হোটেলে পুলিশ হানা দিয়ে রাজু এবং তার তিনজন শাগরেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ত্রিপুরায় করোনার নমুনা পরীক্ষা কমতেই আক্রান্তের সংখ্যাও কমেছে, ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ৩

ত্রিপুরা, ৮ মে ঃ ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ অনেকটাই কমেছে। অবশ্য করোনার নমুনা পরীক্ষা কমেছে, তাই আক্রান্তের খোঁজ কম পাওয়া গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৩ জন করোনা-আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার হয়েছে ১.৩০ শতাংশ। কেউ সুস্থ হননি। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে।

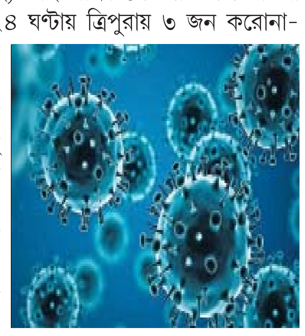

ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ১.৩০ শতাংশ। এদিকে, কেউ সুস্থ হননি। তাতে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫৩ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১,০৮,১৩০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,০৭,০৭১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০২ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

শাহের কলকাতা সফর নিয়ে কটাক্ষ পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৮ মে ঃ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি করার জন্য আসছেন। এতে কোনও লাভ হবে না। শাহের কলকাতা সফর নিয়ে হাওড়ায় কটাক্ষ রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কলকাতা সফর ঘিরে সোমবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে তীব্র কটাক্ষ করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ২০২৪ - এর ভোটকে সামনে রেখে অমিত শাহ কলকাতায় আসছেন। ওনারা রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জানেন না। সহজপাঠ এবং বর্ণপরিচয়ের তফাৎ বোঝেন না। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি করার জন্য আসছেন। এতে কোনও লাভ হবে না। সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠানে বিনোদন কর নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমার কাছে কেউ আবেদন করেননি। আবেদন করলে ফ্রি করে দিতাম। ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের আরও বলেন, ওরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসতে পারেন না। যারা বলেন যে সহজ পাঠ কোথায় আর বর্ণপরিচয় কি, তারা জানেন না যে রবীন্দ্রনাথ কোনটা করেছেন আর বিদ্যাসাগর কোনটা করেছেন। সুতরাং তাদের নিয়ে আর বাংলার রাজনীতি হবে না। এরা বেনিয়া পার্টি ছিল বেনিয়াগিরি করবে। আর বাংলার মানুষের হৃদয়ে এদের কোনও স্থান হবে না। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, যারা রবীন্দ্রনাথ কোথায় জন্মেছেন তাই জানেন না যারা সহজপাঠ কে করেছেন জানে না বর্ণপরিচয় কে করেছেন জানে না তারা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসে কোথা দিয়ে.? বাংলাতে রাজনীতি না করলে হযতো জানতোই না যে রবীন্দ্রনাথ কোথায়৷ আমরা যারা বাংলার মানুষ তারা একটা জিনিসে বিশ্বাস করি যেটা কবিগুরু বলে গেছে বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু.বাংলার ফল পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন এক হোক এক হোক এক হোক হে ভগবান। নোবেল উদ্ধার করতে আর পারবেনা। তদন্ত করেই যাবে। কিন্তু আর পারবে না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যারা দেশের সব থেকে এফিসিয়েঃট এজেন্সি তারা এত বছর ধরে নোবেলটাকে উদ্ধার করতে পারল না। কেরালা ফাইলস ব্যান করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলার বলেছেন। সোমবার হাও।ার বেলগাছিয়া. ভাগাড়ের বাযো. মাইনিং প্রজেক্ট এর উদ্বোধন করেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, এখানে আবর্জনার ভাগা। আর থাকবে না। এই প্রোজেক্ট শেষ হতে চার বছর লাগবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বেলগাছিয়া ভাগাড়ের চিত্র বদলে যাবে। এখন এখানে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন বর্জ্য জমে আছে। তিন বছরে এই বর্জ্যের পাহা। সাফ হয়ে যাবে। পুরো ফাঁকা মাঠে পরিণত হবে এই এলাকা। প্রতিদিন গড়ে ৫০০ মেট্রিক টন বর্জ্য জমা হয় এখানে। যা থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে তা দিয়ে জ্বালানি, সার, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি তৈরি করা হবে। এর জন্যে প্রাথমিকভাবে ৬৬ কোটি টাকা প্রকল্প খরচ ধার্য হয়েছে। আগামীদিনে এ থেকে পুরসভার যথেষ্ট পরিমাণে আয় হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এখানে একই জায়গায় 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেণ্ট পার্ক' গড়ে উঠবে। এদিন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, আগামী দিনে এই এলাকার দূষণও কমবে। নিকাশি ব্যবস্থারও উন্নতি হবে। প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। বেলগাছিয়া ভাগাড়ের যে তিনটি আবর্জনার পাহাড় রয়েছে সেখানে আমাদের প্রজেক্ট হবে। আজ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। ১১৪ বছর পর এরকম একটি পার্ক সেখানে তৈরি হবে। আবর্জনার পাহাড়গুলো সেখানে ভেঙে সেটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে। বায়োমাইনিং প্রজেক্ট করা হচ্ছে সেখানে। মোট ৭০ কোটি টাকার বাজেট রাখা হয়েছে এখানে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ এই প্রথম হচ্ছে। এত বড় এই প্রথম প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে হাওড়ায়। যেখানে ১০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি আবর্জনা রি-সাইক্লিং করে এখানে পার্ক তৈরি হবে। আজ থেকে এই কাজ শুরু হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই পুরো প্রজেক্ট করা হবে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হিসেবে আমরা এই পার্কের ডেভেলপমেন্ট করব। বায়ো মেডিকেল ওয়েস্ট নিয়ে সেখানে ইতিমধ্যেই কাজ করা হচ্ছে। প্লাস্টিক রি-সাইক্লিং করার কাজ ওখানে একটা সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবর্জনা থেকে সেখানে এনার্জি তৈরি হবে। এই সমস্ত পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। এটা একটা হিউজ প্রজেক্ট। কেএমডিএ-র তত্ত্বাবধানে পুরো কাজ হবে। এবং সহায়তা করবে হাওড়া পৌরনিগম। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় শতাধিক বছরের জঞ্জাল স্তূপের আবর্জনার পাহাড় সরিয়ে ওই জমিটিকে সমতলে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করছে কেএমডিএ। এই কাজে সহায়তায় করছে হাওড়া পৌরনিগম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৫৭ সংখা, মঙ্গলবার,২৫ বৈশাখ ১৪৩০

‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’

মহিলা রাষ্ট্রপতি করেছে বিজেপি সরকার। খুবই ভালো কথা।কিন্তু মহিলা সমাজ উন্নয়নের জন্য সরকার কতখানি সদর্থক তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সংসদে কোনও মহিলা বক্তব্য রাখতে তার কথাকে বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। লোকসভা এবং রাজ্যসভার মহিলা সাংসদের বক্তব্যকে মর্যাদা দিতে হবে। মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তাদের অভাবকে পূরণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সামরিক বাহিনীতে মহিলা সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আইপিএস এবং আইএএস ক্যাডারে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করতে হবে। দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে। তাদের ডাকা একটি বৈঠকে সব পক্ষের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে আগামি ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে কর্তব্য পথ ধরে যে শোভাযাত্রা প্রকাশ পাবে তাতে মহিলারাই অংশ গ্রহণ করবে। এতদিন আধ সেনা এবং সেনা বিভাগের মহিলাদের অংশ গ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০২১ সালে ভারতীয় পুরুষ বাহিনীতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট ভাবনা কন্ঠরি। প্রথম মহিলা অফিসার হিসাবে সেই সম্মান অধিকার করেন। পরের বছরে সেনা প্যারেডে প্রথমবার মহিলা অংশ গ্রহণ করেছিলেন কর্পস অব সিগন্যালের ক্যাপ্টেন তানিয়া শেরগিল। ভারতের প্রথম রাফাল মহিলা চালক হচ্ছেন শিবাজী সিংহ। তিনিও গত বছরে প্রজাতন্ত্র দিবসে রাফাল বিমান নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই বছরেই প্রজাতন্ত্র দিবসে সেনার মোটরসাইকেল র‍্যালির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডিম্পল সিংহ। ভারতীয় সেনা বাহিনীর উট বিভাগে বহু মহিলা সেনারা অংশ গ্রহণ করেছিল। তবে এবারে মহিলাদের ওপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাবে যে পুরুষ সেনাদের তুলনায় মহিলা সেনারা বেশি করে অংশ গ্রহণ করবে। মহিলারা সেনা বাহিনীর সঙ্গে নিখুঁতভাবে যেমন পা মেলাবে এবং আবার তারা ট্যাঙ্ক, ক্ষেপনাস্ত্র। যুদ্ধ জাহাজ এবং বিমান নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে। এবারে বিমান থেকে শুরু করে হেলিকপ্টারে মহিলারা তাদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবে। মহিলা রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মু মহিলা সেনাদের অভিবাদন গ্রহণ করবেন। বিজেপি সরকার মহিলাদের মর্যাদা দেওয়ার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ অভিযানকে আরও সফল করতে চেষ্টা করছে। মহিলাদের ব্যাপারে সরকার একটি ফিল গুড পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে যাতে আগামি লোকসভা নির্বাচনে কাজে লাগতে পারে। এদিকে কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত বিজেপি বিরুদ্ধে আক্রমণ করা ছাড়া তারা কোনও জনস্বার্থ বার্তা দিতে পারেনি। তার ফলে কংগ্রেস ক্রমশ বিজেপি রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেসকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে আকে একটি জনস্বার্থ নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং তার প্রচার করতে হবে। অন্যথায় জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তবেই কংগ্রেস মহিলাদের সহানুভূতি লাভ করতে পারবে। এদিকে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে সংসদে মহিলাদের ব্যাপারে বিরোধী দলগুলি যখন প্রশ্ন করে তখন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি চুপ করে থাকেন। আন্তর্জাতিক মহিলা কুস্তিগীরারা খোলা আকাশের নিচে আন্দোলন করে চলেছে। অথচ তাদের কথা শোনার জন্য সরকার থেকে কোনও লোক উপস্থিত নেই। কংগ্রেস দল থেকে বলা হয়েছে শুধু মুখেই ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ অভিযান করলে হয় না, কাজ করতে হয়। সরকার এখন দেখনদারির কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আসল কাজের সময়ে সরকারের কোনও প্রতিনিধির দেখা মেলে না।

অভিষেকের বক্তব্য

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি বারো দিন পেরিয়ে গিয়েছে। মাথার ৬০ দিন কাটবে রাস্তায়। নতুন কর্মসূচি ঘোষণার পর সংশয় আর প্রশ্ন তুলেছিল বিভিন্ন মহল। জেলে থাকা পার্থ বাবুও প্রশ্ন তুলেছিল তা চেষ্টা করেছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দল যেমন প্রশ্ন তুলছে, ঠিক তেমন একটি শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। এই সব মহলকে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন অভিষেক। তিনি জবাব দিতে পেরেছেন কারণ জনতা তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। গণতন্ত্রে মানুষই যে শেষ কথা বলে সেটা কাউকে আলাদা করে বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। অতীত ইতিহাস বা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে কোনও সময়ে নেতারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে বা সমালোচনার জবাব দিতে বেছে নিয়েছেন জনতাকে। সেক্ষেত্রে একটা ঝুঁকিও থেকে যায়। অভিষেকের ক্ষেত্রেও সেই ঝুঁকি ছিল। ঝুঁকি নিতে জানতে হয়। রাজনীতিতে বিশেষ করে। সারা দেশে যেটা হয়নি সেই পথে হাঁটলেন তিনি। পঞ্চায়েতের প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে। ভোটের আগে ভোট, যেটা বলা হচ্ছে মতামত গ্রহণ। যে কোনও বড় দলের এমন কর্মসূচিতে শৃঙ্খলা লাগে। অভিষেকের চ্যালেঞ্জ ছিল আরও শৃঙ্খলিত করা। অভিষেক যে মানুষের কাছে চড়ে এগিয়ে চলেছেন তা স্পষ্ট। সমালোচক বা বিরোধী বা মিডিয়াকে তিনি জবাব দিলেন বেছে নিন- দলে নিজের কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নিলেন। দলের এক সন্ধিক্ষণে ঘুরে ঘুরে একজোট করলেন দলীয় নেতাদের। বাংলার মানুষকে আরও বেশি করে জানতে পারলেন, মানুষের সঙ্গে আরও একাত্ম হতে পারলেন। খুব বেশি করে চিনে নিলেন গ্রাম বাংলাকে, যে গ্রামই ভিত্তি। মিডিয়ার সঙ্গে কথা কম, মানুষের কথা শুনলেন বেশি। দেখলেন কোথায় খামতি রয়েছে। তৃণমূলে যুক্ত করে নিলেন অতি সাধারণ মানুষকেও। তাঁরাও এসে ভোট দিয়েছেন এই মতামতের ব্যালটে। অন্য দলের তুলনায় এটাই করতে চাইছেন ইউএসপি হিসেবে, নেতা নির্ভরতা কমিয়ে মানুষের দল হিসেবে আরও গড়ে তোলা।

ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের বাণী

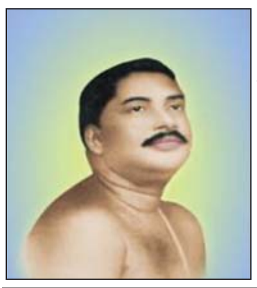

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা পেয়ে পালন পোষন পেয়ে আজ আমি পুর্ন, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি। আমৃতময় জন কপ্টটের নিকট লবনময়, তীরে যাইয়া তার ত,টা নিবারিত হয় না।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতা

শক্তি কর্মকে প্রসারিত করে। যারা শক্তিহীন তাদেরকে শক্তি দেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপরে সেই স্থান গ্রহণ করলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা তিনটি কাজ এক সঙ্গে করেছিলেন। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিসাধনার কর্মচিন্তাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর পরে তিনি মাতার কাজ করে যান যেটা মা সারদার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মাতৃস্নেহ দান করেছিলেন সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতা। বেলুড় মঠে তিনি থাকলেও তাঁর মনটা পড়ে থাকতো অসহায় মানুষের কাছে। তিনি সব সময়ে চিন্তা করতেন মানুষের মঙ্গল কীভাবে করা সম্ভব হবে। সেটা করতে পেরেছিলেন বলেই আজকে তাঁর নাম সর্বত্র উচ্চারিত হয়ে থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এঁরা ব্যক্তি হলেও আসলে এঁরা ছিলেন এক একজন অসীম শক্তির অধিকারী। যে শক্তি দিয়ে সবার মনকে জয় করা সম্ভব হয়েছিল। শক্তি না থাকলে পরাস্ত কাউকে করা যায় না। সব করতেও শক্তির প্রয়োজন পড়ে। শুভ শক্তির দরকার। অশুভ শক্তিকে বিদায় দিয়ে শুভ শক্তির উত্থান করতে হবে বলে বিশ্বাস করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, মা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। ভগিনী নিবেদিতা এই তিন জনের শক্তিকে গ্রহণ করে তিনি মানব সেবায় ব্রতী হলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা সবাই চিনি। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ করেছিলেন সেটা কি কোনও দিন ভেবে দেখেছি। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯০৫ সালের জুলাই মাস বেসরকারিভাবে জানতে পারা গেল যে বাংলাকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহন মিত্র বিদেশি পণ্য ‘বয়কট’ এর ডাক দিলেন। তিনি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সঞ্জীবনী’ তে এই নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখে বাংলার মানুষকে বিদেশি পণ্য বয়কটে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। ঠিক সেই সময়ে অমৃত বাজার পত্রিকাতে ‘জি’ ছদ্মনাম দিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বয়কটের ডাককে সমর্থন করে। সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন লালমোহন ঘোষ। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল সেই চিঠি লিখেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অথবা তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে অধিকাংশ পাঠকেরা বিশ্বাস করেন এই লেখা চিঠি লিখেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তখন তিনি বিপ্লবী হননি। তিনি তখন বরোদাতে। বাংলায় এসে উপস্থিত।

১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পূর্ব বঙ্গ এবং আসামকে নতুন প্রভিন্সের রূপ দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত মানুষ ব্রিটিশ সরকারের ওপরে ক্ষিপ্ত হতে শুরু করলো। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ বসু এবং অম্বিকা চরণ মজুমদার। টাউন হলের সভায় প্রায় বিশ হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়েছিল। চার হাজার ছাত্র জমায়েত হয়েছিল। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। যন্ত্র সঙ্গীতে সংগত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হতে শুরু করে। সেইদিন সারা বাংলা জুড়ে ‘অরন্ধন’ দিবস পালিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়েছিল বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তা সহজে ফিরিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। যার ফলে জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিদেশি পণ্য বয়কটের ডাক দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে রাস্তায় উপস্থিত হয়ে ‘রাখি’ পরিয়ে জনগণকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন। বাংলার সমস্ত মানুষ গঙ্গা স্নান করে প্রতিজ্ঞা করতে থকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলবে যতদিন না ইংরেজ সরকার বাংলা ভাগ থেকে বিরত না হচ্ছে। সরকারকে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠকুর সেই সময়ে চিৎপুরের বড় মসজিদে (নাখদা মসজিদ) উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের ভাই বলে গ্রহণ করে তাদের হাতে রাখি পরাতে শুরু করেন। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলা ভাগ করা নিয়ে গর্জন করে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তারপরে সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পার্সি বাগান পার্কে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে সরকার থেকে বার্তা দেওয়া হল কোনও ছাত্ররা রাজনীতি সভা এবং মিছিল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ১৯০৫ সালে নভেম্বর মাসে সরকার থেকে নির্দেশ জারি হল ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ। সরকার নির্দেশ বিরোধী সোসাইটি নির্মাণ করা হল। তার সম্পাদক হলেন শচীন্দ্র প্রসাদ বসু। কিন্তু ৪ নভেম্বর ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ারের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় অংশ গ্রহণ করলো। সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা আজকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত- ‘ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এই দুটে গান বাংলাকে ভাগ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার ছাত্র থেকে শুরু করে তরুণদের আন্দোলনকে কোনও রকমভাবে রুখতে পারছিল না ব্রিটিশ সরকার। সরকারের একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

১৯০৭ সালে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলো ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৭ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ এবং হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে অপরাধী বলে গণ্য করলেন। মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে তিন মাসের জেল দিলেন বিচারপতি কিংসফোর্ড। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন একটি কবিতা অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি লিখলেন ‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।’ কবিতা লেখার সালেই রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছেন অরবিন্দ তা কোনও দিনই নিভে যাবে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে। সেইটাই পরবর্তী কালে সেটাই দেখতে পাওয়া গেল। বাংলায় অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ

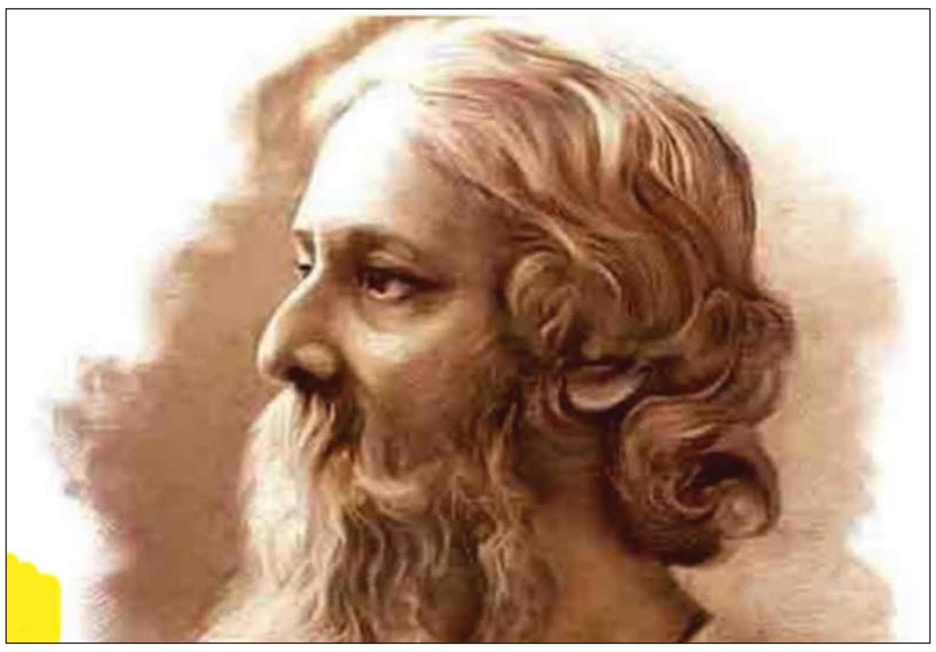

রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সময়ে অরবিন্দ রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকতেন। তখন রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, নিরোদ মল্লিক এবং চন্দননগরের চারু চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এনারা সবাই কবিগুরুকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে এসে বসান। রবীন্দ্রনাথ তখন অরবিন্দের কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, “ইউ নোবেল মাইণ্ড! ডিড ইউ প্লে ফলস ইউথ মি?” অরবিন্দ মৃদু স্বরে বলেছিলেন, “নট ফর লং”। তারপরে সকলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচনা চলার সময়ে বিপ্লবী চারু চন্দ্র বলেছিলেন,“ইউ ডিড নট অ্যালাও হিম টু গো টু জেল। ইউ হ্যাব বার্ন ওয়ান অর টু ইমপোর্ট্যান্ট পেপার্স। দিস ইজ ওনলি দ্য বিগিনিং। ইওর পোয়েম ইউল নো গো ইন ভেইন।” বিপ্লবী জীবন ত্যাগ করে ঋষি অরবিন্দ পরিণত হওয়ার পরে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আশ্রমিক জীবন কীভাবে কাটাছেন অরবিন্দ তা নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন করতে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্ম ঃ ৭.৯.১৮৭৯ মৃত্যু ঃ ১০.০৯.১৯১৫) বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর বিপ্লবী রাস বিহারী বোস (১৮৮৬-১৯৪৫) বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনকে বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। রডা কোম্পানি’র (১৯১৪) অস্ত্র লুন্ঠন করা হয়েছিল বাঘা যতীনকে আরও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করতে। আরও বিদেশি অস্ত্র আসার কথা ছিল। কিন্তু ইরেজ সরকার কৌশল করে তা আগেই আটকে দিয়েছিল। তার ফলে বালেশ্বর যুদ্ধে ইরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ গেল বাঘা যতীনের। আর রাসবিহারী দিল্লিতে লর্ড হাঞ্জিজের শোভাযাত্রায় (১৯১২) বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে বোমা মেরে গা ঢাকা দিলেন। তারপরে তিনি দেশে থাকাকে নিরাপদ না মনে করে রবীন্দ্রনাথের সচিব সেজে জাপান পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তারপরে সুভাষ চন্দ্র বোস (যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা ‘দেশনায়ক’ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন) জাপানে উপস্থিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। সবচেয়ে তাঁর দেশভক্তির প্রমাণ হচেছ জালিয়ানওয়ালা বাগে নরকীয় হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ সাল) জন্য ব্রিটিশ সম্মান ‘স্যার’ উপাধি ত্যাগ করা। বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যখন ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচিত হয়েছিল। এই কবিতাটি নজরুল রচনা করেছিলেন ১৯২১ সালে। কবিগুরুকে কবিতাটি শোনাতে স্বয়ং নজরুল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং নিজ কণ্ঠে কবিতাটি পাঠ করে কবিরুগুকে শুনিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। ‘ধুমকেতু’ (১৯২২) পত্রিকার জন্য নজরুলের কারাবাস হলে কবিগুরু অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আলিপুর জেলে নজরুল অনশন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যায়ের প্রতিবাদে। সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে বার্তা দিলেন-“ গিভ অ্যাপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচর ক্লেইমস ইউ”। কি অসাধারণ কবির বক্তব্য। যদিও সেই টেলিগ্রাম ফিরে এসেছিল ঠিকানা সঠিক ছিল না বলে। নজরুল জেলে থাকার সময়েই কবিগুরু ‘বসন্ত’ কাব্যনাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। নজরুলও তাঁর ‘অগ্নিবীণা’ কাব্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। রবীন্দ্রনাখ ঠাকুর শুধু কবিতা, উপন্যাস গল্প রচনা করেই দিন কাটাননি। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ভাবতেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে কবিগুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে মহাত্মা বলে ‘আখ্যায়িত’ করেন। আর গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথকে ‘কবিগুরু’ সম্মানিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের উন্নতি জন্য সেই সময়কার শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন গান্ধিজি। শান্তিনিকেতনের জন্য আত্মত্যাগ করতেও ইচ্ছা প্রকাশ করতেন কবিগুরু। তিনি শান্তিনিকেতনকে নিজের এবং সেখানকার আশ্রমিকদের শান্তির নিবাস এবং শিক্ষাকেন্দ্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কলকাতায় স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিয়েছিল। তখন সেই ভাইরাস থেকে আশ্রমিক, কর্মী, ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলসী, নিমপাতাসহ বিভিন্ন গাছপালার পাতা দিয়ে একটি টোটকা তৈরি করেছিলেন। প্রতিদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে করে সেই টোটকা খাইয়ে দিতেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র থেকে শুরু করে সেখানকার বসবাসকারী মানুষদের। ‘স্প্যানিস ফ্লু’র হাত থেকে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মনে আছে কলেরা রোগের হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন রানী মহলনাবিশকে। তখন রানী মহলনাবিশ বরাহনগরে। প্রশান্ত মহলনাবিশের স্ত্রী। কবিগুরু সবচেয়ে প্রিয়তমা ছিলেন রানী মহলনাবিশ। জল চিকিৎকসা করে তিনি রানী মহলানবিশকে কলেরার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এবার আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা। রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের চলার পথ বেশ কয়েকটি স্থানে একই সরলরেখায় প্রসারিত। তার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কবিগুরুর আগ্রহ। যদিও মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শরীর বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সেখানে ঠাকুর পরিবারের সব সদস্যরাই অংশ গ্রহণ করতেন।

১৯৪৮ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস দিবস পালন শুরু হয়েছিল

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস দিবস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস অনুষ্ঠান পালন শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। এই অনুষ্ঠানটি আনতর্জাতিক রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন দ্বারা সমর্থিত। এটি একটি মানবিক আন্দোলন যা মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবনকে রক্ষা করা এবং তাদের সুস্বাস্থ্য করে তোলা। রোগ থেকে যাতে মানুষ মুক্তি পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে সারা বিশ্ব জুড়ে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তির পরে ‘রেড ক্রস যুদ্ধ বিরতি’ নামে পরিচিত ছিল। প্রাথমিক ভাবে এটি চেকোশ্লাভাকিয়ায় তিন দিনের যুদ্ধ বিরতি ছিল যা ইস্টারের সময়ে সংঘটিত হয়। সেই সময়ে সাধারণ মানুষ ঐক্যমত গ্রহণ করে যুদ্ধের পর শান্তি চায়। রেড ক্রস যুদ্ধ বিগ্রহ কালে শান্তি বার্তা দিতে প্রস্তুত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর রেড ক্রসের কার্যনির্বাহী কমিটির সারা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিতে থাকে। প্রথম রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস পালন করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ৮ মে। এই রেড ক্রস দিনটিতে আবার প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্টের জন্ম দিন। ১৮২৮ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার তালিকায় তিনি ছিলেন। হেনরি ডুনান্টের ছবিতে মাল্য দান করা হয়ে থাকে। রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে রেড ক্রসের প্রধান কাজ। তারপরে যুদ্ধবিগ্রহ স্থানে আহতদের উদ্ধার করে তাদের চিকিৎসা দেওয়া এবং সেবা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। রক্তদান করতে মানুষকে উৎসাহ দিয়ে থাকে রেড ক্রস সোসাইটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছরই ৫ মিলিয়ন রক্তের সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। রেড ক্রসকে দান করা রক্তের পরিমান দিনে ২১ হাজার রক্ত সঞ্চালন। প্রতি বছর একটি থিম তেরি করে থাকে রেড ক্রম সোসাইটি। সেই থিমের প্রচার করতে থাকে। ২০১০ সালে থিম ছিল ‘নগরায়ন’ বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করাই ছিল এই থিমের উদ্দেশ্য। এখন অধিকাংশ লোক শহরে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। খাদ্য. স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পানীয় জলের অভাবের মধ্যে বসবাস করতে হয়। যখন সুনামি ঝড় এসে মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল তখন রেড ক্রস সোসাইটি বিপদমুখী মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে টোকিওতে ‘লিগ অব রেড ক্রস সোসাইটি’তে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে রেড ক্রস দিবসের স্লোগান হচ্ছে ‘ মানবতার জন্য ঐক্যবদ্ধতা’। আজকে মানবজাতি খুবই বিপন্ন। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে বহু দেশের নাগরিকেরা খাদ্য থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারছে না। যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী রাষ্ট্রগুলি অস্ত্র বেচে অর্থ রোজগার করার দিকে মন দিয়েছে। খাদ্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করার দিকে তাদের মন নেই। ইউক্রেনের অধিকাংশ নাগরিকেরা এখন বলতে গেলে শরনার্থী। তারা এখন রাস্তায় বসে দিন কাটাচ্ছে। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছে যুদ্ধ চলার ফলে। বহু শিশু সঠিক পথ্য পচ্ছে না। ইউক্রেন আজকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত। যুদ্ধবাজরা কিন্তু এতেই থেমে থাকছে না। তারা আরও ভয়ঙ্কর রকমের নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে পরিবেশ এবং আবহাওয়া দূষিত হতে শুরু করেছে। চিন থেকে শুরু করে কোরিয়া এবং রাশিয়া বারবার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করছে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বিশ্বের জল আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। জি-৭ বৈঠক করে পরিবেশ রক্ষা করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল শক্তিশালী দেশগুলি তা আজকে বলতে গেলে বুমেরাং এ পরিণত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে করোনা আবহ কালে। ভার্চুয়াল শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। স্কুলে পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে দিয়েছিল ছাত্ররা। তার ফলে মেধা বৃদ্ধি হতে বাধা হচ্ছিল। কিন্তু এখন করোনা না থাকলে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নাগরকিদের আতঙ্ক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রেড ক্রস সোসাইটি সেবার কাজ নিয়ে উপস্থিত। তারা সেখানকার নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিচ্ছে। খাদ্য বস্ত্র বিতরণ করছে। ওষুধ দিচ্ছে। কিন্তু এইভাবে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলতে থাকলে একটি সময়ে বিশ্বের ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে থাকবে। তখন কি করা হবে তা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকবে। একজনের পরাস্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। কেউ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। ফলে মারা পড়বে সাধারণ নাগরিকেরা। রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তির প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি। তার ফলে যুদ্ধ থামছে না। সব রাষ্ট্রগুলি এই যুদ্ধ থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। মানবজতিকে শান্তিতে রাখাই হচ্ছে রেড ক্রস সোসাইটির প্রধান কাজ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’ রেড ক্রস দিবসের যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে পালন করার কথা বলে থাকে। এমনকী রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দফতর রেড ক্রস দিবস পালন করতে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে বার্তা দিয়ে থাকে। ২০২৩ সালে রেড ক্রস দিবসের বলা হবে “ আমরা যা করি তা হৃদয় থেকে আসে’। শুধু অনুষ্ঠান পালন নয়, চিকিৎসা করে একজনকে সুস্থ করে তোলার অঙ্গীকার করতে হবে। প্রত্যেকেরই অন্যকে সাহায্য করার খুবই প্রয়োজন। হাতে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা বার্তার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব শান্তিকে আনতে হবে রেড ক্রস দিবস দিনে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। সেবা করতে হবে। মানব সেবা দেওয়ার খুবই প্রয়োজন। মানুষ আজকে অসহায়? তাদেরকে রক্ষা করতে রেড ক্রস সোসাইটি এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

প্রজাতন্ত্র কুচকাওয়াজে মহিলা প্রাধান্য

আগামি ২৬ জানুয়াবি.,২০২৪ নারীতন্ত্রকে কর্তব্য পথে প্রকাশিত করা হবে। ভারত সরকার এখন নারীতন্ত্রকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতদিন ধরে ভারতের সেনা বিভাগের বিভিন্ন দফতর প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন দিল্লির রাজ পথ কর্তব্য পথের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতো। কিন্তু এখন সেই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে না। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে নারীদের বেশি করে মর্যাদা দিতে হবে। তাদের কথা বর্তমান মোদি সরকার ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের নারী শক্তির আবার জাগরণ দেখানো সম্ভাবনা তৈরি করতে হবে। ভারতকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে গেলে নারী শক্তির উত্থান খুবই প্রয়োজন। আগামি দিনে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ভারতীয় সেনা বিভাগে যে সব নারীরা শৌর্য প্রদর্শন করে এসেছে তাদের শোভাযাত্রায় দেখতে পাওয়া যাবে। নারীদের হাতে বিভিন্ন মন্ত্রকের ট্যাবলো থাকবে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর ‘বেটি বাঁচা বেটি পড়াও’ স্লোগানকে আরও বেশি জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারতীয় মেয়েরা যাতে সুশিক্ষিত হতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নারী জাগরণ খুবই প্রয়োজন বলে মনে করতে শুরু করেছে বর্তমান সরকার। সেই কারণে আগামি ২৪ সালে ২৬ জানুয়ারি দিল্লির কর্তব্য পথ ধরে মহিলার তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যকে বলা হয়েছে যে তারা যেন নারী শক্তির ওপরে ট্যাবলোর পরিকল্পনা জমা করে। সেই সব ট্যাবলো পরিকল্পনা স্বীকৃতি লাভ করলেই তবেই দিল্লির কর্তব্য পথ ধরে প্রদর্শিত হতে থাকবে। এদিকে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে খোদ দিল্লিতে যখন মহিলা কুস্তিগীররা যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছে তখন সরকার চুপ করে বসে রয়েছে। যৌন হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে মহিলাদের। মহিলা কুস্তিগীররা তা নিয়ে প্রতিবাদ করছে এবং আন্দোলন করছে। কাঠুয়া-উন্নাও এবং হাসরথের মতো ঘটনায় সরকার চুপ করে রয়েছে। বিরোধী বলতে শুরু করে দিয়েছে যে মোদি সরকার এখন মহিলাদের মর্যাদা দেওয়ার কথা ভাবছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ব্যাপারে সরকার চুপ করে রয়েছে। সেখানে সরকার কোনও কথা বলতে পারছে না। দিল্লিতে মহিলারা নিরাপদে নেই এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস আমলে। দিল্লির ধর্ষন কাণ্ডের ফলে কংগ্রেস সরকারের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। দিল্লি ধর্ষন কাণ্ড আন্তর্জাতিক মহিলাদের ওপরে অপরাধ বলে গণ্য হয়েছিল। তার ফলে বিশ্বের সমস্ত সংবাদপত্র এই খবর প্রথম পাতায় প্রকাশ করে। বহু পত্রিকা বলতে শুরু করে ছিল যে দেশে সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করা কথা ভেচেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর সেই দেশে এখন মহিলা ধর্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সরকার সব সময়ে শান্তির বার্তা দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই দেশেই মহিলা শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। সরকার শুধু ভোট পাওয়ার জন্য এখন মুখ দিয়ে নারী শক্তি জাগরণের কথা বলতে শুরু করেছে। সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু প্রতীকী। বাস্তবের মাটির সঙ্গে তার মিল নেই। কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের সুরক্ষা দিতে পারছে না। মহিলারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি বছর লোকসভার নির্বাচন। ঠিক তার আগেই মোদি সরকার মহিলাদের ভাটপাওয়ার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে মহিলাদের প্রকৃত উন্নয়ন হচ্ছে না। মহিরাদের নিয়ে এখন নির্বাচনী খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছ কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি সরকার বুঝতে পেরে গিয়েছে যে আগামি লোকসভা নির্বাচনে জেতা কুবই কঠিন হবে। সেই কারণে মহিলাদের ভোট পাওয়া জন্য বিজেপি সরকার উদগ্রীব। মহিলাদের কথা ভাবতে শুরু করেছে বিজেপি দল। কিন্তু বিজেপি দল মহিলাদের ব্যাপারে বহু উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে নিরব ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস আমলে মহিলা উন্নয়নের দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়নি। আবার দেখতে পাওয়া গেল বিজেপি আমলেও মহিলাদের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার নিরব। শুধু মহিলাদের নিয়ে শোভাযাত্রা করলে চলবে না। প্রকৃতভাবে মহিলাদের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দু শেখর রায় বলেছেন, ভারতীয় সেনা বিভাগে মহিলাদের উপস্থিতি যথেষ্ট নয়। ভারতীয় সংবিধানে নারী পুরুষ সমাধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় মহিলারা বাস্তবে কতখানি সমাধিকার লাভ করতে পেরেছে তা কোটি টাকার প্রশ্ন। তাই বাস্তব সত্যকে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। রাতের বেলায় মহিলারা রাস্তায় বের হতে পারে না। স্বাধীনভাবে ঘোরা ফেরা করতে পারে না। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলার অপমানের শিকার হচ্ছে। পুলিশ এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

টেরিটেজ

রঙ্গলাল বাসভবন

খিদিরপুর মোড় থেকে কার্ল মার্কর্স সরণি ধরে ফ্যান্সি মার্কেটের দিকে গেলে ডান দিকে পড়বে একটা গলি। এই গলির ভেতরে একটি প্রাচীন বাড়ির গেটে লেখা রয়েছে ‘রঙ্গলাল ভবন’। কবি রঙ্গলাল এই বাসভবনে বসবাস করতেন। দুই পাশে কয়েকটি দোকান রয়েছে। ভেতরে একটি গাছ উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। আজ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে এই বাড়িতে বসবাস করতেন বাংলার একজন দিকপাল কবি তাঁর নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, ২কে পরিবে পায়?’ এটা স্বাধীনতার সময়ে কেন এখনও সবাই গান গাইলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২১ ডিসেম্বর ১৮২৬ সালে। মাতুলায়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলি জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তের বেহুলা নদীর তীরে বাকুলিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে কুলীন মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর পিতামহও কবি ছিলেন তাঁর নাম কীর্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের পিতা রামনারায়ণ কুলিন ব্রাহ্মণ হওয়ার দরুণ ষোলটি বিবাহ করেছিলেন। রঙ্গলালের মাতার নাম ছিল হরসুন্দরী। রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরবি, ফার্সি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইরেজি ভাষাও জানতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের ছোট দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। স্বামী বহু বিবাহ এবং অসময়ে তাঁর মৃত্যু হলে রঙ্গলালের মা হরসুন্দরী শিশু রঙ্গলালকে সঙ্গে করে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। রামানারায়ণের সর্বসমতে সাতটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ, গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন এবং হরিমোহন। রঙ্গলালের মাতুলায়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠমাতুল রামকমল নিজ অধ্যবসায়ে প্রচুর ধন সম্পত্তি করেন এবং কলকাতায় চলে এসে খিদিরপুরে মানসাতলা অঞ্চলে ১০ বিঘা জমির ওপরে প্রাসাদোপম আবাস নির্মাণ করেন। শৈশবে বাকুলিয়া স্কুলে ভর্তি হন রঙ্গলাল। তারপরে হুগলি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৪১ সালে রঙ্গলাল নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাখালদাসী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রঙ্গলাল সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করেন। ১৮৬৩ সালে রঙ্গলাল ওড়িশার ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদান করেন।

সরকারি জমি দখল করে মাটি কেটে ক্যানেল ভরাটের অভিযোগ মালদায়

তনুজ জৈন, মালদা, ৮ মে ঃ রাতের অন্ধকারে সরকারি জমি দখল করে মাটি কেটে জলাভূমি ভরাট করার অভিযোগ। যে জলাভূমি গ্রামের একমাত্র নিকাশি ব্যবস্থার পথ। দখল এবং ভরাটের অভিযোগ উঠেছে থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। যিনি আবার শাসকদলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী। দিনের আলো ফুটতেই ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। সমগ্র ঘটনা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। রক্ষকই ভক্ষক। এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। বিস্ফোরক অভিযোগ এলাকাবাসীর। এলাকাবাসীর সুরে সুর মিলিয়ে বিক্ষোভে সামিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। মমতা এবং অভিষেক জেলা থেকে যেতেই ফের প্রকাশ্যে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের শাসকদল এবং প্রশাসনের ভূমিকা। সাফাই তৃণমূলের। তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। ফের অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সরনপুর গ্রামের ঘটনা। ওই গ্রামেরই তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা ফারহানা রহমানের স্বামী উমর ফারুক। তিনি আবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার। তার বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে সরকারি জমি দখল করে মাটি কেটে ক্যানেল ভরাটের অভিযোগ। যে ক্যানেল গ্রামের একমাত্র নিকাশি ব্যবস্থার রাস্তা। আর যা নিয়ে ব্যাপক ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। দিনের আলো ফুটতেই ঘটনাস্থলে যান গ্রামবাসীরা। সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের দাবি কোনভাবেই এই জমি দখল হতে দেওয়া যাবে না। ক্যানেল ভরাট করলে গ্রামের চাষবাস ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর। সাথে এলাকাবাসীর অভিযোগ ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার সমগ্র গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তার ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকছে এলাকার মানুষেরা। এমনকি এলাকাবাসীর অভিযোগে সহমত পোষণ করে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ধর্মা মন্ডল। যেখানে পুলিশের কাজ আইন রক্ষা করা। সেখানে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার হয়ে কিভাবে আইন ভাঙলেন ফারুক উঠেছে প্রশ্ন? ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়। যদিও অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার উমর ফারুক ক্যামেরার সামনে কোন মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে বিজেপির দাবি মাটি মাফিয়াদের পেছনে শাসকদল এবং প্রশাসনের একাংশের মদত রয়েছে। সেটা এই ঘটনায় দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আইন আইনের পথে চলবে। পাল্টা সাফাই তৃণমূলের। বিক্ষোভকারী এলাকাবাসী প্রকাশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, এই জমি সরকারের জমি। গ্রামের সকল মানুষের এই জমিতে অধিকার রয়েছে। ক্যানেল বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের গ্রামে মারাত্মক অসুবিধা হবে। ফারুক রাতের অন্ধকারে জেসিবি দিয়ে মাটি খুঁড়ে ক্যানেল ভরাট করেছে। বিক্ষোভকারী এলাকাবাসী সাগর মন্ডল বলেন, এই জমি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। উনি যতই তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী হন, এটা করতে পারেন না। যা হবে আইন অনুযায়ী হবে। আমরা প্রশাসনকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ধর্মা মন্ডল বলেন, আমিও তৃণমূল করি। কিন্তু এটা সমগ্র এলাকার ব্যাপার। এলাকাবাসীর দাবি ন্যায্য। তাই সেই দাবিতে আমি সামিল হয়েছি। কেউ তৃণমূল করলে তো যা ইচ্ছা তা করতে পারবে না। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান বলেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কংগ্রেস এবং সিপিএমের পায়ের তলায় জমি নেই। তাই এই ধরনের চক্রান্ত করছে। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, এখন বিরোধীরা আর বিক্ষোভ করে না। তৃণমূল নিজেই নিজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। এক গোষ্ঠী কাটমানির ভাগ পাচ্ছে না তারা বিক্ষোভ করছে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কোন নতুন ঘটনা নয়। বারবার সরকারি জমি দখলের অভিযোগে খবরে শিরোনামে উঠে এসেছে এই এলাকায়। সামনে এসেছে অবৈধ ভাবে মাটি কাটা এবং ভরাটের অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। প্রশাসন সক্রিয় হলে কি ভাবে সাহস পাচ্ছে মাটি মাফিয়ারা? প্রশ্ন এলাকাবাসীর।

মোদির বাড়ি ঘেরাও করে ১০০ দিনের টাকা ফেরত আনার দাবী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ মে ঃ রাজ্যে তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যখন বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণে ব্যস্ত, তৃণমূল কংগ্রেসও নিজের জমি টিকিয়ে রাখতে ১০০ দিনের কাজের রাজ্যের বকেয়া সহ, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। সোমবার নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ থেকে ১০০ দিনের কাজের টাকা ফেরত আনতে নবদ্বীপের মানুষদের সাথে নিয়ে নরেন্দ্র মোদির বাড়ি ঘেরাও করার একপ্রকার হুঁশিয়ারী দিলেন রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র সুদীপ রাহা। রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে নবদ্বীপ বিধানসভা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজনে স্বরূপগঞ্জ হাইস্কুল ময়দানে সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় এক কর্মীসভা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সুদীপ রাহা, নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, কল্লোর কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ সহ ব্লক ও বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রাহা যেমন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে, পাশাপাশি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মীদের জন্য বেশ কিছু বার্তাও দেন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে নবদ্বীপের নন্দ সাহা আছেন, তার সাথে পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা ছিলেন বলে আজ তৃণমূল দলটা নবদ্বীপ সহ গোটা নদীয়ায় এত বলিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এরই সাথে তাদের বট গাছের সাথে তুলনা করে ভুয়সী প্রশংসা করতে শোনা যায় সুদীপ রাহার গলায়। পাশাপাশি এদিন এই সভা থেকে সিপিএমকে নেতাই, নন্দীগ্রামের ইতিহাস বলেও তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল মুখপাত্র। তিনি বলেন, আগামী দিনে দশটা পঞ্চায়েত এমন ভাবে তৈরী করুন যাতে আপনাদের, নবদ্বীপের মানুষদের সাথে নিয়ে নরেন্দ্র মোদির বাড়ি ঘেরাও করে ১০০ দিনের কাজের টাকা আনতে পারি। সব মিলিয়ে তৃণমূল বিরোধী সব রাজনৈতিক দল যখন শহর, গ্রাম থেকে শুরু করে ব্লকে ব্লকে আন্দোলন, পথসভা করতে মরিয়া তখন একাধারে যেমন কর্মীদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে ও আরও বৃদ্ধি করতে সহ পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতির কথাই জানান দিল এদিনের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীসভা তা বলাই বাহুল্য।

গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র স্টেশন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ মে ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবারও প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে রাত ১২টা নাগাদ কার্যত রণক্ষেত্র চেহারা নিল বর্ধমান স্টেশন চত্বর। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপর লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। ভাঙচুর করা হল গাড়ি। স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোলাপ সরকারের অনুগামীদের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে রবিবার রাত ১২টায় লাঠি নিয়ে এসে হঠাৎ ভাঙচুর করতে শুরু করে বেশ কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক। বেশ কয়েকটি চারচাকা গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতা গোলাপ সরকারের অনুগামীদের বিরুদ্ধে এই ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই এই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। তাদের বক্তব্য, তৃণমূল নেতা ইফতেখার আহমেদ ওরফে পাপ্পু এবং গোলাপ সরকারের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। তাদের এই বিবাদ এদিন বড় আকার ধারণ করে। তার ফলস্বরূপ রাতের বেলায় বর্ধমান স্টেশনে ঢোকার মুখে কয়েকটি দামি চারচাকা গাড়ি এবং বাইক ভাঙচুর করা হয়। যদিও ইফতেখার আহমেদ দাবি করেছেন, যারা ভাঙচুর করেছে তারা একটা সময় বিজেপি করতো। রাতের অন্ধকারে চুরি-ডাকাতি করে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলেই মারধর করা হয়। অন্যদিকে, গোলাপ সরকার গোষ্ঠী পালটা ইফতেখার আহমেদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলেছে। তাদের বক্তব্য, সারা বছর ধরে ইফতেখার গোষ্ঠীর লোকজন তোলাবাজি করে। আর তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে মারধর করা হয়। জানা গিয়েছে, ইফতেখার গোষ্ঠীর লোকজন তোলাবাজি করার সময় গোলাপ সরকারের ছেলে মোবাইলে ছবি তোলেন। ঘটনায় তাঁকে মারধর করা হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এদিন গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এনিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাত ১২টা নাগাদ লাঠি, বাঁশ, ধারাল অস্ত্র নিয়ে বেশ কয়েকজন চড়াও হয়। স্টেশন চত্বরে দোকান, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, পার্কিং এলাকায় ভাঙচুর চালায়। মারধরের পাশাপাশি, একাধিক দোকান, গাড়ি ও বাইক ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা। ৩ জন আহত হয়েছেন। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতে ঘটনাস্থলে যান বর্ধমান থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী। র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

থ্যালাসেমিয়া দিবস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ মে ঃ সোমবার বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। সারা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও থ্যালাসেমিয়া দিবস পালন করা হচ্ছে। থ্যালাসেমিয়া হলো একটি বংশগত রক্তস্বল্পতাজনিত রোগ। এসব রোগী ছোট বয়স থেকেই রক্তস্বল্পতায় ভোগে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-তারা যেহেতু তাদের শরীরে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত তৈরি করতে পারে না, তাই অন্যের রক্ত ট্রান্সফিউশন নিয়ে তাদের জীবন চালাতে হয়। বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের সামনে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। আজ এই বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে বেশ কিছু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন দের কিছু খাবার তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতি ১৪ জনে একজনের থ্যালাসেমিয়ার বাহক রয়েছে। বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশি শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। প্রতি বছর ৬ হাজার শিশু বিভিন্ন রকমের থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, জনসংখ্যার সাত শতাংশ মানুষ থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। থ্যালাসেমিয়া বাহকদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে প্রতি বছর নতুন করে ৭ হাজার থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর জন্ম হচ্ছে। থ্যালাসেমিয়া রোগীরা প্রতি মাসে এক থেকে দুই ব্যাগ রক্ত গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। চিকিৎসা না করা হলে এ রোগীরা রক্তশূন্যতায় মারা যায়।

ব্যাগ ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ মে ঃ ফের মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরের সামনে থেকে রোগীর ব্যাগ কেপমারির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে অসহায় ওই মহিলা তার দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পুলিশ ক্যাম্পে কেপমারির ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাউত গামের বাসিন্দা শিউলি খাতুন তার দুই নাবালক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন মালদা মেডিকেল কলেজের আউটডোরের ডাক্তার দেখাতে। তার ছেলের ভাঙ্গা পায়ের চিকিৎসা করাতে আসেন তিনি। আউটডোরের সামনে দুই নাবালক ছেলে-মেয়ের হাতে ব্যাগ ধরিয়ে বাথরুমে যান তিনি। সেই সময় অচেনা কোন এক মহিলা ওই শিশুদের হাত থেকে ব্যাগটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। শিউলী খাতুন জানিয়েছেন, তার ব্যাগে দুটি মোবাইল, সচিত্র পরিচয় পত্র সহ জরুরী কাগজপত্র ছিল এবং কয়েকশো টাকা ছিল। যা কেপমারি হয়ে গিয়েছে। এদিকে মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের কেপমারির ঘটনায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে রোগী ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে। ওই এলাকায় সর্বত্র সিসি ক্যামেরা বসানোরও দাবি জানিয়েছেন রোগীদের আত্মীয়েরা। যদিও পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ ক্যাম্পের অফিসারেরা।

প্রচুর পরিমানে চোলাই উদ্ধার বর্ধমানের বিজয়রামে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ মেঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে, বর্ধমান সদর থানা এবং জেলা আবগারি দপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় চোলাই মদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হয় সোমবার। বর্ধমান শহর লাগোয়া ৫ কিলোমিটার দূরে বিজয়রামে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমান চোলাই মদ, চোলাই তৈরীর উপকরণ এবং কেমিক্যাল জাতীয় লিকুইড পাওয়া গেছে বলে আবগারি সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। অভিযানের খবর পেয়ে এলাকার একটি পুকুরের জলে চোলাই মদ তৈরীর বড় বড় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি ফেলে দেওয়া হয়েছিল যা উদ্ধার করেন আবগারী ও পুলিশ কর্মীরা। জেলা আবগারি সূত্রে জানা গেছে এদিন অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭০ লিটার চোলাই মদ, ৬৫৪০ লিটার চোলাই তৈরীর কাঁচা মাল বা ফার্মান্টেড ওয়াস উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও চোলাই তৈরীর জন্য ব্যবহৃত ৫টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চোলাই রাখার উপকরণ হিসাবে থাকা বেশ কিছু প্লাস্টিকের জার নষ্ট করে দেওয়া হয়। যদিও এদিন শেষ পাওয়া খবর অবধি কাউকে গ্রেফতার করা যায় নি বলেই জানা গেছে। এলাকায় আর কোথাও চোলাই তৈরী হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে পাঁচটি এলাকাকে নজরবন্দী করা হয়। কেসরা পাড়া, আদিবাসী পাড়া, কোঁড়া পাড়া, মালির মাঠ সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় কোথায় কোথায় বেআইনি চোলাই মদ তৈরি হয় কিম্বা কোথায় মদের আসর বসে এই সমস্ত বিষয়টি ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হয়। এলাকা চারিদিক থেকে সীল করে দেয় পুলিশ। আরও চোলাই মদ কিম্বা তা তৈরীর উপকরণ একাকায় রয়েছে কিনা তদন্ত করছে জেলা আবগারি দপ্তর ও বর্ধমান সদর থানা। উল্লেখ্য, জেলায় চোলাই মদের অবৈধ কারবার বন্ধ করতে তৎপর রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা আবগারি দপ্তর। জেলার যে সমস্ত জায়গায় চোলাই মদ তৈরীর প্রবণতা রয়েছে ওই জায়গাগুলিতে নিয়মিত জেলা পুলিশের সাহায্য নিয়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। বর্ধমান শহর লাগোয়া বিজয়রামে চোলাই তৈরীর একটা প্রবণতা রয়েছে। এখানে বারংবার অভিযানও চালায় জেলা আবগারি দপ্তর।

KUSUMDA GRAM PANCHAYAT
Mundamari, Pingla, Paschim Medinipur

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. WB/PMZP/PINGLA/KUS/NIET- 211-214/2023-24
Memo No. 427/15th CFC Dated: 02/05/2023

The Pradhan, Kusumda Gram Panchayat invites e tenders for 03 Nos Construction of Concrete Covered drainage Channel work & 01 No. Installation of submersible pump under (15th CFC Tide Fund) Pingla Block. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of website https://wbtenders.gov.in on and from 04/05/2023 (Thursday) at 10.00 hrs. to 10/05/2023 (Wednesday) at 17.30 Hours.

Sd/- Pradhan,
Kusumda Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra, Dist: Purulia
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 171(3)/JJ-IGP/2023 Date: 08/05/2023
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-04/2023-24

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https:wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 08/05/2023 10 am to 16/05/2023 4 PM.** 2. Date and time of Bid Submission: **from 08/05/2023 6 PM to 16/05/2023 5 PM.** 3. Date and time of Bid Opening: **18/05/2023 at 4:30 PM.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: FUSRABAID, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: 2295 /JJIIGP/2023 dt. 04/05/2023
NITe No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-IIGP/NIT(e)-02/2023-24

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/ Sale: **from 08/05/2023 12 pm to 16/05/2023 5 pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 08/05/2023 12 pm to 16/05/2023 5 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **19/05/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.

Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

নং. ০০১ / ডিএম / ২৩-২৪ তারিখ ঃ ০৬.০৫.২০২৩

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ডিএম), হাওড়া পৌর নিগম আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে মেশিনারি ও শ্রমিক যোগান ঝড়, সাইক্লোনে পড়া গাছ কাটা, সরানো ও তুলে ফেলার কাজের জন্য আপৎকালীন ভিত্তিতে ৬ মাসের জন্য জোন-১, জোন-২, জোন-৩ (ওয়ার্ড নং.-১ থেকে ৫০), অধীন এইচএমসি প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ / www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

২৪(১)/ ২৩-২৪ ০৮.০৫.২০২৩

বৈঙ্ক ऑफ इंडिया BOI Bank of India

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি বিভাগ
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর-১
বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

কুরিয়র / রেজিস্টার্ড পোস্ট এ / ডি মাধ্যমে

অ্যানেক্সার-এ

থেকে
চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
প্রতি
শ্রী অমিত সরকার ও শ্রীমতি অনিতা সরকার
ঠিকানা ঃ ১৮৭, কবি মুকুন্দ দাস রোড, রবীন্দ্রনগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৬৫

নোটিশ অধীন ১৩(২) সিকিউরিটাইজেশান অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশান অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২

১. আপনার তরফে অনুরোধের ভিত্তিতে, ব্যাঙ্ক আপনাকে অনুমোদন করেছে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা (গৃহ ঋণ) যার সর্বমোট মূল্যমান হল টাকা. ১৩,০৮,৩৭৫.০০ (তেরো লক্ষ আট হাজার তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)। নোটিশের তারিখ অনুসারে আমরা এখানে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা এবং এর অধীনে বকেয়াগুলির বিবরণ দিচ্ছি ঃ

সুবিধার ধরণ	অনুমোদন সীমা	বকেয়ার পরিমান (টাকা.)
গৃহঋণ অ্যাকা. নং. ৪১৪১৭৫১১০০০০০৮৬	টাকা. ১৩,০৮,৩৭৫.০০	টাকা. ১২,৭৪,২৯৪.৭৬৩০.০৪.২০২৩ তারিখে সঙ্গে প্রযোজ্য হিসাবে অপরিবর্তিত সুদ

২. ২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ / বন্ধকী দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে (ব্যাঙ্কে বন্ধকী সম্পত্তি / সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ) ঃ ক. ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী বসবাসের ফ্ল্যাট রয়েছে **শ্রী অমিত সরকার ও শ্রীমতি অনিতা সরকার নামে** যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-দিঘলা, থানা-দমদম, সিএস / আরএস এবং এলআর দাগ নং. ৩৩, ৩৪, ৩৭ ও ৩৮, সিএস খতিয়ান নং. ৫৭৯, আরএস খতিয়ান নং. ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৬৮১, জেএল নং. ১৮, আরএস নং. ১৬১, তৌজি নং. ১৬৩/৬৩, ১৭৩, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনস্থ, 'শুভম রেসিডেন্সি', ফ্ল্যাট নং. ৪এফ, চতুর্থ ফ্লোর, পূর্ব দিকে, পরিমাপ সুপার বিল্ট এলাকা-৪৭৫ ব.ফু. কম বা বেশি, হোল্ডিং নং. ১৯৫, কবি মুকুন্দ দাস রোড, ওয়ার্ড নং.২, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন কোড-৭০০ ০৬৫।

৩. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধাগুলির অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি করেছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশনা / নির্দেশাবলী অনুসারে ৩০.০৪.২০২৩ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।

৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরের উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে ব্যাঙ্কে টাকা পরিশোধ করার মাধ্যমে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে নিস্পন্ন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি টাকা. ১২,৭৪,২৯৪.৭৬ (বারো লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত নিরানব্বই টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ৩০.০৪.২০২৩ তারিখে হিসাবে প্রযোজ্য হিসাবে আনচার্জড ইন্টারেস্ট এবং আপনার দ্বারা ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এই নোটিশের তারিখ থেকে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ঝুঁকিতে খরচ এবং ফলাফল হিসাবে ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যবহার করব সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ দ্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা সুদ আইন, ২০০২ মোতাবেক।

৫. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের করা খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পুণরুদ্ধার করার মাধ্যমে আপনার উপরোক্ত দায় পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে গুরুত্বসহকারে মনে রাখবেন যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের খালাসের অধিকার শুধুমাত্র পাবলিক নিলাম, লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের চুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা সরকারি বা বেসরকারি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হবে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং / অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে উল্লিখিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি যার মধ্যে আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ সহ বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল / আদালতে আইনি / পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা দায়ের করা সহ।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উল্লিখিত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি এই নোটিশে উল্লেখিত কোনও সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় স্থানান্তর করা থেকে বিরত থাকবেন।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে প্রদান করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত
চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তারিখ ঃ ০২.০৫.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৫১৩, তারিখ: ৫.৫.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রমিক নং. ১; টেন্ডার নং.; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য নিম্নরূপ: ১; ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৩১; এসএসই/জি/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রের অধীন "হাওড়া-হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ব্যতীত) সোলার রুফ-টপ/ শেড-টপ প্লান্ট স্থাপন" কাজ সম্পর্কিত ১১২৫ কেডব্লুপি অন-গ্রিড সোলার প্লান্ট স্থাপন; ₹৫,১৪,৫৫,৬০৭.৫০। ২; ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৩২; এসএসই/জি/ব্যান্ডেল-এর অধিক্ষেত্রের অধীন "হাওড়া-হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ব্যতীত) সোলার রুফ-টপ/ শেড-টপ প্লান্ট স্থাপন" কাজ সম্পর্কিত ৪৫০ কেডব্লুপি অন-গ্রিড সোলার প্লান্ট স্থাপন; ₹২,০৫,৭৭,৮৪৪। ৩; ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৩৩; এসএসই/জি/বর্ধমান-এর অধিক্ষেত্রের অধীন "হাওড়া-হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ব্যতীত) সোলার রুফ-টপ/শেড-টপ প্লান্ট স্থাপন" কাজ সম্পর্কিত ১৫৫ কেডব্লুপি অন-গ্রিড সোলার প্লান্ট স্থাপন; ₹৭০,৮৭,৯২৪.৭০। ৪; ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৩৪; এসএসই/জি/রামপুরহাট-এর অধিক্ষেত্রের অধীন "হাওড়া-হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ব্যতীত) সোলার রুফ-টপ/শেড-টপ প্লান্ট স্থাপন" কাজ সম্পর্কিত ১৯৭ কেডব্লুপি অন-গ্রিড সোলার প্লান্ট স্থাপন; ₹৮৯,১৭,০৬৫.৩০। ৫; ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৩৫; এসএসই/জি/কাটোয়া-এর অধিক্ষেত্রের অধীন "হাওড়া-হাওড়া ডিভিশনে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ব্যতীত) সোলার রুফ-টপ/শেড-টপ প্লান্ট স্থাপন" কাজ সম্পর্কিত ২৭৫ কেডব্লুপি অন-গ্রিড সোলার প্লান্ট স্থাপন; ₹১,২৫,৭৫,৫৪৮.৫০। **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা):** ইআইআরইপিএস পোর্টাল অনুযায়ী (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৬ মাস (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য) এবং ৪ মাস (ক্রমিক নং. ৪ ও ৫ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ৩০.৫.২০২৩ তারিখ বিকাল ৩টায় (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার আহ্বান নোটিশে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ যদি কোন কারণবশত ছুটির দিন/বন্ধ/হরতাল ঘোষিত হয় তবে অনলাইন টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখে কোন পরিবর্তন হবে না, কেননা আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট আবেদন টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ের পর অন্য কোন প্রস্তাব জমা নেওয়ার অনুমতি দেই। তথাপি, অনলাইন টেন্ডারগুলি টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ের পরে খোলা সুবিধাজনক দিনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের প্রস্তাব অনলাইন জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(HWH-43/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন- @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e – Tender Notice

e-Quotation is invited for works as follows :
Name of work:- Emergency repairing of the existing old HPSV Flood light fittings at the underdeck of A.J.C Bose Road flyover there on under HRBC.
Tender ID-2023_HRBC_526061_1
e-NIQ No. HRBC/JPM(E)/NIQ/06/23-24
Last date of submission of bid (online) is 16.05.2023 up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Corrigendum notice & **2nd Call of e-Nit No-04/Pradhan, Chingani Gram Panchayat/2023-2024** vide **Memo No-514/CH/15 th FC(tied)/ 2023-2024 dt. 08.05.2023.** All other information regarding said eNIeT will be available for **chiganigp.onda2020@gmail.com** Office of the undersigned. Date of Publishing tender-**08.05.2023,** Closing Date of Technical & Financial Bid-**16.05.2023.**

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

INVITING TENDER NOTICE

Undersigned is inviting Tender notice towards **NIT No. 03/Dev/EO/Pur/2023-24 Date. 03.05.2023.** Last date of submission of tender is **up to 5:00 pm., 12.05.2023** and will be opened **on 15.05.2023 at 11:00 a.m.** For details pl. contact to the office of the undersigned or visit the website **http:// wbtenders.gov.in**.

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

Government of West Bengal
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura,
Purulia, Pin-723148
e-mail id:
ladhurkagp@gmail.com
NIeT No. E-NIT-04/LGP/2023-24,
Date: 04/05/2023

Ladhurka GP, Hura Dev. Block, Purulia invites e-tender from the bonafide contractors/suppliers for various schemes in 15th FC Untied 2022-23. Bid submission date **from 08.05.2023 at 10 AM up to 16.05.2023 at 06 PM.** Opening of Bid on **19.05.2023 at 9 AM.** For details contact at GP Office or visit website **http://wbtenders.gov.in**.

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/372
Name of Work : **Desilting of channels and removing of SILT and Mud, dewatering with allied works beside northern side of Santoshpur Road and Pond No.1 of GRWW Sludge Pond Area.** Estimated Amount : **Rs.2,51,121.00.** Earnest Money : **Rs.5,022.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **27.05.2023 at 1 p.m./ 29.05.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The D.Y. C.E (E)/(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/S_D/KASBA/11/2023-24 (1st Call)
Name of Work : **Lifting, checking, dismantling for removal of sludge and clogged materials including re-fitting, commissioning with other allied works of duct foot bend type submersible pumps at KMPS and Kasba drainage pumping station.** Estimated Amount : **Rs.1,52,530.00.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.** Period of Completion : **120 days.**

2. NIT NO. : KMC/S_D/D/10/2023-24 (1st Call)
Name of Work : **Engagement of diver at different pumping stations under DLPS during monsoon period for removal of submerged clogged and floating materials from the pump casing and sump chamber.** Estimated Amount : **Rs.2,97,796.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **153 days.**

3. NIT NO. : KMC/S_D/KMPS/07/2023-24 (2nd Call)
Name of Work : **Restoration of restricted incoming flow by lifting and repairing with replacement of essential components of C.I. penstock gate no.3 at the main intake line of Kamdahari drainage pumping station.** Estimated Amount : **Quoted Amount.** Earnest Money : **2% of quoted amount.** Period of Completion : **14 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **16.05.5023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 16.05.2023 at 6 p.m. (for Sl.No.3).** The Bid forms and other details are available on and from **08.05.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen. **(for Sl.No. 1 to 3).**

The Dy. Ch. Engr.(Mech)/(Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/ASPH/TRKGORA-13/2022-23 (1st Call).
Name of Work : **Development of roads surface at Sabuj Park from Premise NO.1418 to 1301 in Ward No.125, Br.-XVI under roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,95,336.63.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

2. NIT NO. : KMC/ASPH/TRKGORA-12/2022-23 (1st Call).
Name of Work : **Development of roads surface at Talpukur Road in Premise No.427/25 and surrounding area in Ward No.126, Br.-XVI under roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,98,938.18.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **12 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **23.05.2023 at 1 p.m. (for Sl.No.1) and 24.05.2023 at 1 p.m. (for Sl.No.2).** The bid forms and other details are available on and from **16.05.2023 after 1 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

Controlling Officer/EWS invites e-Tender for the under mentioned work :-

NIT NO. : KMC/EWS/MISC/NZ/01/2022-23
Name of the Work : **Clearing of condemn materials under electric shop at EWS.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Last Date and Time of Submission of Bid (online) : **23.05.2023 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.05.2023 at 4.30 p.m.** from the website **http://etender.wb.nic.in**

Executive Engineer(E)/LTG/Z-III, KMC invites tender online two part Bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/05
Name of work : **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident & public safety under Br.-IX.** Estimated Amount : **Rs.1,87,583.84.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion : **214 days.** Last Date and time of Completion of Bid : **18.05.2023 upto 2 p.m.** Tender opening Date : **19.05.2023 at 2 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **08.05.2023 from 2 p.m.** Website : **https://etender.wb.nic.in**

Corrigendum

NIT NO. KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/23-24/02 published in this Newspaper **(Key No.88/23-24) on 29/04/2023.** Bid submission closing date extended upto **15.05.2023 at 2 p.m.** instead of 06.05.2023 at 2 p.m. and date of opening of Technical Bid extended upto **17.05.2023 at 2 p.m.** instead of 08.05.2023 at 2 p.m.

NIT NO. KMC/CMHO/04/2023-24 published in this Newspaper on **05/05/23 (Key No.104/23-24) of Health Department.** Last date of submission of bid will be read as **18/5/2023** instead of 13/5/2023 and other details are available on and from **8/5/2023** instead of 04/05/2023 from the website **https://etender.wb.nic.in**

112/23-24

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

CIN : L17114WB1999PLC089148
রেজিস্টার অফিস ও কারখানা ঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০০২৪
ফোন ঃ +৯১ ৩৩ ২৪৮৯ ৩৪৭২, ২৪৬৯ ৭৮২৫
সিটি অফিস ও শেয়ার বিভাগ ঃ ৯/ ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১
ফোন ঃ +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩/ ২২৪২ ৯৪৫৪
ওয়েবসাইট ঃ www.kesoramtextiles.in
ইমেল ঃ sharedepartment@kesoramtextiles.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে কোম্পানির ২৪তম বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে **সোমবার ৫ জুন, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং **(ভিসি)** / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে **(ওএভিএম)** অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য বন্দেশ্ববস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ধারা যা রয়েছে এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পঠিত **এমসিএ** এবং **সেবি** সার্কুলার, সদস্যদের কোন একক স্থানে উপস্থিতি ছাড়াই।

এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ পাঠানো হবে ইলেকট্রনিক মোডে সেই সকল সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি / ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে। সদস্যরা আরও দেখুন নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.kesoramtextiles.in, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ওয়েবসাইটে-www.cse-india.com এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-www.evotingindia.com।

সদস্যরা এজিএমে অংশ নিতে পারবেন ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে কেবলমাত্র, যার বিস্তারিত প্রদান করা হবে সভার নোটিসে। সদস্যরা সভায় যোগদান ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বিবেচিত হবে কোরাম হিসাবে যা অধীন সেকশান ১০৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩।

যে সকল সদস শেয়ার ধরে রেখেছেন ডিম্যাট ফর্মে, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে আপডেট করাতে নিজেদের ইমেল ঠিকানা নিজেদের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে (ডিপি) এবং যারা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে, যারা এখনও রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ইমেল পাঠাতে আরটিএ-তে ভায়া এমসিএ শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লি. mcssta@rediffmail.com উল্লেখ করে সদস্যদের নাম, ফোলিও নং. সঙ্গে স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ড কপি ১২ মে, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা (আইএসটি) পূর্বে এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে সঙ্গে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে **শুক্রবার, ৩ জুন, ২০২২ সকাল (৯.০০ ঘটিকা আইএসটি) থেকে সোমবার ৬ জুন, ২০২২ (বিকাল ৫ ঘটিকা আইএসটি)।** রিমোট ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল বন্ধ করে দেবে ভোটদান মেয়াদের পর। যে সদস্যরা ভোট দেবেন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম আলোচনার পূর্বে তারা অংশ নিতে পারবেন এজিএমে কিন্তু পুণরায় তারা ভোট দিতে পারবেন না এজিএমে। যদি কোন ব্যক্তি সদস্য হয়ে থাকেন কোম্পানির সভার নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে থাকেন **কাট-অফ তারিখ ২৭ মে, ২০২২ তারিখের পর,** নিজেদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি জানুন যা দেওয়া রয়েছে এজিএম নোটিসে।

যে সকল সদস্য শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে তাদের অনুরোধ আপডেট করাতে নিজেদের প্যান, কেওয়াইসি (ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্বাক্ষর ইত্যাদি) এবং নমিনেশান তথ্যাবলী আবশ্যিক অধীন সেবি সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / এমআইআরএসডি-পি-০ডি-১/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/৩৭ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০২৩ নিজেদের ফোলিও বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেতে ১ অক্টোবর, ২০২৩ এর পর।

অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত ধারা ১০৬ কোম্পানি আইন, ২০১৩ প্রযোজ্য ধারা সমূহ এবং ধারা ৪৪ সেবি (এলওআরডি) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি প্রদান করছে ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) সিডিএসএল দ্বারা সকল সদস্যদের নিজেদের ভোটদান করার জন্য আলোচ্যসূচিতে যার উল্লেখ করা কোম্পানির রয়েছে ২৪তম এজিএম নোটিসে। রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে বৃহস্পতিবার ৩০ মে, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে রবিবার ৪ জুন, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)। আরও, কোম্পানি প্রদান করবে ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করার সুবিধা সভা চলাকালীন। এজিএম পূর্বে / এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রদান করা হবে এজিএম নোটিস। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর নিয়োগ করেছেন শ্রী অনিল দূবে (সি.পি. নং. ১২৫৮৮), অনুশীলনরত কোম্পানি সচিবকে পরীক্ষক হিসাবে পরীক্ষা করতে সভাস্থলের ভোটদান এবং ই-ভোটিং পদ্ধতি স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে।

কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ থাকবে মঙ্গলবার ৩০ মে, ২০২৩ থেকে সোমবার ৫ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) এজিএমের জন্য।

যদি কোন সদস্য ইচ্ছুক থাকেন বার্ষিক প্রতিবেদনের ছাপানো কপি পেতে, তাহলে কোম্পানি সদস্যদের ব্যক্তিগত আবেদনের ভিত্তিতে তা প্রেরণ করবে।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /-
অভিজিৎ চ্যাটার্জি
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৮ মে, ২০২৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

গুগুল-এ ব্লু টিক, টাকা দিয়ে ইমেলে পান চেক মার্ক

ট্যুইটারের পরে এবার গুগুল। এখন থেকে প্রেরকের নামের পাশে একটি নীল চেকমার্ক প্রদর্শন করার কথা ঘোষণা করেছে। এই নিয়ম চালুর পিছনে তাঁদের দাবি এর মাধ্যমে তাদের পরিচয় যাচাই করা যাবে এবং স্ক্যামের সংখ্যা হ্রাস করতে তাঁরা সক্ষম হবে। এই পরিষেবাটি এই মুহূর্তে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। ২০২১ সালে, কোম্পানিটি প্রথমে Gmail - এ ব্র্যান্ড ইন্ডিকেটর ফর মেসেজ আইডেন্টিফিকেশন (BIMI) চালু করেছিল। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার জন্য প্রেরকদের শক্তিশালী প্রমাণ ব্যবহার করতে হবে এবং ইমেলে একটি ব্র্যান্ড লোগোকে অবতার হিসাবে প্রদর্শন করার জন্য তাদের ব্র্যান্ড লোগো যাচাই করতে হবে। সংস্থা আরও জানিয়েছে, 'এই বৈশিষ্ট্যটির উপর ভিত্তি করে, ব্যবহারকারীরা এখন বিআইএমআই গ্রহণকারী প্রেরকদের জন্য একটি চেকমার্ক আইকন দেখতে পাবেন। এটি ব্যবহারকারীদের বৈধ প্রেরক বনাম ছদ্মবেশী প্রেরকের মধ্যে বার্তা সনাক্ত করতে সহায়তা করবে'। বৈশিষ্ট্যটি রোল আউট করা হয়েছে এবং সমস্ত Google Workspace গ্রাহকদের পাশাপাশি লিগ্যাসি G Suite বেসিক এবং ব্যবসায়িক গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত Google অ্যাকাউন্টের ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। যেসব কোম্পানি BIMI গ্রহণ করেছে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেকমার্ক পাবে। সংস্থা জানিয়েছে, 'শক্তিশালী ইমেল প্রমাণীকরণ ব্যবহারকারীদের এবং ইমেল সুরক্ষা সিস্টেমগুলিকে স্প্যাম সনাক্ত করতে এবং বন্ধ করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি প্রেরকদের

তাদের ব্র্যান্ডের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম করবে'। তাঁরা আরও জানিয়েছে যে, 'প্রত্যেকের জন্য একটি ভাল ইমেল ইকোসিস্টেম তৈরি করার মাধ্যমে, এটি ইমেলের উৎসগুলির উপর আস্থা বাড়াবে এবং পাঠকদের একটি ইমার্সিভ অভিজ্ঞতা দেবে'। প্ল্যাটফর্মে এলন মাস্ক সমস্ত লিগ্যাসি ব্লু ব্যাজগুলি সরিয়ে দেওয়ার পরে ব্লু চেক মার্কটি Google-এ এসেছে এবং এখন ব্লু টিকগুলির জন্য পৃথক ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৯০০ টাকা (বছরে ৯৪০০ টাকা) এবং গোল্ড টিকগুলির জন্য সংস্থাগুলি থেকে ১,০০০ ডলার চার্জ করা হবে। মেটা ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকের জন্য প্রতি মাসে অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা টেস্ট করছে। ওয়েবে ১১.৯৯ ডলার এবং মোবাইলে প্রতি মাসে ১৪.৯৯ ডলার নিচ্ছে তাঁরা। এর সিইও মার্ক জুকারবার্গ ঘোষণা করেছেন যে 'মেটা ভেরিফাইড' অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীদের একটি যাচাইকৃত ব্যাজ, প্ল্যাটফর্মে দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি, অগ্রাধিকারভিত্তিক গ্রাহক সহায়তা এবং আরও অনেক কিছু প্রদান করবে। বৈশিষ্ট্যটি ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে চালু করা হয়েছিল এবং 'শীঘ্রই' আরও অনেক দেশে পৌঁছাবে।

বলয় হারাচ্ছে শনি! মহাজাগতিক ইতিহাসে বড় পরিবর্তনের আশঙ্কা

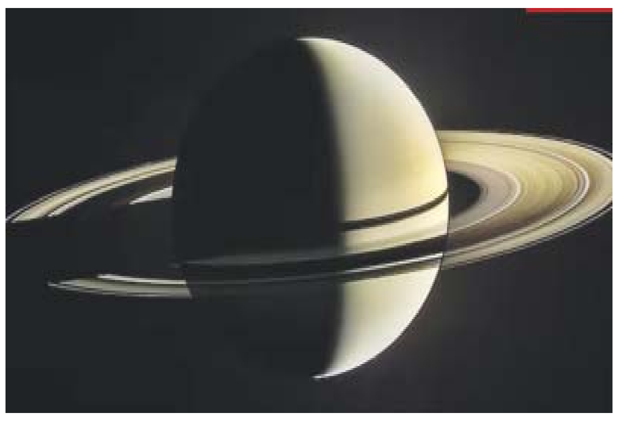

সৌরমণ্ডলের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। বিশালত্ব কিংবা ব্যতিক্রমী সব গুণই রয়েছে পৃথিবী থেকে দেড় বিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত শনি গ্রহে। হাবল টেলিস্কোপ কিংবা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে শনির ওপর নজর রাখা গেলেও শনিতে প্রবেশের দুঃসাহস দেখাননি বিজ্ঞানীরা। কারণ শনির 'আইকনিক বলয়'। শনিকে বেষ্টন করে যে বলয় রয়েছে তা শনিকে গ্রহমণ্ডলে এক নিজস্বতা দিয়ে রেখেছে। দূর থেকে আদতে যা দেখতে বলয় মনে হয় তা কিন্তু ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ খণ্ড খণ্ড পাথরের ঘূর্ণন অবস্থা। শনির মাধ্যাকর্ষণে বলয় আকারে কোটি কোটি পাথরখণ্ড ঘুরে চলেছে অবিরাম যা এমন বলয়ের মতো দেখায়। সেই বলয় ভেদ করে শনিতে প্রবেশের ক্ষমতা পৃথিবীর বিজ্ঞানের হয়নি। কিন্তু এবার সেই বলয়ই হারিয়ে যাচ্ছে! ধীরে ধীরে বলয়টি যেন অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। বলয়ের যে ঘনত্ব ছিল তা অনেকটাই কমেছে বলে মত বিজ্ঞানীদের। ডঃ জেমস ও'দোনোঘু একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তাঁরা এই বলয় হ্রাসের কারণ খুঁজতে ব্যস্ত বর্তমানে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শনির বলয় শনির নিজস্ব। কোনও বহির্বিশ্বের প্রভাব সেখানে নেই। প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছর পুরোনো এই কাঠামো। কিন্তু কেন তা অদৃশ্য হচ্ছে হঠাৎ করে সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। এর উত্তর পেতে অবশ্য মহাকাশবিজ্ঞানীদের ভরসা অত্যাধুনিক মানের টেলিস্কোপ জেমস ওয়েবের ওপর। সম্প্রতি ব্ল্যাক হোলের ছবি পাঠিয়ে বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল এই টেলিস্কোপ। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন শনির বলয়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না সে বিষয়টিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিচ্ছে। শনি গ্রহের এই বলয় মূলতঃ ধূলিকণা, পাথরের টুকরো এবং বরফের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি । ব্যাস প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল। এই দীর্ঘ প্রথম অতিক্রম করে মিথেন গ্যাসের ভাণ্ডার শনিতে মানুষের পদধূলি পড়েনি। তবে মিশন পায়োনিয়র-১১, ভয়েজার ১-২, ক্যাসিনির মতো নভোযান পাঠানো হয়েছিল আগে।

হোয়াটসঅ্যাপের নতুন আপডেট, এবার একই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করুন একাধিক ডিভাইসে

হোয়াটসঅ্যাপ অবশেষে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্যই তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি চালু করেছে। একাধিক ডিভাইসে একটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করার কথা ঘোষণা করেছে তারা। হোয়াটসঅ্যাপ এখন ব্যবহারকারীদের একাধিক ফোনে একটি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করতে এবং একই সময়ে সবগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত, হোয়াটসঅ্যাপ শুধুমাত্র ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপের সঙ্গে মোবাইল ফোন লিঙ্ক করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ আপডেটের সঙ্গে, এটি পরিবর্তন হতে চলেছে। হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, 'গত বছর, আমরা একই স্তরের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা বজায় রেখে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের জন্য তাদের সমস্ত ডিভাইসে নির্বিঘ্নে বার্তা

পাঠানোর ব্যবস্থা চালু করেছি। আজ, আমরা একই WhatsApp অ্যাকাউন্ট একাধিক ফোনে ব্যবহার করার বৈশিষ্ট চালু করে আমাদের মাল্টি- ডিভাইস অফারটিকে আরও উন্নত করছি'। আপনি এখন আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টকে চারটি ডিভাইসে একসঙ্গে সিঙ্ক করতে পারেন, ঠিক যেভাবে আপনি এটিকে ওয়েব ব্রাউজার, ট্যাবলেট এবং ডেস্কটপের সঙ্গে লিঙ্ক করেন। লিঙ্ক করার প্রক্রিয়াটি একই রকম ঠিক যেভাবে আপনি আপনার WhatsApp অ্যাকাউন্টকে বিভিন্ন ডিভাইসে সংযুক্ত করেন। এর মানে হল যে আপনার যদি দুটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা আইফোন থাকে, আপনি একই সময়ে একটি আইফোন এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড উভয় ক্ষেত্রেই আপনার WhatsApp অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপকে একাধিক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে কীভাবে লিঙ্ক করবেন সেই সম্পর্কে এখানে একটি ধাপে ধাপে নির্দেশিকা রয়েছে।

চণ্ডীগড়ে বায়ুসেনার ঐতিহ্য কেন্দ্র দেশকে উৎসর্গ করলেন রাজনাথ

চন্ডীগড়, ৮ মে ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার চন্ডীগড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার ঐতিহ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। বায়ুসেনার ঐতিহ্য কেন্দ্র দেশকে উৎসর্গ করার পর টুইট করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই চমকার প্রয়াস ভারতীয় বায়ুসেনার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষায় সাহায্য করবে এবং সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের জন্য তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে। এদিন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিত ও বায়ুসেনা প্রধান ভি আর চৌধুরীর উপস্থিতিতে বায়ুসেনার ঐতিহ্য কেন্দ্র দেশকে উৎসর্গ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ঐতিহ্য কেন্দ্র ঘুরেও দেখেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করে জানিয়েছেন, সোমবার চণ্ডীগড়ে ভারতের প্রথম বায়ুসেনা ঐতিহ্য সেন্টারটি দেশকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই কেন্দ্রটি বায়ুসেনাতে যারা কাজ করেছেন তাঁদের সাহস এবং উসর্গের একটি প্রমাণ এবং দেশকে রক্ষায় তাঁদের অমূল্য অবদানের একটি অনুস্মারক। ১৭ হাজার বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত এটি ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম হেরিটেজ কেন্দ্র এবং ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং কার্গিল যুদ্ধ এবং বালাকোট বিমান হামলায় ম্যুরাল এবং স্কেল মডেলের মাধ্যমে এর ভূমিকা চিত্রিত করা হয়েছে।

আদালতকে অপমান করছে আম আদমি পার্টি ঃ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৮ মে ঃ আম আদমি পার্টির (আপ) বিরুদ্ধে আদালতকে অসম্মান করার অভিযোগ তুলল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। অভিযোগ, আপ জামিনের আদেশের বরাত দিয়ে মদ নীতি কেলেঙ্কারিতে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া পুরো মামলার একজন সহ-অভিযুক্ত এবং আদালত তাঁর জামিন আদেশে লিখেছেন, জামিন পাওয়া দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিসোদিয়ার উপকার করার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা গৌরব ভাটিয়া সোমবার দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, শুধুমাত্র একটি জামিন আদেশের ভিত্তিতে আম আদমি পার্টি বলছে যে দিল্লির মদ নীতি কেলেঙ্কারি কিছুই নয়। জামিনের আদেশ আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। আদালত কাউকে দোষ থেকে অব্যাহতি দেয়নি বা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধারাগুলিও সরানো হয়নি। কিন্তু আপ পার্টি এমনভাবে তুলে ধরছে যেন মদ কেলেঙ্কারি কিছুই নয়। ভাটিয়া বলেন, রাজেশ যোশী এবং গৌতম মালহোত্রার জামিনের আদেশে লেখা আছে যে এই মামলায় সহ-অভিযুক্ত মণীশ সিসোদিয়ার পক্ষে তাদের উভয়ের কোনও সুবিধার প্রমাণ নেই, তাই আদালত তাদের জামিন দিয়েছে। মানে সিসোদিয়া মামলায় যুক্ত। সিসোদিয়ার জামিনের আবেদন বারবার খারিজ করা হচ্ছে। তিনি এ মামলার অভিযুক্ত। সুপ্রিম কোর্টও তাদের স্বস্তি দেয়নি।

ইম্ফল-কলকাতা বিমান ভাড়া আকাশছোঁয়া, তাতেও চাহিদা তুঙ্গে

ইম্ফল, ৮ মে ঃ মণিপুরে অশান্তির জেরে ইম্ফল থেকে কলকাতা বিমান ভাড়া একলাফে বেড়েছে অনেকটা। তাতেও ইম্ফল বিমানবন্দরে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রব। মাথাপিছু ইম্ফল- কলকাতা ভাড়া হয়েছে ২২,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে, স্বাভাবিক দামের থেকে ছয় থেকে আট গুণ বেশি। সোমবার বিশেষ সূত্রের খবর, ক্রমেই বাড়ছে এই হার। গত সপ্তাহে হিংসা শুরু হওয়ার পর থেকে, সেখানে অবস্থানকারী কলকাতাবাসীদের মণিপুর ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠেছে। ইম্ফল বিমানবন্দরের বাইরে হাজার হাজার যাত্রী অপেক্ষায় থাকায়, ইম্ফল এবং কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী বিমান সংস্থাগুলি বলেছে যে তাদের কলকাতাগামী সমস্ত উড়ানের আসন পূর্ণ। ট্রাভেল এজেন্টরা বলেছেন যে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বিমান ভাড়া কমার সম্ভাবনা নেই। কিছু বিমান সংস্থা বলেছে যে তারা চাহিদা মেটাতে অতিরিক্ত ফ্লাইট চালাচ্ছে। বেহালার একজন ব্যাঙ্ক আধিকারিক গত বছর থেকে ইম্ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি ইম্ফলের ইমা মার্কেটের সামনে থাকেন। সেখানে গত ক'দিনে তিনি দুটি হিংসাত্মক ঘটনা দেখেন। তাঁর কথায়, জনতা একটি

গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরের দিন, আমাদের বাড়ির ঠিক বাইরেই গুলি চালানো হয়। পরিস্থিতি ভীতিকর। পরের কয়েকদিন টিকে থাকার মতো যথেষ্ট খাবার ছিল। তাই দরজা-জানালা বন্ধ করে বাড়িতেই ছিলাম। শহরে এখনও ইন্টারনেট বন্ধ। তবে রবিবার কয়েক ঘন্টা বাজার এবং দোকান খোলা ছিল। জনসাধারণের চলাচল অনেকাংশে সীমিত। শুধুমাত্র যারা বিমানের টিকিট আছে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রবিবার তিনি বলেন, এখানে ইম্ফলের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ, এবং বাড়িতে ফেরা এবং নিরাপত্তা নিয়ে আমার পরিবার চিন্তিত। আমাকে তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলছে। বিমানের ভাড়া এখন সর্বোচ্চ। কলকাতা এবং গুয়াহাটির প্রায় সমস্ত ফ্লাইট পূর্ণ। আমার কাছে পরের সপ্তাহে কলকাতার একটি নিশ্চিত টিকিট আছে। কিন্তু অন্য ফ্লাইটগুলি হয় পূর্ণ ছিল বা টিকিটগুলি খুব ব্যয়বহুল। রবিবার গুয়াহাটিতে বাড়ি উড়ে যান মণিপুরে বসবাসকারী আর এক বাঙালি। তিনি বলেন, শহর ছেড়ে যাওয়া যাত্রীদের এত ভিড় হয়েছে যে বিমানবন্দরটিকে একটি পাবলিক বাস স্ট্যান্ড বা রেলস্টেশনের মতো দেখায়, অনেক লোক তাদের ফ্লাইটের জন্য মেঝেতে বসে ঘুমাচ্ছে। এদিকে ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়াও আরও এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন মণিপুরে আটকে থাকা কলকাতার বাসিন্দারা। ইম্ফল-কলকাতার মধ্যে বিমান পরিষেবা প্রদানকারী উড়ান সংস্থা জানিয়েছে, তাদের বিমানের আর কোনও টিকিট নেই। বিমানবন্দরের বাইরেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। আগামী কয়েকদিনও পরিস্থিতি এরকমই থাকবে বলে জানানো হয়েছে। তবে এত চাহিদা দেখে ইম্ফল-কলকাতা রুটে বেশি সংখ্যক বিমান চালানোর পরিকল্পনা করেছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৪ ও ৬ মে-র মধ্যে ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে মোট ১০৮ টি বিমান চালানো হয়েছে। শনিবার ইম্ফল থেকে কলকাতা পর্যন্ত ইন্ডিগো দুটি বিশেষ বিমান চালিয়েছে। আর রবিবার একটি অতিরিক্ত এটিআর বিমান চালানো হয়েছে। প্রতিটি বিমানই একেবারে ঠাসা ছিল। মণিপুরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। সোমবার ১১ টি জেলায় আংশিকভাবে কার্ফু প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য প্রশাসন হিংসা বিজড়িত মণিপুর থেকে নিজেদের রাজ্যবাসীদের ফিরিয়ে আনতে তপর হয়েছে। এদিকে তপর হয়েছে বাংলার প্রশাসন। নবান্নে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এই কন্ট্রোলরুমের নম্বর ০৩৩ ২২১৪৩৫২৬ / ২২৫৩৫১৮৫। এখনও পর্যন্ত ১৮৫ জন নবান্নের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবল বর্ষায় বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত এনএফ রেল

মালিগাঁও, ৮ মে ঃ আসন্ন বর্ষাকালে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে মোকাবিলা করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অংশ ও অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর ইত্যাদির মতো উত্তর-পূর্বীয় রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৬৪০০ কিমি- এরও অধিক বিস্তৃত রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর বিগত কয়েক মাস ধরে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রেলপথে বর্ষাকাল বিশাল এক প্রত্যাহ্বান। প্রতি বছর ৭০০০ এমএম প্রবল বৃষ্টিপাতে আক্রান্ত তথা নিম্ন হিমালয়ান রেঞ্জের পাদদেশের কাছে জটিল ভূখণ্ডের মধ্যে অশান্ত জল প্রবাহের ধারায় গঠিত অঞ্চলে এই রেলওয়ে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বর্ষার স্বাভাবিক সময় হলো প্রত্যেক বছর মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত, অন্যদিকে লামডিং ডিভিশনে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয় বর্ষা। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও ভূমি ধসের জন্য বাঁধ খণ্ড বিখণ্ড হওয়া, ব্রিজের উপর দিয়ে জলের প্রবাহ বয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ট্র্যাকের সুরক্ষিত ও ভালো অবস্থা নিশ্চিত করতে একটি বিস্তারিত কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপোস না করা হয়। এই জন্য, রেলওয়ে ট্র্যাকের নিরাপত্তার লক্ষ্যে উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত কৌশল প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে উপকরণের বর্ষাকালীন সংগ্রহের পূর্বে নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিষ্কার করা, ব্রিজের ওয়াটার ওয়ের পরিষ্কার করা, ব্রিজে বিপদস্তর চিহ্নিত করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সমস্ত ধরনের প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের অধিক্ষেত্রের অধীনে বৃষ্টিপাতের ফলে কোনও ধরনের ত্রুটি যাতে না ঘটে তার জন্য ৬৪০০ কিমি-এরও অধিক ট্র্যাক নিরবচ্ছিন্ন নিরীক্ষণের জন্য পেট্রোলিং টিম নিয়োজিত করা হয়েছে। রেলওয়ে ট্র্যাক নিরাপদ রাখার জন্য টহলদারি মোতায়েন করা হয়েছে। এই টিমটি আবহাওয়া দপ্তরের জারি করা বৃষ্টিপাতের সতর্কতার উপর ভিত্তি করে টিমটি টহলদারি করে। টহলদারি করার জন্য নিয়োজিত কর্মীরা জিপিএস ট্র্যাকার, লুমিনাস জ্যাকেট, রেনকোট ও পৃথক ওয়াটারপ্রুফ ট্রাউজার, সুরক্ষামূলক হেলমেট, সুরক্ষামূলক জুতো, শক্তিশালী সার্চফ্ল্যাসলাইট ইত্যাদির মতো সর্বশেষ ও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত। এই টিম দিনরাত চব্বিশঘণ্টা ট্র্যাকে টহলদারি করে। ট্রেনের স্বাভাবিক চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন যে কোনও পরিস্থিতি সম্পর্কে নিকটতম স্টেশনে যাতে খবর দেওয়া যায় তার জন্য প্রত্যেকটি টহলদারি দলের জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টহলের পাশাপাশি ভূমিধস প্রবণ অঞ্চল, বিপদসীমার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়া ব্রিজ ইত্যাদিতে স্টেশনারি ওয়াচম্যানও নিয়োগ করা হয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে ব্রিজ ভেসে যায়, বাঁধ ভেঙে যায় ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে এবং সম্ভাব্য ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার করতে বোল্ডার, বালু, বালুর বস্তা, ব্রিজ ইত্যাদির বিভিন্ন প্রি-ফেব্রিকেটেড উপাদান ওয়াগনে লোড করা হয়েছে এবং কৌশলগত স্থানগুলিতে সেগুলি রাখা হয়েছে। যে কোনও প্রয়োজন পূরণ করতে ৭০০০ সিইউএম-এরও অধিক বোল্ডার, পাথর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ওয়াগনের মধ্যে লোড করে রাখা হয়েছে। এছাড়াও, প্রায় ২৭,৩০০ সিইউএম বোল্ডার, ১২৬০০ সিইউএম কোয়ারি ডাস্চ ও ৩০০০ সিইউএম সিল্ট বর্ষাকালীন সংরক্ষণ হিসেবে রাখা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস করা ও উপেক্ষা করা কঠিন, কিন্তু যে কোনও ধরনের আবহাওয়ায় সংযোগ ব্যবস্থা ও আমাদের সম্মানীয় যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্ষার সময়ে এই অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

সিসোদিয়ার মুক্তি এখনই নয়, ২৩ মে অবধি বাড়ল জেল হেফাজতের মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ৮ মে ঃ আবগারি নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র মামলায় আপাতত মুক্তি পাচ্ছেন না দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। সোমবার মনীশ সিসোদিয়ার জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ২৩ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকবেন মনীশ সিসোদিয়া। জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সোমবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল মনীশ সিসোদিয়াকে, প্রতিবারের মতো এবারও হাসি মুখেই আদালতে আসেন সিসোদিয়া। যদিও, তাঁকে স্বস্তি দিল না আদালত। আগামী ২৩ মে অবধি জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছেন এই নেতাকে।

বিমানবন্দর স্টেশনের সাথে বিমানবন্দর টার্মিনাল সংযোগকারী সাবওয়ের ডায়াফ্রাম ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

কলকাতা, ৮ মে ঃ শহরের বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। সম্প্রতি ভূগর্ভস্থ জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশন নির্মাণে একটি বড় মাইলফলক অর্জন করা হয়েছে। জয় হিন্দ স্টেশন থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর টার্মিনাল বিল্ডিং সংযোগকারী পাতাল রেলের ডায়াফ্রাম প্রাচীর ডিডব্লু- ৪০ এর নির্মাণ কাজ ০৩.০৫.২৩ সকালে শেষ হয়েছে। দৈর্ঘ্য- ১৭.৪০৫ মিটার, প্রস্থ- ৪.০০ মিটার এবং ওজন- ১৫ মেট্রিক টন বিশিষ্ট এই ডায়াফ্রাম প্রাচীরের খাঁচাটির নির্মাণ কাজ ০২.০৫.২৩ তারিখে ১৫.০০ মিনিটে শুরু হয়। এই কাজটি চালানোর জন্য, বিমানবঃদর ভলভো বাস স্ট্যান্ডের কাছে যানবাহন পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং বিধাননগর কমিশনারেট থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর, বিমানবন্দর টার্মিনালের কাছে ট্রাফিক ০২.০৫.২০২৩ এর ২২.৩০ ঘন্টা থেকে ০৩.০৫.২০২৩ এর ০৭.৫৬ ঘন্টা পর্যন্ত অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। রাস্তাটি ব্লক করার সময় সমস্ত নিরাপত্তা সতর্কতা নিশ্চিত করা হয়েছিল যেমন ট্রাফিক চিহ্ন প্রদর্শন, ট্রাফিক মার্শাল স্থাপন ইত্যাদি। শ্রী কৌশিক মিত্র, সিপিআরও, মেট্রো রেলওয়ে বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলি সমাধান করতে তাদের সহায়তা এবং সহায়তার জন্য বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিধাননগর কমিশনারেটকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পরে মধ্য-রাত্রি বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ৮ মে ঃ কলকাতা এবং শহরতলির ক্রিকেটপ্রেমীদের সুবিধার জন্য ০৮.০৫.২০২৩ তারিখে ইডেন গার্ডেনে খেলা টি- টোয়েন্টি ম্যাচের পরে মেট্রো বিশেষ মেট্রো পরিষেবা ঘোষণা করতে পেরে আনঃিদত। শ্রী কৌশিক মিত্র, প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, বলেছেন যে আইপিএল টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পরে মেট্রো পরিষেবা এসপ্ল্যানেড থেকে ০০,১৫ মিনিটে শুরু হবে এবং ০০.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাবে। শ্রী মিত্র আরও যোগ করেছেন যে কবি সুভাষ এলাকার মানুষের জন্য, আরেকটি বিশেষ পরিষেবা এসপ্ল্যানেড থেকে ০০.১৫ মিনিটে শুরু হবে এবং ০০.৪৮ মিনিটে কবি সুভাষে পৌঁছাবে। বুকিং কাউন্টার শুধুমাত্র স্মার্ট কার্ড এবং টোকেন বিক্রির জন্য স্টেশনে খোলা থাকবে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের উল্লেখযোগ্য মালবাহী লোডিং কর্মক্ষমতা অব্যাহত

কলকাতা, ৮ মে ঃ দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে এপ্রিল, ২০২৩ মাসে ১৬.৬৪ মিলিয়ন টন মূল মাল লোড করেছে যা ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ১৬.১৮ মিলিয়ন টন লোড হয়েছিল, যা ২.৯০ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে গত আর্থিক বছরে (অর্থাৎ ২০২২-২৩) ২০২.৬০ মিলিয়ন টন রেকর্ড মাল লোডিং অর্জন করেছে এবং এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসেও অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল, ২০২২-এর তুলনায় এপ্রিল, ২০২৩-এ মূল মালবাহী রাজস্ব ৪.৯৩ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল, ২০২৩-এ, ১৩৯৮.৫৩ কোটি টাকার বিপরীতে ১৪৬৭.৪৫ কোটি টাকা উৎপত্তি হয়েছে। আগের বছরের মাস। দক্ষিণ- পূর্ব রেল এপ্রিল, ২০২৩ এ ৪.১৪ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ১৩.৭৪ বেশি। এপ্রিল, ২০২৩-এ মাল লোডিংয়ের অন্যান্য প্রধান পণ্যগুলি হল লৌহ আকরিক (৮.৩৯ মিলিয়ন টন), পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল (১.৪৮ মিলিয়ন টন), সিমেন্ট (১.৫১ মিলিয়ন টন) ইত্যাদি।

কাজীগুন্ডে আকস্মিক তুষারপাতে আটকে পড়েছেন ৮ পর্যটকসহ ১০ জন

কুলগাম, ৮ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার কাজিগুন্ড এলাকায় আকস্মিক তুষারপাতের কারণে সোমবার বি-টপের কাছে আটকে পড়েন ১০ জন। তুষারপাতের মধ্যে আটকে পড়া ১০ জনের মধ্যে ৮ জনই পর্যটক। এর মধ্যে রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৮ জন পর্যটক, গাড়ির চালক ও তার সহকারী। তহসিলদার কাজিগুন্দ খুরশিদ আহমেদ বলেন, আকস্মিক তুষারপাতের কারণে পর্যটকরা জওহর টানেলের প্রায় ২০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত বি-টপে আটকে পড়েছে। তাদের উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে একটি দল পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ সিন্থন পাস রাস্তাটি সমস্ত যানবাহনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে, যখন শ্রীনগর-জম্মু মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিকভাবে চলছে।

Name Change
I, SK TARIKUL ISLAM (old name) S/o ABDUL BARI SHEKH resident Vill-Paschim Dandirhat, PO-Dandirhat, PS-Basirhat, Dist- (N) 24 Pgs-743412 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TARIKUL SHEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. SK TARIKUL ISLAM and TARIKUL SHEKH all are same and one identical person.

Name Change
I, MOHAMMAD EJAJ ALAM KHAN (old name) S/o MD SHAFIULLAH KHAN resident Reza Nagar, Jamuria Hat, PS-Jamuria, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713336 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD EJAZ ALAM KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. MOHAMMAD EJAJ ALAM KHAN and MD EJAZ ALAM KHAN all are same and one identical person.

Name Change
I, MONIRUJ JAMAN (old name) S/o TARIKUL SHEKH resident Vill-Paschim Dandirhat, PO- Dandirhat, PS-Basirhat, Dist-(N) 24 Pgs-743412 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MONIRUJ JAMAN SHEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. MONIRUJ JAMAN and MONIRUJ JAMAN SHEKH all are same and one identical person.

Name Change
I, DILIP KUMAR BANWARILAL LOSALKA (old name) S/o BANWARILAL LOSALKA resident Tower-4, Flat-10/E, Genex Exotica Kumarpur, Asansol, PS-Asansol South, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713304 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) DILIP KUMAR LOSALKA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. DILIP KUMAR BANWARILAL LOSALKA and DILIP KUMAR LOSALKA all are same and one identical person.

Name Change
I, RAJANI DILIP KUMAR LOSALKA (old name) W/o DILIP KUMAR LOSALKA resident Tower-4, Flat-10/E, Genex Exotica Kumarpur, Asansol, PS-Asansol South, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713304 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJANI LOSALKA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. RAJANI DILIP KUMAR LOSALKA and RAJANI LOSALKA all are same and one identical person.

Name Change
I, SUBID ALI KHAN (old name) S/o OSMAN KHAN resident of Vill- Dakshin Chak Enayet Nagar Sekh Para, PO-Chak Enayet Nagar, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S)-743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBID KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. SUBID ALI KHAN and SUBID KHAN all are same and one identical person.

Name Change
I, Khadiza Islam , W/o Din Islam @ Md. Din Islam Baidya, resident of Vill.- Lakshmankati, PO - Kathur, PS - Basirhat, Dist.- North 24 Pgs., West Bengal - 743422 , India, shall henceforth be known as KHADIZA ISLAM BAIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat on 02/05/2023.

Name Change
I, VIBEKANANDA BOSE (old name) S/o SWAPAN KUMAR BOSE resident of Vill+PO- Duttapara, PS- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin-743286 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VIVEKANANDA BOSE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. VIBEKANANDA BOSE and VIVEKANANDA BOSE all are same and one identical person.

Name Change
I, SEKH AHUDULLA TULLA alias SK AHIDULLA (old name) S/o LATE SK MAHASINTULLA resident of GODAIBALBAR, NANDIGRAM, EAST MEDINIPUR- 721631 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK AHIDULLAH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. SEKH AHUDULLA TULLA, SK AHIDULLA and SK AHIDULLAH all are same and one identical person.

Name Change
I, TAPU BISWAS (old name) W/o BIKASH BISWAS resident of 49 , LALEEN NAGAR, PO - GARULIA , PS-NOAPARA , DIST - 24PGS(N) WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TAPU BISWAS CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2023. TAPU BISWAS and TAPU BISWAS CHOWDHURY all are same and one identical person.

সমুদ্রস্নানে নিষেধ

দুরন্ত বার্তা, রামনগর, ৮ মে ঃ মোকার জেরে সতর্ক প্রশাসন। উপকূলের জেলায় জারি হয়েছে সতর্কতা। দিঘা-মন্দারমণিতে চলছে মাইকিং। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে সমুদ্রস্নানে। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ১ নম্বর ব্লকে মহড়া প্রস্তুতি হয়েছে। সেই মহড়া প্রস্তুতি হয় তালগাছাড়ি ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাঁদপুর আয়লা সেন্টারে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি। রামনগর ১ নম্বর ব্লকসমষ্টি আধিকারিক লিপেন তালুকদার, ডিএসটির আধিকারিক মানুষ মণ্ডল, মন্দারমণি থানার ওসি, তালগাছাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান বিশ্বজিৎ জানা ও রামনগর ১ নম্বর ব্লক আধিকারিক। ঝড় এলে মানুষকে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া হবে সেই সব কিছুর মহড়া হয়। এদিন, দিঘা, মন্দারমণি, হলদিয়া সহ একাধিক জায়গায় মাইকিং করে সতর্ক করা হয় সাধারণ মানুষকে। ঝড়-বৃষ্টির সময় অযথা বাইরে বের হতে মানা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সমুদ্রস্নানেও পর্যটকদের জন্য জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। তবে শুধু উপকূল নয়, সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতেই সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় মোকা নিয়ে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন তিনি। বলেন, মোকা একটা লো প্রেশার আছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সরকার নজর রাখছে। সঙ্গে এও বলেন, ১০ মে কিছুটা সাইক্লোনিক স্টর্ম আসবে। যদি সেরকম কোনও পরিস্থিতি হয় আগে থেকে বিশেষ করে সুন্দরবন, দিঘা, নদীমাতৃক, উপকূলবর্তী যে এলাকা, সেখান থেকে আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করব তেমন। আমরা নজরে রেখেছি।

নানুরে রক্তপাত

দুরন্ত বার্তা, নানুর, ৮ মে ঃ আবারও রক্ত ঝরলো নানুরে। এবার নানুরের খুজুটিপাড়া সংলগ্ন বায়তারা গ্রামে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছে কমপক্ষে ৬ জন। তার মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই পাঁচজনকে নানুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা পর দু'জনকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে পুলিশ। আহতদের দাবি, মারধর করেছে সিপিএমের সমর্থকরা। যদিও সিপিএমের দাবি, সিপিএমের বিরুদ্ধে অকারণে অভিযোগ আনা হচ্ছে। এটা আসলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়তারা গ্রামে সোমবার বোমা উদ্ধার হয়। বোমা উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। সকলে বোমা দেখতে ভিড় জমান। সেই সময় এলাকাবাসী দাবি করেন, যে কিছু ব্যক্তি ইচ্ছে করে বোমা রেখেছে। তা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। বচসা থেকে মারামারি। তাতেই জখম হয় ৬ জন। আহতদের দাবি, তাঁরা তৃণমূল সমর্থক। বোমা উদ্ধারের খবর পেয়ে দেখতে যান। তখন সিপিএমের লোকজন হঠাৎ অভিযোগ করে যে, তারাই নাকি বোমা রেখেছে। তারপরই লাঠি, বাঁশ নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। এদিকে সিপিএমের নানুর কীর্ণাহার এরিয়া কমিটির সম্পাদক তথা জেলা কমিটির সদস্য মনোতোষ মজুমদারের দাবি, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এটা শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফল। নিজেদের বিরোধ চাপা দিতে সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে।

অজিত মাইতির বিতর্কিত মন্তব্যে আন্দোলনের পথে কুড়মি সমাজ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম, ৮ মে ঃ ফের আন্দোলনের পথে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। কুড়মি আন্দোলন নিয়ে তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসছেন জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন। জেলায় জেলায় চলছে আন্দোলন-বিক্ষোভ। সোমবার পুরুলিয়ার সিন্দরি মোড়ে জমায়েত করে পথ আবরোধ করে অজিত মাইতি ও রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ দেখান কুড়মি সমাজের মানুষজন। অজিত মাইতি এবং শ্রীকান্ত মাহাতো ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন কুড়মি নেতারা। সোমবার পুরুলিয়া শহরে আদিবাসী কুড়মি সমাজের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা ঘোষণা করলেন কুড়মি নেতারা। একইসঙ্গে তারা বলেন, নির্বাচনে কুড়মি সমাজের দেওয়ালে দেওয়ালে সমস্ত রাজনৈতিক প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পাশাপাশি রাজনৈতিক মিটিং, মিছিলেও অংশগ্রহণ করবে না আদিবাসী কুড়মি সমাজের মানুষজন। তবে মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করে আন্দোলন করা উচিত নয়। তাদের আলোচনায় বসা উচিত বলে জানালেন তৃণমূল মুখপাত্র শান্তিরাম মাহাতো। এদিকে কুড়মি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা নিয়ে আরও জল্পনা বাড়ল পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে। তৃণমূলের জেলা কো-অর্ডিনেটর অজিত মাইতি শনিবারের করা মন্তব্যের পর রবিবার নতুন করে অজিত মাইতি বলেন, দেওয়াল লিখতে দেব না বললে আমরাও চুড়ি পরে বসে নেই। দেওয়াল আমরা লিখবই। অন্যদিকে শ্রীকান্ত মাহাতোর উপস্থিতিতেই অজিত মাইতির মন্তব্যের নিন্দা করে দু'জনের নামে ধিক্কার পোস্টার কুড়মি সংগঠনের। এদিকে ঝাড়গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরাও ছেড়ে দিলেন তাঁদের সদস্যপদ। কেউ কেউ ছাড়লেন শাসক দলের সংগঠনের পদও। পরিবর্তে শামিল হলেন কুড়মি আন্দোলনে। জামবনি ব্লকের টুলিবড় এলাকা থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের জামবনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কৃপাসিন্ধু মাহাতো এবং জামবনি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ভবতারণ মাহাতো দল ছেড়ে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে কুড়মি সংগঠনের ঝান্ডা কাঁধে তুলে নেন এবং কুড়মি আন্দোলনে যোগদান করেন। তাদের হাতে পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি বীরেন্দ্র নাথ মাহাতো সংগঠনের পতাকা তুলে দেন। আগামী দিনে তারা কুড়মি সমাজের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন বলে জানান। যার ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জামবনিতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি জোর ধাক্কা খেলো। তাদের সাথে সোমবার জামবনি ব্লকের চিলকিগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান যুথিকা মাহাতোও তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কুড়মি সমাজের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নেন। কুড়মি সমাজের নেতা বীরেন্দ্র নাথ মাহাতো জানান, জঙ্গলমহলে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের দেওয়ালে কোনও রাজনৈতিক দলকে দেওয়াল লিখন করতে দেবে না, প্রচার করতেও দেবে না। কারণ তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকার তাদের কথা ভাবছে না। তাই কুড়মি সম্প্রদায়কে এসটি তালিকা ভুক্ত করার দাবীতে জোরালো হচ্ছে জঙ্গলমহলের কুড়মি সম্প্রদায়ের ঘাঘরঘেরা আন্দোলন। এই আন্দোলনের জেরে শাসক তৃণমূল কিছুটা যে বিপাকে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সংখ্যালঘু কর্মীর বাড়িতে বৈঠক করলেন অভিষেক

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৮ মে ঃ সোমবার ১৪ দিনে পড়লো তৃণমূল কংগ্রেসের নবজোয়ার যাত্রা। এদিন মুর্শিদাবাদে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দলীয় কর্মীর বাড়িতে স্থানীয় নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রথম থেকেই সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সকলকে সঙ্গে নিয়েই পথ চলার বার্তা দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক। তার উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে খড়গ্রামে আলতামাস কবীরের বাড়ি পরিণত হয়েছিল এক মিলনক্ষেত্রে। সেখানে স্থানীয় সমস্যা, অভাব-অভিযোগ নিয়ে হয় আলোচনা। এরপর সেখান থেকে পনে তিনটের দিকে আসার কথা থাকলেও। বেলা দুটো থেকে খাঁ খাঁ রৌদ্রে অপেক্ষার পর বিকেল ৫ টার সময় পৌছালেন অভিষেক ব্যানার্জী, সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিলেন চকলেট। বরণ করে নিলেন কান্দি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাগবুল হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার, ভরতপুর বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, মুর্শিদাবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শাওনি সিংহ রায়, জঙ্গীপুরীরের সাংসদ খলিলুর রহমান প্রমুখ। এদিন অভিষেক বলেন, রাজ্যের দু'কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে ১০০ দিনের কাজের ওপর। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ ১০০ দিনের কাজের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার টাকা না দেওয়ায় সকলেই অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। তিনি জানান, দলের নবজোয়ার কর্মসূচি এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরই রাজ্যের প্রাপ্য ন্যায্য টাকা আদায়ের দাবিতে তিনি দিল্লিতে আন্দোলন শুরু করবেন। অভিষেক গত দু'বছরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৩৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। আর অন্যদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আধার-প্যান কার্ড লিঙ্ক করাতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাজার টাকা করে নিয়ে নিচ্ছে।

হুঁশিয়ারি উদয়নের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ মে ঃ চাঞ্চল্যকর মন্তব্য উদয়ন গুহের। গরিব মানুষের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে দলের কর্মীরা, পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল হয়ে দাঁড়ালে তার আগে পার্টির কাছে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকাতে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দলীয় কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে গরিব মানুষের থেকে দলের কর্মীরা যে বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে তাও স্বীকার করে নিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনহাটার বামনহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালমাটি এলাকায় একটি কর্মীসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদয়ন গুহ বলেন, প্রার্থী ঠিক করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক করা প্রার্থী কারো পছন্দ না হলে নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর চিন্তাভাবনা করলে তার জন্য রাস্তা খোলা রয়েছে, তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন। পাঁচ বছর ধরে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। গরিব মানুষের থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। এবার টিকিট না পেয়ে যারা নির্দল হয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবছেন তাদের দাঁড়ানোর অধিকার আছে। নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর আগে ভাবতে হবে পাঁচ বছরে যে যা খেয়েছেন তার হিসেবটা আগে পার্টির কাছে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। উদয়ন গুহের এই মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। উদয়ন গুহের মন্তব্যে বিরোধীদের কাটমানির অভিযোগ মান্যতা পেল বলে ধারনা রাজনৈতিক মহলের।

ফের লতিফের জামিনের মেয়াদ বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৮ মে ঃ গরুপাচার মামলায় জড়িত আব্দুল লতিফের জামিন বহাল থাকল। শর্তসাপেক্ষে জামিনের মেয়াদও বাড়ল। আবার কিছুটা শিথিল করা হয়েছে জামিনের শর্ত। আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে পরবর্তী হাজিরা দিতে হবে ২০ মে। আগে আব্দুল লতিফকে চারদিন অন্তর সিবিআই-এর আইও'র সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেদিনই লতিফকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সোমবার এই রায় দেন আসানসোল বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। এমনকী ৪ মে পর্যন্ত সাতদিনের রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল আব্দুল লতিফকে। সেটা এখনও বহাল থাকছে বলেই খবর। ৪ মে পর্যন্ত সাতদিনের রক্ষাকবচে ছিলেন আব্দুল লতিফ। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে শুনানি হয়নি। গরমের ছুটির আগে পর্যন্ত পরবর্তী শুনানির সম্ভবনা নেই। তাই রক্ষাকবচ অব্যাহত। এই যুক্তি দেখিয়ে লতিফের আইনজীবী আগের শর্তেই জামিনে মুক্তি'র দাবি করেছিলেন। কিন্তু বিচারক জানান তাঁর আদালত থেকেই লতিফের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। এদিকে সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে আব্দুল লতিফের রক্ষাকবচ নিয়ে শুনানি হয়নি। তাই রক্ষাকবচ অব্যাহত বা ওই অর্ডার একই থাকছে বলে যুক্তি দেখিয়ে লতিফের আইনজীবী আগের শর্তেই জামিনের দাবি করেছিলেন বিচারকের কাছে। কিন্তু, বিচারক আইনজীবীকে জানান, তাঁর আদালত থেকেই আব্দুল লতিফের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাই তাঁকে নিঃশর্ত জামিন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এরপরই তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে জামিন দেন বিচারক। গরমের ছুটির আগে পর্যন্ত পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা নেই। তাই রক্ষাকবচ অব্যাহত রইল। অন্যদিকে সোমবার গরু পাচার মামলায় সিবিআই আইও আদালতে উপস্থিত হননি। এদিন সিবিআই আইনজীবীকে বিচারক প্রশ্ন করেন, ২৭ এপ্রিল নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনদিন অন্তর সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে আব্দুল লতিফকে। সেই জিজ্ঞাসাবাদ কি পুরোমাত্রায় হয়েছে নাকি আরও বেশি করে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন? পাল্টা সিবিআই আইনজীবী বলেন, তিনদিন পর পর তদন্তকারীরা আব্দুল লতিফকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। তখন লতিফের আইনজীবি আবেদন করেন, একসপ্তাহে তাঁর মক্কেলকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে ভাল হয়। ইলামবাজার থেকে তিনদিন পর পর কলকাতায় যাওয়া কষ্টকর বলেও উল্লেখ করেন তিনি। গত ৬ মে আসানসোল আদালতে এসেছিলেন আব্দুল লতিফ। যদিও সেদিন শুনানি হয়নি। কারণ আইনজীবীর মৃত্যুতে শোক পালন চলছিল। ওইদিন কোনও পক্ষেরই আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। তাই সোমবার ভোরে আব্দুল লতিফ হাজির হন আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদলতে। মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক, চোখে চশমা পরে তিনি প্রবেশ করেন আদালতে। তিহাড় জেলে বন্দি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলেই একসময় পরিচিত ছিলেন এই লতিফ। গরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে নাম উঠে আসে আব্দুল লতিফের। আব্দুল লতিফকে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ দিয়েছিল এই মামলায়।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৮ মে ঃ দশম শ্রেণির এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার মুন্সিগছ এলাকা। জানা গিয়েছে, কোচিং সেন্টারে পড়তে গিয়ে এক সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিল ওই পড়ুয়া। মোবাইলে সেই ছবি তুলে পরিবারকে দেখানো ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার কথা বলে তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল বলে অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। তাঁরা ৫০ হাজার টাকাও দাবি করে। এরপরই অপমানিত বোধ করায় বিষ খেয়ে নেয় সে। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই পড়ুয়ার। মৃত ছাত্রের কাকা জহিরুল ইসলাম জানান, তাকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার দাসপাড়া-চোপড়া রুটের রাজ্য সড়কের মুন্সীগছে টায়ার জ্বালিয়ে টানা আড়াই ঘণ্টা বিক্ষোভ চলে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের বিষয়ে আশ্বস্ত করলে অবরোধ উঠে যায়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জেলের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ মে ঃ জেলের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর জেলের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে মজিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তির। পরিবারের অভিযোগ, শান্তি কমিটির সদস্যদের মারধরের জেরেই তার মৃত্যু হয়েছে। যদিও শান্তি কমিটির কর্মকর্তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মৃত ব্যক্তি সামশেরগঞ্জ থানার ভাসাইপাইকর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে শান্তি কমিটি নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল? সেই প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মজিবুর রহমান পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। তবে কয়েকদিন ধরে তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। ওইদিন রাতে তিনি মদ্যপান করে বাড়িতেই ছিলেন। সেই সময় শান্তি কমিটির সদস্যরা তার বাড়িতে ঢুকে তাকে মারধর করতে থাকে এবং টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। এরপরে শান্তি কমিটির সদস্যরা আবগারি দফতরের মাধ্যমে তাকে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরে তাকে জেলে পাঠানো হয়। ফলে শুক্রবার থেকে তিনি জেলে ছিলেন। এদিকে, শান্তি কমিটির সদস্যদের মারধরের ফলে মজিবুরের শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায় বলে অভিযোগ তোলেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রবিবার রাতে থানা থেকে তাদের ফোন করে জানানো হয় মজিবুরের মৃত্যু হয়েছে। জেলের মধ্যে মজিবুরের মৃত্যুর ঘটনায় শান্তি কমিটি এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, পুলিশ থাকতেও বাড়াবাড়ি করছে শান্তি কমিটির সদস্যরা। মদ খাওয়া অপরাধ হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা পুলিশের কাজ, শান্তি কমিটির নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার কোনও অধিকার নেই। কোন অধিকারে শান্তি কমিটি মজিবুরকে মারধর করেছে? তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে, শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন মুজিবুরের পরিবারের সদস্যরা। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ ভাসাইপাইকর শান্তি কমিটি কর্তৃপক্ষ। শান্তি কমিটির অন্যতম কর্তা ডাক্তার মরজেম হোসেন টাকা নেওয়ার পাশাপাশি মারধরের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, শান্তি কমিটির সদস্যরা কাউকে মারধর করেনি। তবে অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

বেআইনি বালি তোলার অভিযোগ উঠছে বারবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ মে ঃ পথশ্রী প্রকল্পের স্টিকার ডাম্পারে সাঁটিয়ে চলছিলো বালি পাচার বলে অভিযোগ। পুলিশের অভিযানে আটক দুটি ডাম্পার। জলঢাকা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে পথশ্রী স্টিকার লাগিয়ে সরকারী কর ফাঁকি দিয়ে বালি পাচার করা হচ্ছিলো বলে অভিযোগ। দুটি ডাম্পার আটকানোর পাশাপাশি গ্রেফতার দুই চালকও। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে 'অন পথশ্রী ওয়ার্ক' স্টিকার লাগানো দুটি ডাম্পার গাড়ি আটক করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি ৩১ নং জাতীয় সড়কের হুসলুডাঙ্গা টোল গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে গাড়ি দুটিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, জলঢাকা নদী থেকে এই ডাম্পার দুটি অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করে ময়নাগুড়ির দিকে আসার পথে আটক করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই চালকের নাম বিরাজ বেরা (২৬) এবং গোপাল দাস (৩৭)। তাদের বাড়ি গয়েরকাটা এবং গোঁসাইহাট এলাকায়। তবে বালি বোঝাই ডাম্পার ধরা পড়লেও কোথা থেকে কিভাবে পুলিশের চোখের সামনে বালি আনা হচ্ছে সেই প্রশ্ন কিন্ত উঠছে? কেন তাহলে বালি তোলার সময় নদীতে অভিযান চালিয়ে গাড়িগুলিকে আটকানো যাচ্ছে না বলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ক্যান্সার সচেতনতা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ মেঃ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে একটি অন্য ধরণের কর্মসূচি পালন করলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বর্ধমান ওয়েভ। কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের সহযোগিতায় বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে এদিন চেক আপ ও সচেতনতা শিবির করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি সিএমওএইচ(২) সুবর্ণ গোস্বামী, বর্ধমান মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. কৌস্তুভ নায়েক, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডা. তাপস ঘোষ, কাউন্সিলর স্বীকৃতি হাজরা, সমাজসেবী সন্দীপন সরকার। সংস্থার সভাপতি পার্থ চৌধুরী বলেন, এদিন কীভাবে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায় এবং থ্যালাসেমিয়াকে কীভাবেই বা রোধ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। এতে অংশ নেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. রাজীব ভট্টাচার্য, ডা. অমিত মন্ডল। উদ্যোক্তাদের তরফে অনির্বাণ হাজরা ও সপ্তর্ষি ঘোষ বলেন, বর্তমান যুগে মহিলাদের গাইনি ক্যান্সার একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ক্রম বর্ধমান পরিসংখ্যান দেখলেই তা প্রমানিত হয়। অথচ উদাসীনতা ও সচেতনতার অভাবে এই রোগ শুরুতেই প্রতিহত করা যায় যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে। তাই থ্যালাসেমিয়া দিবস পালনের পাশাপাশি মহিলাদের গাইনি ক্যান্সার নিয়েও আলোচনা এবং পরীক্ষা করানো হয় বর্ধমান ওয়েভের উদ্যোগে।

ডেপুটেশন প্রদান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ মে ঃ বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুষ্ঠ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, দালাল রাজ বন্ধ করতে, ও শূন্য পদে লোক নিয়োগের দাবীতে সোমবার বিজেপির বাঁকুড়া াংগঠনিক জেলার সভাপতি সুনীল রুদ্রমন্ডল ও বাকুড়া সদর কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক নিলাদ্রী দানার নেতৃত্বে হাসপাতাল সুপারের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নিলাদ্রী দানার অভিযোগ করে বলেন বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাঁকুড়ার গর্ব। সেই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা আজ তলানিতে। অত্যাধুনিক মানের যন্ত্রপাতি এলেও তা অবহেলায়, অব্যবহারে নষ্ট হতে বসেছে। রোগীরা ঠিকমতো চিকিৎসা পাচ্ছে না, রোগীর আত্মীয়রা অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শূণ্য পদে লোক নিয়োগ হচ্ছে না। এই দাবীগুলি সমাধানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উদ্ধার বোমার ব্যাগ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ মে ঃ সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হচ্ছে ব্যাগ ভর্তি বোমা। এবার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভিতর থেকে উদ্ধার হল ব্যাগ ভর্তি বোমা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার সকালে নদীয়ার কোতোয়ালি থানার আনন্দবাসের জনবসতিপূর্ণ এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভেতর থেকে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভিতরে কে বা কারা ব্যাগ ভর্তি বোমা রেখে গেল তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এই দিন সকালে আনন্দবাস এলাকায় ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা স্কুল খোলেন। এরপর স্কুলের বাথরুমের ভিতরে যেতেই দেখেন সেখানে হলুদ রঙের ব্যাগের মধ্যে বোমা ভর্তি রয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুল চত্বর ঘিরে রাখে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় আনন্দবাস এলাকায়। ব্যাগের ভিতর থেকে প্রায় ১৫ থেকে ২০টি তাজা বোমা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। বোমাগুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকে। স্কুলের মধ্যে কে বা কারা বোমা রেখে গিয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী রিনা দে জানান, স্কুলে ভিভেতরে ব্যাগ ভর্তি বোমা পাওয়া গিয়েছে। আজ সকাল ৭টা নাগাদ তিনি খবর পান। এরপরই ভালুকা থেকে স্কুলে এসে পৌঁছালে তিনি দেখতে পান পুলিশ স্কুল ঘিরে রেখেছে। এবিষয়ে স্থানীয় এক গৃহবধূ জানান, সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ঘটনাটি জানতে পেরে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। কোনওভাবে যদি বোমাগুলি ফেটে যেত তাহলে বড় বিপদ ঘটতে পারত? এই দিন সকালে এলাকারই একজন ব্যাগের মধ্যে বোমা দেখতে পেয়ে এলাকার সকলকে জানাই। তারপর থেকেই আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। খবর পেয়ে পুলিশ এসে জায়গাটি ঘিরে রাখে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305

E-Tender are invited by the Prodhan, Goswami Malipara Gram Panchayat. **Tender title: GMGP/31/2023-2024 Date-08/05/2023,** Bid submission Start date: **08 th May 2023 at 18:00 Hrs.** Bid Submission end date: **15th May 2023 14:30 Hrs.** Bid Opening Date: **18th May 2023 at 12:30 Hrs.** Any other information may be had from the office of the undersigned on any working day or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

Office of The NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice Inviting Tender no: NIT No: 91/NGP/2023, 92/NGP/2023 & 86/NGP/2023, dated: 08/05/2023 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of time of application: **09/05/2023 at 12.00 PM.** Last date of submission of Tender: **15/05/2023 at 1:00 PM.** Date of Opening of Tender: **17/05/2023 at 1.00 PM.** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Prodhan
Naity Gram Panchayat

খড়গপুর ডিভিশনের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কম/জি.১৮/এনএফআর/ডিভিএইচএ/এসএইচএম/এসওআরও/২০২৩/৩, তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৩

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** ৫ (পাঁচ) বছর সময়সীমার জন্য সোরো রেল স্টেশনে এসি ওয়েটিং হল ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট; শালিমার রেল স্টেশনে এসি পেইড লাউঞ্জ ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট এবং দীঘা রেল স্টেশনে এসি পেইড লাউঞ্জ ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট তৎসহ একত্রে ক্লোক রুম ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্ট, যা http://www.ireps.gov.in/ওয়েবসাইট-এ বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

ক্যাটিগরি ঃ পে অ্যান্ড ইউজ। **ক্যাটালগ নং ঃ** পিএনইউ-এসি-ডব্লুএইচ-পিএল-৩০। **অকশনের তারিখ ঃ** ২২.০৫.২০২৩। **অকশন শুরুর সময় ঃ** বেলা ১২টা। **অকশন বন্ধের সময় ঃ** বেলা ১২.৫০ মিনিট।

আগ্রহী পার্টিরা এবং কন্ট্র্যাক্টররা এ-বিষয়টি লক্ষ্য করবেন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এবং অবস্থানের বিবরণের জন্য উপরিল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখবেন। এই বিষয়ে কোনও অনুসন্ধানের/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান ঃ খড়গপুর — **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার**
তারিখ ঃ ০৮.০৫.২০২৩ — **খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় রেল পরিষেবা
(PR-135)

Office of the Harindanga I Gram Panchayat
Vill- Harindanga, P.O-Chaberia.
P.S-Falta, Dist- South 24 Parganas

Sealed Tender is invited through E-tendering for total 11 Nos. Works:- **(1) NOTICE INVITING E-TENDER No-2/1, Tender ID: 2023_ZPHD_526466_1**, Creation of Shed for segregation and processing of wet and dry waste, Amount: 512663/- Fund: 15th FC Untied, **(2) NOTICE INVITING E-TENDER No-2/2, (i) Tender ID: 2023_ZPHD_526383_1**, Tube well at Basbadi, Estimated Amount: 168000/- **(ii) Tender ID: 2023_ZPHD_526383_2**, Tube well at Harindanga, Estimated Amount: 168000/- **(iii) Tender ID: 2023_ZPHD_526383_3**, Tube well at bottala, Estimated Amount: 168000/- **(iv) Tender ID: 2023_ZPHD_526383_4**, Tube well at esfar mallick house, Estimated Amount: 168000/- **(v) Tender ID: 2023_ZPHD_526383_5**, Tube well repairing at Talanda, Estimated Amount: 168000/- **(vi) Tender ID: 2023_ZPHD_526383_6**, Tube well repairing at Mulpunja, Estimated Amount: 1300000/- , Fund: 15th FC Tied, **(3) NOTICE INVITING E-TENDER No-2/3, (i) Tender ID: 2023_ZPHD_526442_1**, Drain from barsahapur panchanantala to sruti khal, Estimated Amount: 168000/- **(ii) Tender ID: 2023_ZPHD_526442_2**, Drain from nishikanta neogi house to sudin kayal, Estimated Amount: 168000/- , Fund: 15th FC Tied, **(4) NOTICE INVITING E-TENDER No-2/4, (i) Tender ID: 2023_ZPHD_526358_1,** Street Light at 178 no booth, Amount: 168000/-, **(ii) Tender ID: 2023_ZPHD_526358_2**, Street Light at Barkhali, Amount: 168000/-, Fund: 15th FC Untied, Date of sale of Tender form (online) **from 08.05.2023 at 17.00 Hrs.** Bid submission (online) date **upto 20.05.2023 at 13.00 hrs.** Bid opening date (online): **22.05.2023 at 12.00 hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Harindanga I Gram Panchayat

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়
সুতাহাটা উন্নয়ন ব্লক
গ্রাম - আমলাট, ডাকঘর ও থানা - সুতাহাটা,
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন সংখ্যা - ৭২১৬৩৫
দূরভাষ সংখ্যা - (০৩২২৪) ২৯৫১২৯
বৈদ্যুতিক ডাক - bdosutahata@gmail.com

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SUTAHATA DEVELOPMENT BLOCK
VILL. : AMLAT, P.O. + P.S. : SUTAHATA
DIST. : PURBA MEDINIPUR, PIN : 721635
Telephone No. : 03224 295129
Email : bdosutahata@gmail.com

স্মারক নং ঃ-৯১৩ — তারিখ ঃ-০৪.০৫.২০২৩

ASHA নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মিশন অধিকর্তা, জাতীয় গ্রামীন স্বাস্থ্য মিশন-এর ২৭/০৬/২০১২ তারিখের, পত্র নং HFW/NRHM-20/2006/(Part-II)/1631 এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ-এর ২০/০২/২০২৩ তারিখের পত্র নং HFW-27011/216/2018-NHM SEC Dept of H & FW/Pt(1)/679 আদেশনামা অনুযায়ী হলদিয়া মহকুমার সুতাহাটা ব্লকের শূন্যপদ পূরণের জন্য কেবলমাত্র বিবাহিতা / বিবাহ-বিচ্ছিন্না / বিধবা মহিলাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট বয়ানে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র সরাসরি সুতাহাটা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) এর অফিসে এসে জমা করা যাবে অথবা ডাকযোগে প্রেরণ করা যাবে (শুধুমাত্র Speed Post / Registered Post গ্রহণযোগ্য হবে)। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ ১০/০৫/২০২৩ থেকে ৩০/০৫/২০২৩ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত শনিবার, রবিবার ও যেকোনো সরকারি ছুটির দিন বাদে। প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত প্রতিদিন এই পূরণকরা দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে। ৩০/০৫/২০২৩ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে হাতে হাতে বা ডাকযোগে আবেদনপত্র না পৌঁছালে আবেদনপত্রটি বাতিল বলে গন্য হবে, এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ-
- প্রার্থী যে গ্রামে ASHA পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করবেন, তাকে সেই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- কেবলমাত্র বিবাহিত/ বিবাহ-বিচ্ছিন্না/ বিধবা মহিলারাই আবেদন করতে পারবেন।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা-মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা দিয়েছেন (উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ)। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই বিবেচিত হবে। মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ধরা হবে।
- বয়স ইং-০১/০১/২০২৩ তারিখ অনুসারে ৩০-৪০ বছর। তপশিলী জাতি তপশিলী উপজাতিভূক্ত আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে নিম্ন বয়সসীমা ২২ বছর। উর্দ্ধ বয়সসীমা সব ক্ষেত্রেই ৪০ বছর।
- কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী জাতি/ উপজাতিভুক্তরাই পরিগণিত হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত নথিপত্রের নিজ প্রত্যয়িত নকল জমা দিতে হবে ঃ-
- শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র
- স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র (রেশন কার্ড / ভোটার কার্ড)
- বয়সের প্রমাণপত্র (জন্ম সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক / সমতুল পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড)
- বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে স্বামীর নামোল্লিখিত যেকোন সরকারি পরিচয় / প্রমাণপত্র (বিবাহ নিবন্ধন শংসাপত্র/ আধার কার্ড / ভোটার কার্ড / রেশন কার্ড)বিবাহ-বিচ্ছিন্নাদের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের শংসাপত্র / বিধবাদের ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর প্রমাণপত্র। কেবলমাত্র বিবাহিতদের ক্ষেত্রে শংসাপত্রগুলির কোনোটিও না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের Executive Assistant অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের Secretary এর শংসাপত্র বিবেচ্য হবে।
- তপশিলী জাতি / তপশিলী উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদানকরা জাতি শংসাপত্র।
- প্রার্থীর স্বাক্ষর করা দুই কপি পাসপোর্ট মাপের সাম্প্রতিক ছবি।

অসম্পূর্ণ দরখাস্ত তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। নির্বাচক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
এই ওয়েবসাইট লিংকে ফর্ম পাওয়া যাবে ঃ https://purbamedinipur.gov.in

শুন্যপদের বিবরণ-

Name of Sub Division	Name of Block	Name of Gram Panchayat	Name of Sub Centre/Su-swasthya kendra	No. of Propose vacancy in 2023- 24	Name of Village [Where vacancy is being proposed]	Service given area specification	Preference category
Haldia	Sutahata	Guaberia	Agadoro	1	Baishnab Chak	1.Purba Para (Rana Para, Mondal Para, Dolai Para, Bhunia Para). 2. Uttar Para (Das Para, Ganguli Para, Chakraborty Para, Dolai Para, Mistri Para).	SC
		Chaitanyapur	Chaitanyapur	1	Uttar Ranichak	Muslim Palli	UR
		Chaitanyapur	Bajitpur	1	Shrikrishnapur + Bajitpur	Shrikrishnapur (Patra Para, Dhara Para, Khatua Para, Das Para). Bajitpur (Kar Para, Jana Para, Bera Para)	UR
		Joynagar	Joynagar	1	Madhabpur + Balarampur	Madhabpur (Muslim Palli, Mondal Para). Balarampur (Hazari Para, Mondal Para, Muslim Palli).	UR
		Guaberia	Kashipur	1	Kashipur	Kanta Para, Damu Para, Mistri Para	UR
		Joynagar	Joynagar	1	Joynagar	Madhyam Palli (Patra Para, Bera Para, Bhunia Para, Muslim Palli)	UR

সমষ্টি স্বাস্থ্য আধিকারিক
আমলাট, সুতাহাটা ব্লক

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর

বিরাট স্বার্থপর ক্রিকেট খেলছেন!

রবি শাস্ত্রীর পরামর্শ ‘মেজাজটা ধরে রাখো’

নয়াদিল্লি, ৮ মেঃ মেজাজটাই যে আসল রাজা তা ২২ গজে বার বার প্রমাণ করেছেন বিরাট কোহলি। দীর্ঘদিন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট নিজের চেনা ছন্দে ছিলেন না। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। প্রতি ম্যাচেই রান পাচ্ছেন। যে কারণে নিন্দুকরা খানিক হলেও তাঁর সমালোচনা কম করছেন। ক্রিকেটারদের ফর্ম খারাপ হলে সমালোচনার ঝড় যেমন বইতে থাকে, তেমনই তাঁদের ব্যাটে বড় রান দেখা গেলে বাহবাও জোটে। চলতি আইপিএলে ভালো ছন্দেই রয়েছেন বিরাট। আইপিএলে তাঁর গত ১০টি ইনিংসের মধ্যে রয়েছে ৬টি অর্ধশতরান। অরেঞ্জ ক্যাপের (আইপিএলে এক মরসুমে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটার পান) দৌড়ে ৫ নম্বরে রয়েছেন আরসিবির অন্যতম শক্তি বিরাট কোহলি। এখনও অবধি চলতি আইপিএলের ১০ ম্যাচে কোহলি করেছেন ৪১৯ রান। সর্বাধিক ৮২। এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট নজরকাড়া। কিন্তু এরইমধ্যে কোহলির দিকে অনেকেই আঙুল তুলছেন। বিশেষ করে তাঁর স্ট্রাইকরেট নিয়ে। সমালোচকদের দাবি এ বারের আইপিএলে বিরাট স্বার্থপর ক্রিকেট খেলছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী কিন্তু বিরাটের পাশেই দাঁড়ালেন। কোহলিকে তিনি পরামর্শ দিলেন, ‘মেজাজটা ধরে রাখো’। কোহলির উদ্দেশে রবি শাস্ত্রী বলেন, ‘‘তুমি একবার ছন্দ পেয়ে গেলে অন্যদের নিয়ে চিন্তা করবে না। বিরাটের জন্য এটাই হবে আমার বার্তা। বাকিদের নিজের মতো কাজ করতে দাও। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে এত ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন নেই। তুমি যদি মেজাজে ব্যাটিং করতে পারো, তা হলে সেটা ধরে রাখো। এই ফিল সল্টকেই উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারো। ও কেমনভাবে ব্যাটিং করল সেটা নিশ্চই দেখেছো। ও ছন্দটা পাওয়ার পর আর সেটা হারায়নি।’’ শাস্ত্রী আরও বলেন, ‘‘এই ধরণের মেজাজ ধরে রেখে এগোলে দলের অন্য ব্যাটারদের ওপর থেকে চাপ কমে যাবে। বিরাট নিজের মেজাজ ধরে রেখে ব্যাটিং করতে থাকলে সামনে যে বোলারই থাকুক না কেন চাপে পড়বেই।’’ বিরাট যে স্বার্থপর ক্রিকেট খেলছেন এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাস্ত্রী। তাঁর দাবি বিরাট টিম ম্যান। দলের স্বার্থকে বরাবর তিনি এগিয়ে রাখেন। নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কখনও খেলেন না তিনি।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নতুন মেম্বার লাউঞ্জ

ইনভেস্টরকে বাজেট বাড়াতে বললেন ক্রীড়ামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মেঃ মেম্বারদের জন্য সুখবর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। আধুনিক মানের লাউঞ্জ তৈরি করা হল লাল হলুদে। মাঠের ভেতর পারফরম্যান্স বেশ কয়েক বছর ধরে খারাপ। কিন্তু তার আগে নিজেদের ক্লাবের পরিকাঠামো আরো উন্নত করার ওপর জোর দিয়েছে লাল হলুদ। আগামী ১৩ মে সালমান খানের একটি অনুষ্ঠান আছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাব। সুপার কাপ শেষ হতেই আগামী মরশুমের দল গঠন শুরু করে দিয়েছে আইএসএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। তবে দৌড়ে বেশ পিছিয়ে ইস্টবেঙ্গল। এখনও সেভাবে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি তাদের। টিম ম্যানেজমেন্ট একাধিক ফুটবলারকে টার্গেট করলেও, আদৌ তাঁদের সই করানো হবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। এমন পরিস্থিতিতে ক্লাবের ইনভেস্টর ইমামিকে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তারই মধ্যে ইস্টবেঙ্গল সদস্যদের জন্য নতুন লাউঞ্জ উদ্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর গাঙ্গুলি, অমিত ভদ্র সহ একঝাঁক প্রাক্তন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। সেখানেই ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ‘‘কর্তারা ক্লাবকে আধুনিকতার মোড়কে রূপ দিচ্ছেন। এটা অবশ্যই ভালো ব্যাপার।’’ তবে ভুলে গেলে চলবে না, ফুটবল ছাড়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোনও অস্তিত্ব নেই। গত কয়েক বছর ধরেই সেভাবে ভালো দল গড়তে ব্যর্থ তারা।

পড়শি ক্লাব মোহনবাগান চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে একের পর এক ভালো মানের ফুটবলার সই করাচ্ছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গল ইনভেস্টররা দায়সারা ২০ জনের একটা স্কোয়াড গড়েই হাত গোটাচ্ছে। বিনষ্ট হচ্ছে ক্লাবের গরিমা। দল গঠনের ক্ষেত্রে ওদের আরও তৎপরতা দেখানো উচিত। বাড়াতে হবে বাজেটও। মাঠে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের দ্বৈরথ যদি চিরন্তন হয়, তাহলে মাঠের বাইরে ইনভেস্টরদের মধ্যে মর্যাদার লড়াই থাকবে না কেন! আসন্ন মরশুমের জন্য ইতিমধ্যে কোচ হিসেবে কার্লেস কুয়াদ্রাতকে নিশ্চিত করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। এই স্প্যানিশ কোচের পরামর্শেই দল গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লোকেশ রাহুলের পরিবর্ত ঘোষণা বিসিসিআইয়ের

ঋদ্ধিমান নয়, দলে এলেন ঈশান কিষাণ

মুম্বই, ৮ মেঃ চোটের কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছেন লোকেশ রাহুল। নিজেই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন রাহুল। সোমবার বিকেলে সেই খবর সরকারিভাবে জানিয়ে দিল বিসিসিআই। একইসঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে রাহুলের পরিবর্ত ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রাহুল চোট পাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালের জন্য কার নাম ঘোষণা করবে বিসিসিআই, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। আইপিএলের পারফরম্যান্সের জেরে বাংলার ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা কামব্যাকের জোর দাবিদার ছিলেন। অনুরাগীরা দাবি তুলছিলেন। তবে বোর্ডের পরিকল্পনা অন্য। রাহুলের পরিবর্ত হিসেবে তরুণ কিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণকে ইংল্যান্ড নিয়ে যাচ্ছে বিসিসিআই। ঋদ্ধির জায়গা না হলেও স্ট্যান্ড বাই হিসেবে ইংল্যান্ড যাবেন বাংলার অন্য এক ক্রিকেটার। আগামী ৭ জুন ইংল্যান্ডের ওভালে খেলা হবে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। বর্তমানে জোরকদমে চলছে ২০২৩ আইপিএল। তারই মাঝে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ স্কোয়াড ঘোষণা করে বিসিসিআই। চমক বলতে ছিল অজিঙ্ক রাহানের কামব্যাক। তবে ঘোষিত স্কোয়াডে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হলেন বিসিসিআই নির্বাচকরা। সৌজন্যে লোকেশ রাহুলের চোট। গত ১ মে লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ম্যাচ চলাকালীন ফিল্ডিং করতে গিয়ে ডান পায়ের থাইয়ে গুরুতর চোট পান রাহুল। তাঁকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে। তবে বোর্ডের তরফে আজই সরকারিভাবে সেই ঘোষণা করা হল। একইসঙ্গে রাহুলের পরিবর্তে তরুণ কিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণের নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি সিরিজে ডাক পেলেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি ঈশানের। সাদা জার্সিতে বিদেশের মাটিতে টেস্ট অভিষেকের জন্য তৈরি তিনি। মূল স্কোয়াডে না হলেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালের জন্য আগামী জুনে ইংল্যান্ড যাচ্ছেন আরও তিনজন ক্রিকেটার। তাঁরা হলেন সিএসকে ওপেনার ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, সূর্যকুমার যাদব এবং বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা পেসার মুকেশ কুমার। স্ট্যান্ড বাই হিসেবে এই তিনজনের নাম ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল স্কোয়াড। রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্ক রাহানে, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব, জয়দেব উনাদকট, ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার)।

পার্পল ক্যাপের দৌড়ে ফের এক নম্বরে উঠে এলেন সামি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলতি আইপিএলের ম্যাচের সংখ্যায় হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। খেলা হয়েছে ৫২টি ম্যাচ। পয়েন্ট টেবলে যেমন ওঠানামা রয়েছে তেমনই সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী অর্থাৎ পার্পল ক্যাপের তালিকাতেও ওঠানামা চলছে। বেগুনি টুপির দৌড়ে ফের ১ নম্বর জায়গা কায়েম করলেন মহম্মদ সামি। গুজরাট

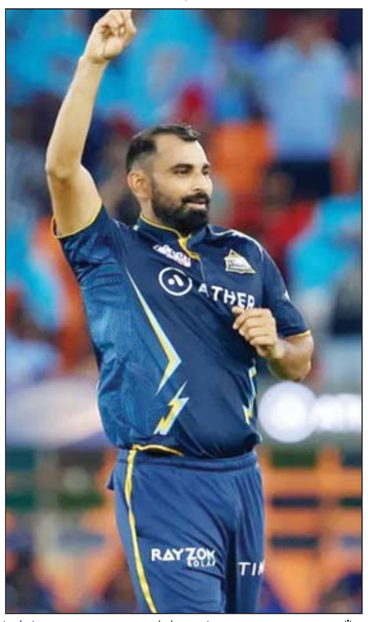

টাইটান্স পেসারের উইকেট সংখ্যা ১৯। তাঁর জোর টক্কর রশিদ খান এবং তুষার দেশপান্ডের সঙ্গে। প্রথম তিনে থাকা সামি, রশিদ ও তুষারের উইকেট সংখ্যা ১৯। জেনে নিন কোন প্লেয়াররা রয়েছেন এই পার্পল ক্যাপের দৌড়ে-১) পার্পল ক্যাপের দৌড়ে পয়লা নম্বরে থাকা মহম্মদ সামির বর্তমান উইকেট সংখ্যা ১৯। চলতি আইপিএলে তিনি ১১টি ম্যাচে খেলে ৪৩ ওভার বল করে ৩১১ রান দিয়ে ১৯টি উইকেট নিয়েছেন। ২) বেগুনি টুপি দখলের লড়াইয়ে দুইয়ে গত আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য রশিদ খান। চলতি আইপিএলে রশিদ এখনও অবধি ১১টি ম্যাচে খেলে মোট ৪৪ ওভার বল করে ৩৫৬ রান দিয়ে ১৯টি উইকেট নিয়েছেন। ৩) পার্পল ক্যাপের দৌড়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সিএসকের তুষার দেশপান্ডে। এখনও অবধি তিনি এ বারের আইপিএলে ১১টি ম্যাচ খেলে ১৯টি উইকেট নিয়েছেন। ৩৮.২ ওভার বল করে ৩৯৬ রান খরচ করেছেন তিনি। ৪) পার্পল ক্যাপের দৌড়ে চারে উঠে এসেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পীযুষ চাওলা। এখনও অবধি এ বারের আইপিএলে ১০ ম্যাচে খেলে ৩৯ ওভার বল করে ২৮০ রান দিয়ে ১৭টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ৫) পার্পল ক্যাপের লড়াইয়ে প্রথম পাঁচে উঠে এলেন রাজস্থান রয়্যালসের যুজবেন্দ্র চাহাল। ১১ ম্যাচে ৪০.৫ ওভার বল করে ৩৩০ রান দিয়ে তিনি নিয়েছেন ১৭টি উইকেট। ৬) পঞ্জাব কিংসের অর্শদীপ সিংয়ের উইকেট সংখ্যাও ১৬টি। ১০ ম্যাচে ৩৬.৫ ওভারে ৩৬১ রান দিয়ে ১৬টি উইকেট সংগ্রহ করেছেন পঞ্জাব কিংসের তরুণ পেসার। ৭) সিএসকের তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা এখনও অবধি ১১ ম্যাচে খেলে ৩৯ ওভার বল করে ২৮৮ রান দিয়ে ১৫টি উইকেট নিয়েছেন। ৮) আরসিবির মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন এই তালিকায় আট নম্বরে। এখনও অবধি ১৬তম আইপিএলে ১০টি ম্যাচে খেলে ৩৭ ওভারে ২৮৬ রান খরচ করে ১৫টি উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। ৯) এই তালিকায় ৯ নম্বরে রয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসের রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এখনও অবধি তিনি ১১টি ম্যাচে খেলে ৪১ ওভার বল করে ৩০৩ রান দিয়ে ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। ১০) এই তালিকার দশে নম্বরে রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বরুণ চক্রবর্তী। ১০ ম্যাচে খেলে তিনি ৩৭ ওভার বল করে ৩০১ রান দিয়ে ১৪টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।

ন্যাশনাল ক্যারাটে টুর্নামেন্টে উজ্জ্বল দক্ষিণ দিনাজপুর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলতি বছরের গত ৩০ শে এপ্রিল কলকাতার দমদম ক্যান্টনমেন্টে এআইএসএসকে কারাটের ন্যাশনাল টুর্ণামেন্টে গঙ্গারামপুরের স্বর্ণ মুকুটে এক নতুন পালক সংযোজন হল। কলকাতার প্রাইভেট রোডে এই ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট হয়, যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থেকে ১২ জন কারাটের ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সেখানে তারা টুর্নামেন্টের পর পুরস্কৃত হয়ে জেলা সহ গঙ্গারামপুরের নাম উজ্জ্বল করেছে। অনুস্কা বসাক (কাতা), দ্বিতীয় লড়াই প্রথম শ্রেয়শী সাহা লড়ছে প্রথম (কাতা), দ্বিতীয় শ্রেয়া বসাক (কাতা), তৃতীয় লড়াই প্রথম রূপাঞ্জনা বসাক (কাতা), দ্বিতীয় লড়াই দ্বিতীয় বিদীপ্তা দাস (কাতা), তৃতীয় লড়াই তৃতীয় শ্রেয়শী সাহা, তৃতীয় লড়াই তৃতীয় রাজদেব দাস (কাতা), দ্বিতীয় লড়াই তৃতীয় অন্বেষা দাস (কাতা), দ্বিতীয় লড়াই তৃতীয় আশিস দাস (কাতা)। এই ক্যারাটে টুর্নামেন্টে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থেকে চারজন প্রথম হয়েছে একজন দ্বিতীয় ও ছয় জন তৃতীয় হয়েছে, এবং সর্বমোট তাদের ঝুলিতে চারটি

জানা গেছে, গঙ্গারামপুর শহরের পরিচিত প্রশিক্ষক সমীর দত্তের ছাত্র ছাত্রী তারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে ক্যারেটের প্রশিক্ষক ও এআইএসএসকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির প্রধান কর্ণধার প্রশিক্ষক ১৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিন ধরে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিয়ে জেলা শহর রাজ্যে নাম ও সফলতা কুড়িয়েছেন। এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে কলকাতায় গিয়ে ন্যাশনাল টুর্নামেন্টে সমীর দত্তের ১১ জন ছাত্র-ছাত্রীরা টুর্নামেন্টে জিতে পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। যা জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর সহ গঙ্গারামপুরের স্বর্ণ মুকুট ফের আরও এক নতুন পালক সংযোজন হলো তা বলাই বাহুল্য। ক্যারাটে বিজয়ী পুরস্কার প্রাপ্ত হলেন যথাক্রমে এই ১১ জন ছাত্র ছাত্রীরা- দেবাংশী দাস (কাতা), সোনার লড়াই প্রথম সোনা দুটি সিলভার ও পাঁচটি ব্রোঞ্জের পুরস্কার এসেছে। এই ছাত্রছাত্রীদের সফলতায় যথেচ্ছ ভাবে গর্বিত ও খুশি প্রশিক্ষক সমীর দত্ত সহ জেলাবাসী ও অভিভাবকরা। প্রসঙ্গত, গঙ্গারামপুরের প্রশিক্ষক সুপরিচিত সমীর দত্তের নাম রয়েছে জেলা জুড়ে। বরাবরের মতো এবারও জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর গঙ্গারামপুর থেকে ক্যারাটে টুর্ণামেন্টে খেলতে গিয়ে পুরস্কার পেয়ে গঙ্গারামপুর বাসীদের মুখ উজ্জ্বল করল তা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যতে এরকম আরও টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করবে ক্যারাটের ছাত্রছাত্রীরা যা পাথেয় হয়ে থাকবে জেলার স্বর্ণ মুকুটে। ক্যারাটে জেলার স্বর্ণ মুকুটে। ক্যারাটে টুর্ণামেন্টে পুরস্কার পাওয়ার পর গঙ্গারামপুরের ছাত্র-ছাত্রী সহ প্রশিক্ষক সমীর দত্ত এবং অভিভাবকরাও আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন।

পাকিস্তানের সমর্থনে নেই বাংলাদেশও! ভারতের পাশে সাকিবদের বোর্ড

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পাকিস্তানে এশিয়া কাপ আয়োজনের সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। পাকিস্তানে এশিয়া কাপ হলে ভারতীয় দল খেলতে যাবে না। আগেই এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিল বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনড় সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়ে যায় পাকিস্তান। ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ ভেনু এশিয়া কাপ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান এই প্রস্তাবে নিমরাজি। ২০২৩ এশিয়া কাপ যাতে পাকিস্তানের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হয় তার প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পিসিবি। কিন্তু পাকিস্তান তাদের এই ‘লড়াই’য়ে পাশে পাচ্ছে না পড়শি দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলিকেও। পাকিস্তানের জিও স্পোর্টসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশিয়া কাপ ইস্যুতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সমর্থন পাচ্ছে না পাকিস্তান। দুই পড়শি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সমর্থন বিসিসিআইয়ের দিকে। এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই জারি রয়েছে। বিসিসিআইয়ের কাছে হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে পাকিস্তান। যদিও তা অনুমোদন করেনি এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল। হাইব্রিড মডেল অনুযায়ী, এশিয়া কাপ হবে পাকিস্তানেই। শুধুমাত্র ভারতের ম্যাচগুলি খেলা হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। কিন্তু বিসিসিআই এতে রাজি নয়। গোটা এশিয়া কাপটাই নিরপেক্ষ ভেনুতে আয়োজন করার দাবি জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চাপের মুখে পাল্টা পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান নজম শেঠী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এশিয়া কাপ পাকিস্তানে আয়োজিত না হলে পাকিস্তান টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে না। এর আগে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি দিয়েছিল পাকিস্তান। পিসিবি যদি একান্তই এশিয়া কাপ স্থানান্তরকরণে রাজি না হয়, সেক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্বও কেড়ে নিতে পারে এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল। এদিকে এশিয়া কাপ নিয়ে ভারত-পাকিস্তান ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝে তাল ঠুকছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। ২০২৩ এশিয়া কাপ আয়োজনের জন্য তৈরি ভারতের দুই পড়শি দেশ। এশিয়া কাপ ইস্যুতে পাকিস্তানের পাশে নেই বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ জিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের আইসিসি এক নম্বরে উঠেছিল পাকিস্তান। বাবরদের উত্থানে খুশির জোয়ার বয়েছিল দেশটির ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শেরিফ টুইট করে বাবরদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। শুধু এক নম্বরে ওঠাই নয়, ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন বাবররা। কিন্তু ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের রাজত্ব টিকল না তিনদিনও। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পয়লা নম্বর স্থান খুইয়েছে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, বাবররা এখন ভারতেরও পিছনে। রবিবার রাতে ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ওডিআই ম্যাচ। কিউয়িদের কাছে হেরে গিয়ে পয়লা নম্বর স্থান থেকে তিনে নেমে গিয়েছে বাবর আজম অ্যান্ড কোম্পানি।

সামির নাসরির দাবি

এমবাপেকে খুশি করতে নেইমারকে বিতর্কিত করা

প্যারিস, ৮ মেঃ লিওনেল মেসির সৌদি আরব সফরকে কেন্দ্র করে যেন বড় এক ঝড়ই উঠেছে পিএসজিতে। দলটির কট্টর সমর্থকেরা মেসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে প্যারিসের রাস্তায়, ক্লাবের মূল কার্যালয়ের বাইরে। একদল গিয়ে বিক্ষোভ করে নেইমারের বাড়ির সামনেও। ৩১ বছর বয়সি নেইমারের সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এখনই তাঁকে ক্লাব ছাড়তে বলছে সমর্থকেরা। প্যারিসে পিএসজির স্টেডিয়াম পার্ক দে প্রিন্সেস আর নেইমারের বাড়ির বাইরে তারা স্লোগান দিয়েছে, ‘নেইমার চলে যাও।’ নেইমারকে নিয়ে পিএসজি সমর্থকদের এই বিক্ষোভ, তাঁকে বিতর্কিত বানিয়ে ফেলা-এ সবই সংবাদমাধ্যমের কারণে হয়েছে বলে মনে করেন ফ্রান্সের প্রাক্তন ফুটবলার সামির নাসরি। বর্তমানে ফুটবল পণ্ডিত হিসেবে কাজ করা আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটির প্রাক্তন ফুটবলার মনে করেন, নেইমার ও এমবাপের বিরোধের বিষয়টি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করে আসছিল সংবাদমাধ্যম। ভিডিও স্ট্রিমিং প্লাটফর্ম কানালপ্লাসের কানাল ফুটবল ক্লাব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নাসরি বলেছেন, ‘‘সবটাই সংবাদমাধ্যমের ভুল। আমরা এমবাপের কাছে নেইমারকে অপ্রিয় করে তুলেছি। তাই এখন এমবাপেকে খুশি করতে হলে নেইমারকে আঘাত করতে হবে।’’ চোটের কারণে পুরো মরসুমের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন নেইমার। এর আগে মরসুমের শুরুর দিকে যে তিনি দুর্দান্ত খেলেছেন, সবাইকে সেটাও মনে করিয়ে দিলেন নাসরি, ‘‘মরসুমের শুরুতে নেইমারই দলকে টেনেছে।’’

থিয়েরি অঁরি’র মতে

‘মেসির সৌদি সফরে পিএসজির গৌরবের ক্ষতি’

প্যারিস, ৮ মেঃ পিএসজি তাঁকে নিষিদ্ধ করেছে, তিনি নিজে ক্লাব আর সতীর্থদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এত কিছুর পরও লিওনেল মেসির বিতর্কিত সৌদি আরব সফরের রেশ যেন এখনো কাটছে না। এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ কথা বলছেন। এ কথা বলার তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছেন বার্সেলোনায় মেসির প্রাক্তন সতীর্থ থিয়েরি অঁরি। ফ্রান্সের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড অঁরি মনে করেন, এভাবে অনুশীলন ফাঁকি দিয়ে সৌদি আরব সফরে গিয়ে ঠিক করেননি মেসি। একই সঙ্গে এর জন্য পিএসজি কেন তাঁকে দুই সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করেছে, তার কারণ খোঁজারও চেষ্টা করেছেন অঁরি। আমাজন প্রাইম শোতে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন অঁরি। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিনা অনুমতিতে সৌদি আরব গিয়ে মেসি কি ঠিক করেছেন? এর উত্তরে অঁরি বলেছেন, ‘‘না, আপনি অনুশীলন মিস করতে পারেন না। কেউই অনুশীলন মিস করতে পারে না। কিন্তু পিএসজিতে সব সময়ই একই রকমের সমস্যা। এবার এটা মেসি।’’ এরপর মেসিকে পিএসজির দেওয়া নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অঁরি বলেছেন, ‘‘সে (মেসি) পিএসজিতে থাকবে না বলেই হয়তো তারা আঘাত করেছে (শাস্তি দিয়েছে)।’’ মেসি অবশ্য বলেছেন, এ সফরটি না করে তাঁর কোনো উপায় ছিল না। ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’তে ঘরের মাঠে ৩০ এপ্রিল লরাঁর বিপক্ষে ম্যাচের পর দুদিন ছুটি পাওয়ার কথা ছিল পিএসজির খেলোয়াড়দের। সৌদি সফরের সূচিটা সেই সময়ই করেছিলেন মেসি। কিন্তু পরের দিন ছুটি বাতিল করে অনুশীলন রাখেন কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের। তিনি মেসিকে ছুটি দিতেও রাজি হননি। এ কারণেই অনুমতি ছাড়াই স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে সৌদি সফরে গিয়েছিলেন মেসি।

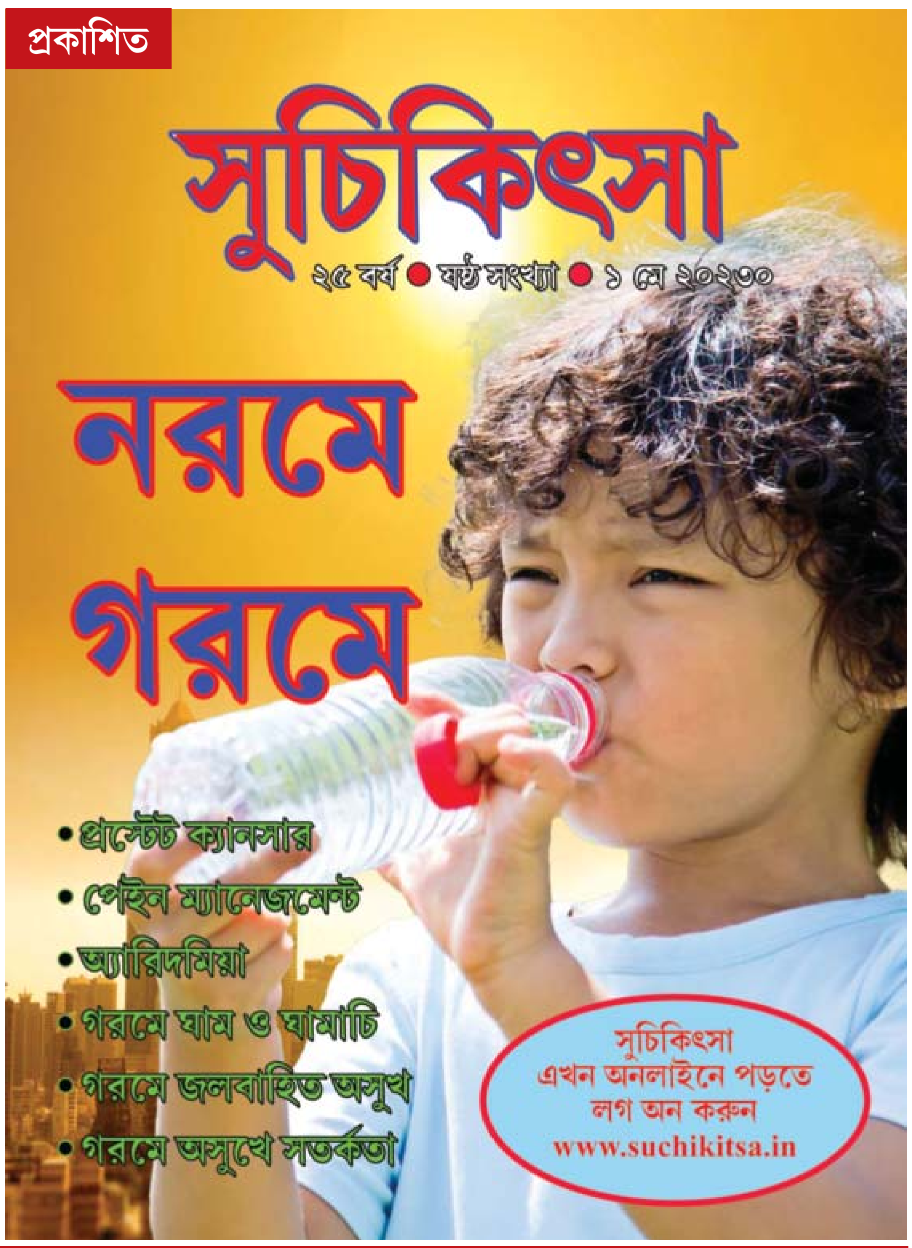

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501